# মরণের পরে কি হবে?

বা

# দোযখের আযাব ও বেহেশতের সুখ শান্তি

মূল

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)

ও

মাওলানা মুফতী মোঃ আশেকে এলাহী বুলন্দশহ্‌রী

মোহাজেরে মদনী

বাংলা রূপায়ন

আবু সাঈদ মোঃ হাবিবুল্লাহ খান এম. এম

শর্ষিণা লাইব্রেরী

বুক্‌স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা)

৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

بسم الله الرحمن الرحيم

# নতুন সংস্করণের ভূমিকা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم *

মহান আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহের বদৌলতে তরুন যুবা বয়সেই এ অধম লেখা লেখিতে হাতে খড়ি নেই। সে সময়ে প্রথমে "আহওয়ালে বরযখ (কবরের জীবন)" এর দু'বছর পর "আহওয়ালে জাহান্নাম (দোযখের পকৃতি)" নামক দু'টি পুস্তিকা প্রণয়ন করি। অতঃপর বেশ কয়েক বছর পর "আহওয়ালে ইয়াওমুল কিয়ামাহ (কেয়ামত ও হাশরের ময়দান)" এবং অবশেষে এর দু'চার বছর পর "জান্নাত কি নেআ'মতী (বেহেশতের সুখ শান্তি)" নামক আরো দু'টো পুস্তক সঙ্কলন করি। এ চার পস্তিকায় মুত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অবস্থাসমূহ সবিস্তারিত সঙ্কলিত হয়েছে। বিশ্ব বিধাতা মহান আল্লাহ তাআ'লার অশেষ শুকরিয়া; অন্তদৃষ্টি অর্জন ও উপদেশ আহরণের জন্য এ এক উৎকৃষ্টতর অনন্য উপঢৌকনে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এ পুস্তকগুলোতে যা কিছু সমাবেশ ঘটিয়েছি, তা সবই বিজ্ঞানপূর্ণ কোরআন ও রাসূল (সঃ)-এর পবিত্র হাদীস ভিন্ন আর কিছু নয়। মহান আল্লাহ তাআ'লার অপার মহানুভবতা যে, তিনি আমায় কোরআন ও হাদীস অধ্যায়ন এবং তদ্দ্বারা কিছু কিছু সংকলন ও সাহিত্য চর্চার সামর্থ্য যুগিয়ে এরূপ গ্রন্থাবলী প্রণয়নের সক্ষমতা দান করেছেন, যা সুধি মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

আমি আশান্বিত যে, আমার এ প্রয়াসগুলো মহান সত্ত্বা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সমীপেও স্বীকৃতি লাভে ধন্য হবে ইন্‌শাআ'ল্লাহ।

আলোচিত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সমন্বিতরূপ "মরণের পরে কি হবে (বা দোযখের আযাব ও বেহেশতের সুখ শান্তি)" পাক ভারতের বহুসংখ্যক প্রকাশকই প্রকাশ করে চলেছেন। তবে সাথে সাথে এও পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে, কিছু কিছু প্রকাশক এতে বেশ কম করাও শুরু করেছেন। কেউ এর কিছু অংশ ছেড়ে দিচ্ছেন, কেউ বা নিজেদের খেয়াল খুশি মত অন্য কিছু জুড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত মূল বৈশিষ্ট্যই পরিবর্তন করে ফেলছেন।

এমতাবস্থায় আমার ইচ্ছা হল, উক্ত চারটি পুস্তকের পুনঃ সংস্কার করি এবং পূর্বোলিখিত উদ্ধৃতিসমূদয় পূণর্স্থাপন করে গ্রন্থের পূর্বতন রূপাকৃতি ফিরিয়ে আনি।

আর প্রকাশের জন্য এমনসব প্রকাশকদের দায়িত্বভার অর্পণ করি, যাদের সংকোচন কিংবা সংযোজনের অভিলাস নেই।

গ্রন্থ প্রণয়নের প্রথমাবস্থায় সূত্র উপস্থাপনে হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থের শুধু নাম উল্লেখ করেছিলাম, পৃষ্ঠা উল্লেখের প্রতি খুব একটা মনোনিবেশ করিনি। তবে এ সংস্করণে সূত্র গ্রন্থগুলোর জেল্‌দ ও পৃষ্ঠা নাম্বারসহ উল্লেখ করেছি। কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি পেশের ক্ষেত্রে তাফসীর গ্রন্থ— তাফসীরে ইবনে কাছীর, দুররে মানসূর ও বয়ানুল কোরআন এবং হাদীস গ্রন্থ- মেশকাতুল মাসাবীহ ও আত্‌তারগীর অত্‌তারহীব থেকে চয়ন করেছি। আর আহ্‌ওয়ালে বরযখের প্রায় অর্ধাংশ পর্যন্ত আল্লামা সুয়ূতী (রহ)-এর শরহে সুদূরের উদ্ধৃতিই পেশ করেছি এবং এর সব সূত্রই উল্লেখ করেছি। মেশকাতুল মাসাবীহ ও আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব গ্রন্থদ্বয় যেহেতু প্রসিদ্ধ ও সর্বজন পাঠ্য হাদীস গ্রন্থ, তাই সূত্র উল্লেখের সময় এর পৃষ্ঠাও লিখে দিয়েছি। আর এ গ্রন্থ দু'য়ের প্রণেতাদ্বয় যেসব গ্রন্থ থেকে হাদীসগুলো সংগ্রহ করেছেন, তারও নাম উল্লেখ করেছি। যাতে সুধি পাঠকমণ্ডলী সরাসরি সেসব প্রন্থও অধ্যায়ন করতে পারেন।

এ গ্রন্থের ধারা বিন্যাস হবে এরূপ- প্রথমে "আহ্‌ওয়ালে বরযখ (কবরের জীবন)," এর পর "ময়দানে হাশর (কেয়ামত ও হাশরের ময়দান)," অতঃপর "আহ্‌ওয়ালে জাহান্নাম (দোযখের আযাব)," সবশেষে "জান্নাতের নেআ'মত (বেহেশতের সুখ শান্তি)।"

এ গ্রন্থ নিজে এবং প্রিয়জনদের উপস্থিতিতে বেশি বেশি পাঠ করুণ। মজলিস ও মাহ্‌ফিলে আলোচনা করুণ। মহান আল্লাহ তাঁর সেবকের এ পরিশ্রমটুকু কবুল করুন এবং সকল মুসলিম ভাই বোনদেরকে পারলৌকিক চিন্তার অবকাশ প্রদান করুণ। আমীন! وبالله التوفيق

নগণ্য বান্দা
মোঃ আশেকে এলাহী বুলন্দ শহ্‌রী
মদীনা মোনাওয়ারা
৪ঠা রবিউ'ল আউওয়াল
১৪০৬ হিঃ

# সূচীপত্র

## প্রথম অধ্যায়
## আহওয়ালে বরযখ বা কবরের জীবন


**কবর জীবনে যা হবে**

মৃত্যুর সময়ে ও মৃত্যুর পরে মুমিনের সম্মান /১৮
কাফেরদের লাঞ্ছনা ও অপমান /১৯
কবরে মুমিন ব্যক্তির নামাযের ধ্যান /২১
কবরে মুমিনদের নির্ভীক হওয়া ও তাঁদের সম্মুখে জান্নাত তুলে ধরা /২১
কবরে মুমিনগণের শান্তি ও কাফের মুনাফেকদের শাস্তি /২২
মুমিনের কাছে অন্যান্য কবরবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ /২৪
কবরবাসীদের কাছে জীবিতদের আমল পেশ করা হয় /২৪
মুমিনের প্রতি কবরের সুখকর চাপ /২৪
মুমিনের মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন /২৫
পুণ্যবান সন্তান ও জনকল্যাণমূলক কাজের উপকারিতা /২৫
মুমিন ব্যক্তিকে মালাকুল মউতের সালাম /২৬
দুনিয়ায় থাকতে মুমিনের অস্বীকার এবং তার প্রতি সুসংবাদ জ্ঞাপন /২৬
আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে শহীদগণকে সম্বোধন /২৭
শহীদ হওয়ার কষ্ট পিপীলিকার কামড়ের ন্যায় /২৮
**কবর আযাবের বিবরণ** /২৮
কবরে বিষধর সাপের দংশন /২৯
কবরে শাস্তির যন্ত্রাণায় মৃতের চিৎকার করা /২৯
এবং লোহার মুগুর দ্বারা পেটান
চোগলখোরী ও পেশাবের ছিটা হতে ৩১/
আত্মরক্ষা না করায় কবর আযাব ৩২/
কবরে বিশেষ কিছু কাজের বিশেষ বিশেষ আযাব ৩৩/
মৃতের সাথে কবরের কথোপকথন ৩৪/
যারা কবর আযাব থেকে নিরাপদে থাকবেন
সূরা মূলক ও সূরা সেজদা পাঠকারীর ৩৫/
অবস্থা ৩৫/
পেটের অসুস্থতায় মৃত্যু হলে ৩৬/
জুমআ'র রাতে বা দিনে মৃত্যু হলে ৩৬/
রমযান মাসে মৃত্যু হলে
মুজাহিদ, সীমান্ত প্রহরী ও শহীদগণের ৩৬/
মর্যাদা ৩৭/
কবর যে ব্যক্তির লাশ গ্রহণ করেনি
কবরে সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাত অথবা ৩৭/
জাহান্নাম দেখান হয়
মৃত্যুর পর নবী-রাসূলগণ কবরে ৩৮/
মানবদেহরূপেই জীবিত থাকেন
কবরে নবী করীম (সঃ)-এর কাছে ৪৩/
উম্মতের আমল পেশ করা হয়
উম্মতের দরূদ ও সালাম ফেরেশতাগণ ৪৩/
রাসূল (সঃ)-এর কাছে পৌছে দেন
রাসূল (সঃ)-এর রওজায় সাহাবায়ে কেরামগণের ৪৪/
সালাম পেশ করা
অন্য লোকের মাধ্যমে রওজা মোবারকে ৪৫/
সালাম পৌঁছান
ওহুদ যুদ্ধের কোন কোন শহীদের লাশ বহু ৪৬/
বছর পরও অক্ষত থাকার প্রমাণ

## দ্বিতীয় অধ্যায়
## কেয়ামত ও হাশরের ময়দান


যাদের বর্তমানে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে /৫৬
কেয়ামতের দিনখন কাউকেউ জানান হয়নি /৫৭
কেয়ামত হঠাৎ অনুষ্ঠিত হবে /৫৮


### কেয়ামতের দিন যা হবে


শিংগা ও শিংগায় ফুঁক /৫৮
সৃষ্টিকূল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হওয়া /৬১
কেয়ামতের দিন পাহাড় পর্বতের অবস্থা /৬১
আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থা /৬২
চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজির অবস্থা /৬৫
কবর থেকে মানুষের পুনঃরুত্থিত হওয়া /৬৬
মানুষ কবর থেকে উলঙ্গ ও খাতনাহীন অবস্থায় উত্থিত হবে /৬৬
কবর থেকে উঠে হাশর ময়দানের দিকে চলা /৬৭
কাফেরগণ কবর হতে অন্ধ, বধির ও বোবা অবস্থায় উঠবে /৬৮
কাফেরদের চোখ হবে নীল বর্ণ /৬৮
দুনিয়াতে বসবাসের সময়ের অনুমান /৭৯
কেয়ামতের দিনে মানুষের অস্থিরতা /৭০


### হাশর ময়দানে যা হবে


মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল ও কালিমাময় হওয়া /৭২
হাশর ময়দানে ঘামের বিপদ /৭৪


**হাশর ময়দানে সমবেতদের বিভিন্ন অবস্থা**


ভিখারীদের দুরাবস্থা /৭৪
স্ত্রীদের কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের পরিণতি /৭৫
কোরআন মজীদ শিখার পর ভুলে যাওয়ার পরিণতি /৭৫
৭৫/ বেনামাযীর পরিণতি
৭৫/ হত্যাকারী ও নিহতের পরিণতি
৭৫/ হত্যাকাণ্ডে সাহায্যকারীর পরিণতি
৭৬/ ওয়াদা ও চুক্তি ভঙ্গকারীর পরিণতি
৭৬/ শাসক ও রাজা-বাদশার পরিণতি
৭৬/ যাকাত না দেয়ার পরিণতি
৭৮/ কেয়ামতের দিন সর্বাধিক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি
৭৮/ দু'মুখা ব্যক্তির শাস্তি
মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা এবং আড়ি পেতে
৭৮/ গোপন কথা শোনার শাস্তি
৭৮/ জিল্লতি বা লাঞ্ছনার পোশাক
৭৯/ অন্যের ভূমি হরণকারীর শাস্তি
৭৯/ ইলমেদ্বীন গোপন করার শাস্তি
৭৯/ গোসসা হজমকারীর পুরস্কার
৭৯/ মক্কা মদীনায় মৃত্যুবরণকারীর পুরস্কার
হজ্জের সফরের সময় মৃত্যুবরণকারীর
৭৯/ পুরস্কার
৮০/ শহীদগণের মর্যাদা ও পুরস্কার
৮০/ অন্ধকারে মসজিদে গমনকারীদের পুরুস্কার
৮০/ মুয়াজ্জিনের পুরস্কার
৮০/ আল্লাহ প্রেমিকের পুরস্কার
৮০/ আরশের ছায়ায় যারা থাকবেন
৮১/ নূরের টুপি যিনি পাবেন
৮১/ হালাল উপার্জনের পুরস্কার
আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব কোন
৮২/ উপকারে আসবেনা
৮২/ বন্ধুও শত্রুতে পরিণত হবে
মানুষ আত্মীয়-স্বজনসহ সবকিছু দিয়েও
৮৩/ নাজাত পেতে চাবে
৮৩/ পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসার আবেদন
নেতাদের প্রতি দোষারোপ /৮৪
নেতাদের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি /৮৫


**হাশর ময়দানে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সর্বোচ্চ সম্মান লাভ /৮৬**


উম্মতের মুহাম্মদীর পরিচিতি /৯০


### হাউজে কাওছার


রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাউজে কাওছারের বৈশিষ্ট্য /৯০
সর্বাগ্রে হাউজে কাউছারে উপনীত ব্যক্তিগণ /৯১
হাউজে কাউছার হতে যারা বিতাড়িত হবে /৯২
স্বীয় পিতার নাম ধরে ডাকা হবে /৯৪
কেয়ামত মানুষকে সম্মানিত ও অপমানিত করবে /৯৪
পার্থিব নেয়ামতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ /৯৬
অন্যান্য নবীদের উম্মতের বিরুদ্ধে উম্মতে মুহাম্মাদীর সাক্ষ্য /৯৯
নবীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ /১০০
রাসূল (সঃ)-এর সাক্ষ্য /১০১
হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ /১০২
ফেরেশতাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ /১০৩
জিনদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ /১০৪
মুশরেকদের অপরাধ অস্বীকার /১০৫
যাদের পুজা করত তারাও অস্বীকার করবে /১০৬


### হিসাব-নিকাশ, বিচার, আমল ও ওজনের বিবরণ


নিয়তের ভিত্তিতে বিচার /১০৬
নামাযের হিসাব ও নফলের মাহাত্ম্য /১০৮
যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন /১০৯
সহজ হিসাব /১১০
কঠিন হিসাব /১১০
১১০/ মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তাআ'লার বিশেষ অনুগ্রহ
কোন মাধ্যম ছাড়াই সামনা সামনি আল্লাহর
১১১/ জিজ্ঞাসার জবাব দিতে হবে
১১১/ কারো প্রতিই অবিচার করা হবে না


### বান্দার হক


১১২/ পাপ পুণ্য দ্বারা লেন-দেন হওয়া
১১৩/ কেয়ামতের দিন সর্বাধিক নিঃস্ব ব্যক্তি
পিতা-মাতাও তাদের দাবী ছাড়তে
১১৪/ সম্মত হবে না
১১৪/ প্রথম বাদী-বিবাদী
১১৪/ জীব-জন্তুর বিচার ফয়সালা
১১৬/ মনিব ও ভৃত্যদের মাঝে ন্যায় বিচার


### অপরাধ অস্বীকার করায় সাক্ষী দ্বারা অপরাধ প্রমাণ


১১৭/ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য
১১৮/ ভূমির সাক্ষ্য
১১৮/ আমলনামা উপস্থাপন
আমলনামা দেখে অপরাধীরা ভীত
১১৯/ হয়ে অনুশোচনা করবে
১১৯/ আমলনামা বণ্টন
আমলনামা পাওয়ার পর পুণ্যবানদের
১২০/ খুশী এবং পাপীদের হতাশ হওয়া
১২১/ আমলসমূহের ওজন
১২৩/ জনৈক বান্দার আমলের পরিমাপ
১২৪/ সর্বাধিক ওজনশীল আমল
১২৪/ কাফেরদের পুণ্য হবে ওজনহীন
১২৮/ আল্লাহর করুণায় ক্ষমা লাভ
১২৯/ মহাবিচারের দিন প্রত্যেকেই অনুতপ্ত হবে
১২৯/ শাফাআ'তের বিবরণ
১৩৩/ মুমিনগণের শাফাআ'তের মর্যাদা লাভ
অভিশাপকারীগণ শাফাআ'ত করার
১৩৪/ মর্যাদা হতে বঞ্চিত হবে
১৩৪/ মুজাহিদগণের শাফাআ'ত

পিতা-মাতার জন্য নাবালেগ মৃত সন্তানের শাফাআ'ত /১৩৪
কোরআনের হাফেজগণের শাফাআ'ত /১৩৫
বিশেষ সতর্ক বাণী /১৩৫
রোযা ও কোরআনের শাফাআ'ত /১৩৬

**আল্লাহর কুদরতী নলার ঔজ্জ্বল্য, পুলসেরাত ও নূর বন্টনের বিবরণ**

কাফের মুশরেক ও মুনাফেকদের ভয়ংকর বিপদ /১৩৬
নূর বন্টন /১৩৭
আল্লাহর কুদরতি নলার ঔজ্জ্বল্য /১৩৯
বিশ্বনবী (সঃ) সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলাবেন /১৪৪
মানুষ দলে দলে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করবে /১৪৪
জাহান্নামীগণকে ভর্ৎসনা করা এবং জান্নাতীগণকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন /১৪৪
১৪৬/ আপন অনুসারীদের সামনে শয়তানের আত্মপক্ষ সমর্থন
১৪৬/ উম্মতে মুহাম্মদীই সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সংখ্যায় তারাই হবে সর্বাধিক
১৪৭/ হিসাবের কারণে ধনীদের জান্নাতে যেতে বিলম্ব হবে
১৪৮/ জাহান্নামীদের অধিকাংশ হবে মহিলা ও ধনাঢ্য লোক
১৪৯/ জান্নাতীদেরকে জাহান্নাম এবং জাহান্নামীদেরকে জান্নাত দেখান হবে
১৫০/ জান্নাত ও জাহান্নাম দু'টোই পরিপূর্ণ করা হবে
১৫০/ হাশর দিবসের স্থায়ীত্ব
১৫১/ কেয়ামতকে মুমিনদের জন্য সহজকরণ
১৫১/ মউতের মৃত্যু
১৫২/ আরাফের অধিবাসী
১৫৫/ চক্ষুষমানদের জন্য রয়েছে সফলতা


## তৃতীয় অধ্যায়
## আহওয়ালে জাহান্নাম বা দোযখের আযাব


**দাযখের গঠন প্রকৃতি ও অবস্থার বিবরণ**

দোযখের গভীরতা /১৫৮
দোযখের প্রাচীর /১৫৮
দোযখের দরজাসমূহ /১৫৮
দোযখের স্তর /১৫৯
দোযখের আগুন ও অন্ধকার /১৬০
দোযখের শাস্তির অনুমান /১৬০
দোযখের শ্বাস-প্রশ্বাস /১৬১
দোযখের ইন্ধন বা জ্বালানী /১৬১
দোযখের লাগাম ও তা টানার ফেরেশতা /১৬২
দোযখের সাপ ও বিচ্ছু /১৬২
১৬২/ দাযখে মোতায়েন ফেরেশতাদের সংখ্যা
১৬৩/ দোযখের ক্রোধ, চিৎকার, উচ্চৈঃস্বরে দোযখীদেরকে ডাকা এবং তাদেরকে সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করার বিবরণ
১৬৪/ সম্পদ জমাকারীদেরকে দোযখের আহ্বান
১৬৫/ দোযখের একটি বিশেষ গর্দান
১৬৫/ দোযখে কারো মৃত্যু হবে না এবং কারো শাস্তি লাঘবও হবে না
১৬৫/ দোযখের আওয়াজ, আরো আছে কি?
১৬৬/ ধৈর্যধারণেও শাস্তি হতে মুক্তি মিলবে না
১৬৬/ আগুনের স্তম্ভের মধ্যে আটক রাখা হবে

**দোযখীদের পানাহার**

আগুনের কাঁটাযুক্ত গাছ /১৬৬
জখম থেকে নির্গত নির্ঝরা /১৬৭
ঝাকুম লতাপাতা /১৬৭
গাচ্ছাক /১৬৮
গলিত ধাতু /১৬৮
গলিত পুঁজ /১৬৮
অতিশয় উষ্ণ পানি /১৬৯
গলায় আটকানো খাদ্য /১৬৯

**দোযখে শাস্তির বিভিন্ন পদ্ধতি**

ফুটন্ত গরম পানি মাথায় ঢালা হবে /১৭০
লোহার মুগুড় দ্বারা পেটান হবে /১৭০
দেহের চামড়া পরিবর্তন করা হবে /১৭১
আগুনের পাহাড়ে উঠান হবে /১৭১
বিশাল শিকল দ্বারা বাঁধা হবে /১৭১
গলায় বেড়ি পড়ান হবে /১৭২
গন্ধকের কাপড় পরিধান করান হবে /১৭২
জাহান্নাম প্রহরীদের তিরস্কার /১৭৩
বে-আমল ওয়ায়েজীনের শাস্তি /১৭৪
সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহারকারীদের শাস্তি /১৭৪
ফটোগ্রাফার বা ছবি অংকনকারীদের শাস্তি /১৭৪
আত্মহত্যাকারীর শাস্তি /১৭৪
অহংকারী ব্যক্তির শাস্তি /১৭৫
রিয়াকার আবেদগণের শাস্তি /১৭৫
এলমেদ্বীন গোপনকারীর শাস্তি /১৭৫
১৭৫/ মদ পান ও নেশারকর দ্রব্য গ্রহণকারীর শাস্তি

**দোযখীদের অবস্থার বিবরণ**

১৭৬/ দোযখে প্রবেশের অবস্থা
১৭৭/ পুলসেলাত পার হওয়ার সময় দোযখে নিপতিত হওয়া
১৭৮/ দোযখে প্রবেশের সময় একে অপরের প্রতি অভিশাপ
১৭৮/ দোযখে প্রবেশকারীদের সংখ্যা
১৭৯/ দোযখের অধিকাংশই হবে মহিলা
১৭৯/ দোযখীদের জিহবা
১৭৯/ দোযখীদের দেহ
১৮০/ দোযখীদের কুৎসিৎ আকৃতি
১৮১/ দোযখীদের অশ্রু
১৮১/ দোযখীদের চিৎকার ও হাক ডাক
১৮১/ দোযখ থেকে ছাড়া পাবার জন্য মুক্তিপণ দিতেও সম্মত হবে
১৮২/ বেহেশতীগণের উপহাস
১৮৩/ দোযখীদের বিস্ময়কর অনুশোচনা
১৮৩/ বিভ্রান্তকারীদের প্রতি দোযখীদের আক্রোশ
১৮৪/ নেতাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়ার আবেদন
১৮৪/ জাহান্নাম প্রহরীদের কাছে আবেদন-নিবেদন
১৮৬/ শেষ কথা

**পরিশিষ্ট**

১৮৮/ দোযখ হতে রক্ষা পাওয়ার কিছু দোয়া


## চতুর্থ অধ্যায়
## জান্নাতের নেয়াআ'মত বা বেহেশতের সুখ শান্তি


**বেহেশতের গঠন প্রকৃতি**

বেহেশতের নির্মাণ সামগ্রী ./১৯০
বেহেশতের প্রশস্ততা ./১৯০
বেহেশতের দরজাসমূহ ./১৯১
বেহেশতে প্রবেশকারীদের দুটি দল ./১৯৩.
১৯৫/ সম্মানের সাথে বেহেশতে প্রবেশ ও ফেরেশতাদের মুবারকবাদ
.১৯৫/ বেহেশতে প্রবেশের পর মুবারকবাদ
১৯৬/ বেহেশতে প্রবেশের পর বেহেশতীদের শুকরিয়া আদায়

বেহেশতীদের প্রথম নাস্তা /১৯৭
বেহেশতীদের অবয়ব, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য /১৯৮
বেহেশতীদের দাড়ি থাকবে না, তাদের চোখ হবে সুরমা মাখানো /১৯৯
বেহেশতীদের দৈহিক সুস্থতা ও যৌন ক্ষমতা /২০০
বেহেশতীদের বয়স /২০০.
বেহেশতের বাগবাগিচা ও বৃক্ষরাজি /২০১
বেহেশতের ফল-ফলারি /২০৩.
বেহেশতে চাষাবাদ /২০৭.
বেহেশতের নহর বা নদ-নদী /২০৭
হাউজে কাওছার /২০৮
বেহেশতের ঝর্ণাধারা /২০৯
বেহেশতের পানীয় দ্রব্য /২১০
বেহেশতের পাখ-পাখালী /২১১
বেহেশতীগণ খুব সম্মানের সাথে পানাহার করবে এবং তাদের আহার্যদ্রব্য পায়খানা-প্রশ্রাবে পরিণ হবেনা /২১২
বেহেশতীদের আহার্য পাত্র /২১৩
বেহেশতী পানীয়ে নেশা এবং মাথা ব্যথা হবে না /২১৪
বেহেশতীদের যানবাহন /২১৪
বেহেশতীদের পারস্পরিক ভালবাসা /২১৫
বেহেশতীদের আমোদ-প্রমোদ /২১৬
বেহেশতীদের পোশাক ও অলংকার /২১৬
বেহেশতীদের মাথার তাজ /২১৯
বেহেশতীদের বিছানা /২১৯
বেহেশতীদের আসন /২২০
বেহেশতের গিলমান বা কিশোর বালক /২২১
বেহেশতের পবিত্র স্ত্রীগণ /২২৩
বেহেশতী স্ত্রীদের সৌন্দর্য ও রূপমাধুরী /২২৩
ঢুলু ঢুলু নয়ন বিশিষ্ট হুর /২২৬
হুরদের বিশেষ দোয়া ও স্বামীদের প্রতি আন্তরিকতা ২২৭/
বেহেশতে আয়তলোচনা হুরদের গান ২২৮/
বেহেশতী পুরুষদের জন্য একাধিক স্ত্রী ২২৮/
বেহেশতীদের যৌনক্ষমতা ২২৯/
বেহেশতের বাজার ২৩১/
বেহেশতের বড় নেয়ামত আল্লাহর দীদার লাভ ২৩৩/
পাপী মুসলমানদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে বেহেশতে প্রবেশ ২৩৫/
সবশেষে বেহেশতে প্রবেশকারী ও সবচেয়ে নিচু স্তরের বেহেশতী ২৩৭/
বেহেশতে চিরকাল অবস্থান করবে, সেখানে মৃত্যু ও ঘুম আসবেনা ২৪২/
বেহেশতে সবকিছু ইচ্ছাও বাসনা অনুযায়ী হবে ২৪৩/
বেহেশতীগণ বেহেশত থেকে বেরুতে চাইবে না এবং বের করা হবেও না ২৪৪/
আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সন্তুষ্টির ঘোষণা ২৪৪/
বেহেশতের শ্রেণী স্তর ২৪৫/
বেহেশতের সুউচ্চ মহল ২৪৬/
বেহেশতের শিবির ও গম্বুজ ২৪৭/
বেহেশতী মৌসুম ২৪৮/
বেহেশতে রয়েছে কেবল আরাম আর আরাম, সেখানে অবসাদ ও দুর্ভোগের কিছু নেই ২৪৯/
বেহেশতীদের আলোচনা বৈঠক ২৫০/
বেহেশতীদের পারস্পরিক সালাম সম্ভাষণ ২৫১/
বেহেশতের পূর্ণ অবস্থা দুনিয়াতে বসে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় ২৫২/
বেহেশতের সুঘ্রাণ ২৫৩/
বেহেশতের প্রস্তুতি গ্রহণের কেউ আছে কি? ২৫৩/


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# মরণের পরে কি হবে?
# বা
# দোযখের আযাব ও বেহেশতের সুখ শান্তি

## প্রথম অধ্যায়
## আহওয়ালে বরযখ বা কবরের জীবন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ *

সকল প্রশংসা পরওয়ারদেগারে আ'লম আল্লাহ তাআ'লার জন্য নিবেদিত। আর সালাত ও সালাম পেশ করছি সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মানব আমাদের এবং সব নবী-রাসূলের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি। আর কেয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর অনুসারী হবেন তাদের প্রতি।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, যদিও মৃত্যুর পর মানুষকে আমরা পচনশীল লাশ মনে করি, আসলে তারা লাশ নয় বরং জীবিতই থাকে। তবে তাদের জীবন আমাদের এ পার্থিব জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ঃ "মৃতের হাড় ভাঙ্গা জীবিতদের হাড় ভাঙ্গার মতই।" —মেশকাত, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও মালেক।

মহানবী (সঃ) কোন এক সময় আমর ইবনে হযম (রা)-কে একটি কবরের সাথে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় দেখে বললেন ঃ "এ কবরে সমাহিত ব্যক্তিকে কষ্ট দিও না।" —মেশকাত।

মৃত্যুর পর মানুষ এ পার্থিব জগৎ হতে পরজগতে চলে যায়। তাকে কবরে সমাহিত করা না হলে, বা চিতার আগুনে জ্বালান না হলেও তার স্থান হয় পরলোকে। সেখানে অবস্থানকালে তার চেতনা উপলব্ধিও থাকে বিদ্যমান।

মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ "মৃত লাশ চৌখাটে রেখে কবরস্থানে নেয়ার জন্য মানুষ যখন তা কাঁধে বহন করে, তখন সে পুণ্যবান হলে বলে, আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল। আর যদি সে পুণ্যবান না হয়, তাহলে স্বীয় পরিবার পরিজনকে বলে, হায়! আমার ধ্বংস, তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? মানুষ ছাড়া প্রত্যেক প্রাণী তার একথা শুনতে পায়। আর মানুষ যদি তা শুনতে পেত, তবে অবশ্যই সে বেহুশ হয়ে পরত।" —বোখারী।

মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামত সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে যে সময়কাল অতিবাহিত হয়, একে বরযখ বা কবরের জীবন বলা হয়। বরযখ শব্দের আভিধানিক অর্থ– পর্দা বা আড়াল। যেহেতু এ সময় কালটি দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে একটি পর্দা বা আড়াল বিশেষ, এজন্যই একে বরযখ বলা হয়।

সাধারণত মানুষ যেহেতু তাদের মৃতদেরকে কবরে সমাহিত করে, সেহেতু হাদীসের ভাষায় বরযখকালের শান্তি ও শাস্তিকে কবর আযাব নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর মর্ম এ নয় যে, যেসব মৃতকে আগুনে জ্বালান হয়, বা গভীর পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়, তারা বরযখের সময়কালে জীবন্ত থাকে না। আসলে তারাও বরযখে জীবন্ত কাল কাটায়। তারা হয় শান্তিতে, অথবা শাস্তির মধ্যে নিপতিত থাকে। যারা কাফের ও মুশরেক অবস্থায় মারা যায়, তারা বরযখের জীবনে কোন আরাম বা শান্তি ভোগ করতে পারে না। তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি আর শাস্তি। আল্লাহ তাআ'লা মানব দেহের জলন্ত ভস্ম একত্রিত করেও শান্তি বা শাস্তি দিতে পুরো মাত্রায় সক্ষম। হাদীসে আছে, পূর্ব যমানায় এক ব্যক্তি খুবই গুনাহের কাজ করত। তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে সে পুত্রগণকে এ ওসিয়ত করল যে, তোমরা আমার মরদেহটি আগুনে জালিয়ে দেবে, আর আমার ছাইভস্মের অর্ধেক বায়ুমণ্ডলে উড়িয়ে দেবে এবং বাকী অর্ধেক সমুদ্রের গভীর পানিতে মিশিয়ে নিঃশেষ করে ফেলবে। এরপর সে আরো বলল, আল্লাহ তাআ'লা যদি এরপরও আমাকে জীবিত করতে সক্ষম হন, তাহলে অবশ্যই আমাকে এমন কঠোর শাস্তি দেবেন, যা আমাকে ছাড়া ত্রিভুবনে আর কাউকে দেবেন না।

লোকটির মৃত্যুর পর পুত্রগণ পিতার অন্তিমকালের ওসিয়তমত কাজ করল। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা সমুদ্রকে ঐ ব্যক্তির দেহ ভস্মগুলোকে একত্রিত করার নির্দেশ দিলে সমুদ্র তা একত্রিত করল। এমনিভাবে স্থলভাগের বায়ুমণ্ডলকে ভস্মগুলো একত্রিত করার নির্দেশ দিলে সে-ও তা একত্রিত করল। তখন আল্লাহ তাআ'লা উভয় স্থানের ভস্ম একত্রিত করে তাকে জীবিত করলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এমন ওসিয়ত কেন করলে? সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি যে তোমার শাস্তির ভয়ে এরূপ করেছি, তাতো তুমি ভালভাবেই অবগত আছ। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা একে ক্ষমা করে দেন।

—বোখারী, মুসলিম।



হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এও জানা যায় যে, মৃত্যুর পর মুমিন বান্দাগণ একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেন। আর নবাগত মৃত মুমিন ব্যক্তির কাছে অপরাপর মুমিন ব্যক্তিরা জিজ্ঞেস করে– অমুকের অবস্থা কি, সে কি অবস্থায় আছে?

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র) বলতেন, কারো মৃত্যু হলে কবরের জীবনে তার মৃত সন্তানগণ তাকে এমনভবে সম্বর্ধনা জানায়, যেরূপ পার্থিব জীবনে কোন বহিরাগত লোককে সম্বর্ধনা জানান হয়। —শরহে সুদুর।

হযরত ছাবেত বানানী (র) বলেছেন, কারো মৃত্যুর পর কবর জীবনে তার পূর্বে মৃত নিকটাত্মীয়গণ তার কাছে এসে তাকে ঘিরে ধরে। তারা পরস্পর এত বেশী খুশী হয়, যেমন পার্থিব জীবনে বহিরাগত কারো আগমন হলে তার সাথে সাক্ষাতে খুশী হয়ে থাকে। —শরহে সুদুর।

হযরত কায়েস ইবনে কোবায়সাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ কেউ মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করলে তাকে অন্যান্য মৃতদের সাথে কথোপকথনের অনুমতি দেয়া হয় না। জনৈক সাহাবী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! মৃতের সাথে কি অন্যান্য মৃতরাও কথা বলতে পারে ? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হাঁ কথা তো বলেই, তদুপরি তাদের পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাতও হয়। —শরহে সুদুর, বুশরাল কাতীব বিলিকায়েল হাবীব- সুয়ুতী।

নবীপত্নী হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে এবং তার কবরের পাশে বসে, কবরে সমাহিত ব্যক্তি তাকে তার সালামের জওয়াব দেয় এবং যিয়ারত কারী চলে আসা পর্যন্ত তাকে চিনতে ও বুঝতে সক্ষম হয়। —ইবনে আবি দুনিয়া ও শরহে সুদুর।

হযরত উম্মে বাশার (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মৃতরা কি একে অপরকে চিনতে পারে ? তিনি বললেন ঃ তোমার কল্যাণ হোক, মুতমাঈন আত্মা (বা যেসব মুমিনের আত্মা আল্লাহ তাআ'লার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তা) জান্নাতে সবুজ পাখীর হৃদয় অভ্যন্তরে অবস্থান করে। এখন বুঝে নাও পাখীরা যদি বৃক্ষে থাকতে একে অপরকে চিনতে পারে, তাহলে মুমিনের আত্মাসমূহও একে অপরকে চিনে নিতে পারবে। —ইবনে সায়াদ, শরহে সুদুর।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোরআন মজীদ পাঠ শিক্ষা শুরু করে শেষ করার পূর্বেই মারা যায়, কবরে একজন ফেরেশতা তাকে কোরআন মজীদ শিক্ষা দেন। আর সে আল্লাহ তাআ'লার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যখন সে সম্পূর্ণ কোরআন মজীদের হাফেজ হবে। —শরহে সুদুর।

যারা এ পার্থিব জীবন পুণ্যময় কর্মে অতিবাহিত করেন এবং মৃত্যুর পরের জীবনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন, এ দুনিয়ার প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয় না। তারা ইহলোকের চেয়ে পরলোকের জীবনকেই প্রাধান্য দেন। আর যারা পার্থিব জীবনকে খারাপ ও অন্যায় কাজে অতিবাহিত করে, তারা মৃত্যুর কথা স্মরণেই ভয় পায়।

সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেক আবু হাযেম (র)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা মৃত্যু সম্পর্কে ভীত হই কেন বলবেন কি ? তিনি বললেন, এর কারণ হচ্ছে, তোমরা দুনিয়াকে খুব সুন্দরভাবে আবাদ কর এবং পরকালকে বরবাদ কর। সুতরাং আবাদকৃত জায়গা হতে বরবাদকৃত স্থানে যাওয়া পছন্দ হয় না। সোলায়মান বললেন, আপনি যথার্থই বলেছেন।

—ফিকাতুস সাফওয়াহ, ২য় খণ্ড, ৮৯ পৃঃ।

কবর জীবনের প্রতি যে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং নিজের পুণ্যময় কর্মের প্রতিদানে সেখানে ভাল অবস্থায় থাকার আশা পোষণ করে। আর মনে করে যে, এ পার্থিব জগতের ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে, তারা কবরের জীবনেও আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তিদের সাথে দেখা-সাক্ষাত লাভ করবে। সুতরাং মৃত্যুকে তারা কেন ভয় পাবে? আর এ ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনকে কেনই বা কবর জীবনের উপর প্রাধান্য দেবে?

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

يُحِبُّ الْإِنْسَانُ الْحَيٰوةَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِّنَفْسِهِ *

"মানুষ এ পার্থিব জীবনকে খুব পছন্দ করে ও ভালবাসে। অথচ মৃত্যুই হচ্ছে তার জন্য উত্তম।" —বায়হাকী- শোয়াবুল ঈমান।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুমিনের জন্য মৃত্যুকে উপঢৌকন বলেছেন। (বায়হাকী ও মেশকাত)। তিনি এও বলেছেন ঃ যে, মানুষ মৃত্যুকে খারাপ জানে ও অপছন্দ করে, অথচ দুনিয়ার ফেৎনা-ফাসাদ ও আল্লাহর পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার চেয়ে তার জন্য মৃত্যুই উত্তম। মৃত্যু যত তাড়াতাড়ি হবে, ততো তাড়াতাড়ী দুনিয়ার ফেৎনা-ফাসাদ থেকে নিরাপদ হওয়া যাবে।

—শরহে সুদুর।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ মানুষের দুনিয়া হতে ইনতেকাল করে পরকালে চলে যাওয়ার উদাহরণ হচ্ছে– শিশু যেমন মায়ের সংকীর্ণ ও অন্ধকার জঠোর হতে জন্মলাভ করে পার্থিব জগতের আলো-বাতাসের আরামপ্রদ ও সুন্দর পরিবেশে চলে আসে, অনুরূপভাবে মানুষ দুনিয়ার অশান্তিময় জীবন হতে ইনতেকাল করে, এক বিরাট প্রশস্তময় জীবনে পদার্পণ করে। মোট কথা মুমিনের জন্য মৃত্যু খুবই উত্তম বিষয়। কিন্তু শর্ত হচ্ছে তার জীবন হতে



হবে পুণ্যময় জীবন এবং তার ও আল্লাহ তাআ'লার মধ্যকার সম্পর্ক সঠিক ও সুন্দর রাখতে হবে। আল্লাহ তাআ'লার যেসব বান্দা পুণ্যময় কর্মে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁরা মৃত্যুকে পার্থিব জীবনের উপর প্রধান্য দেন। পার্থিব জীবনের বিপদাপদ, ফেৎনা ও অস্থিরতাপূর্ণ জীবন থেকে বের হয়ে খুব তাড়াতাড়ি পরকালের চিরশান্তি ও সুখময় জীবনে পদার্পণ করতে আগ্রহী থাকেন।

কোন এক সময় হযরত আবু হোরায়রা (রা) জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি। তখন তিনি বললেন ঃ যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে আমার জন্য মৃত্যু ক্রয় করে নিয়ে আসবে। —ইবনে আবূ শায়বা, বায়হাকী।

এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে– এ দুনিয়ায় বসবাস করা আমার পছন্দ নয়। যদি মূল্য দ্বারাও মৃত্যু ক্রয় করা যায়, তবে তা ক্রয় করে নেব।

হযরত খালেদ ইবনে মায়াদান (রা) বলতেন, যদি কেউ একথা বলে, অমুক জিনিস যে স্পর্শ করবে, তৎক্ষণাত সে মারা যাবে। তাহলে আমার পূর্বে কেউ তা স্পর্শ করতে পারবে না। তবে কেউ যদি আমার চেয়ে বেশী দৌঁড়াতে পারে এবং আমার পূর্বেই তার নিকটে পৌঁছে যায়, তাহলে অন্যকথা। —ইবনে সায়াদ।

## কবর জীবনে যা হবে

### মৃত্যুর সময়ে ও মৃত্যুর পরে মুমিনের সম্মান

হযরত বারায়া ইবনে আযিব (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে জনৈক আনসারীর জানাযা পড়তে কবরস্থানে গিয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছে দেখলাম তখনও লহদ বা কবর খনন করা হয়নি। এ কারণে নবী করীম (সঃ) সেখানে বসলেন, আমরাও তাঁর চতুর্দিকে আদবের সাথে এমনভাবে বসলাম, যেন, আমাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে একখানা লাঠি ছিল, তা দ্বারা তিনি চিন্তাযুক্ত মানুষের ন্যায় মাটি খুঁড়ছিলেন। নবী করীম (সঃ) স্বীয় মাথা মোবারক উঠিয়ে বললেন ঃ কবরের শাস্তি হতে আল্লাহ তাআ'লার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। এ কথা তিনি দু' বা তিন বার বললেন। অতঃপর বললেন ঃ মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া থেকে পরকাল অভিমুখী হয়, তখন আকাশ হতে তার কাছে ফেরেশতার আগমন ঘটে, যাদের চেহারা হচ্ছে সূর্যের ন্যায় সমুজ্জল। তাদের সাথে থাকে জান্নাতের কাফন ও জান্নাতের সুঘ্রাণ। এ ফেরেশতাগণ মুমূর্ষ ব্যক্তির দৃষ্টির শেষ প্রান্তে গিয়ে বসে। অতঃপর মালাকুল মউত ফেরেশতার আগমণ হয় এবং সে এসে মুমূর্ষ ব্যক্তির শিয়রে বসে বলে, হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ তাআ'লার ক্ষমা ও মাগফেরাত এবং তার সন্তুষ্টির পানে দেহ থেকে বের হয়ে এস। তখন মুমিন ব্যক্তির আত্মা খুব সহজে এমনভাবে দেহ থেকে বের হয়, যেমন কলসী থেকে পানির ফোঁটা প্রবাহিত হয়ে বেরিয়ে আসে। অনন্তর মালাকুল মউত তা বরণ করে নেন।

অতঃপর মালাকুল মউত হাতে নেয়ার পর তিনি তা দূরে অপেক্ষমান অন্যান্য ফেরেশতাদের হাতে ছেড়ে দিতে না দিতেই মুহূর্তের মধ্যে তারা সে আত্মাকে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধীতে জড়িয়ে আসমানের দিকে চলে যান। সে সুঘ্রাণ সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) বলেন, পার্থিব জগতে সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধী হচ্ছে মেশক, তাদের সাথে আনীত সুঘ্রাণও মেশকের মতই উত্তম।

অনন্তর নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ অতঃপর সে আত্মা নিয়ে ফেরেশতাগণ উর্ধ্ব গগন পানে চলতে থাকেন। তারা অন্যান্য যেসব ফেরেশতার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন, তারা জিজ্ঞেস করেন, এ পবিত্রত্মা কার ? প্রত্যুত্তরে তারা দুনিয়ায় উচ্চারিত তার সুন্দর নাম উল্লেখ করে বলেন, এ অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা। এভাবে তাঁরা প্রথম আকাশে পৌঁছলে প্রথম আকাশের দুয়ার খুলে দেয়া হয়। অতঃপর তাঁরা এ আত্মাকে নিয়ে আরো উর্ধ্ব মার্গে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তারা পর্যায়ক্রমে সপ্তম আকাশে পৌঁছেন। এ সময় প্রত্যেক আকাশের প্রহরী ফেরেশতাগণ অন্য আকাশ পর্যন্ত এ আত্মাকে বিদায় অভিনন্দন জানান। সপ্তম আকাশে উপনীত হলে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "আমার এ বান্দার নাম ইল্লিনের দফতরে লিপিবদ্ধ কর এবং তাকে পুণরায় পৃথিবীতে নিয়ে যাও। কেননা আমি মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং সে মাটিতেই তাকে ফিরিয়ে দেব, আর সে মাটি থেকেই তাকে দ্বিতীয়বার উত্থিত করব।" অতঃপর আত্মাকে তার দেহ অবয়বে রাখা হয়। তারপর তার কাছে দু'জন ফেরেশতার আগমন ঘটে। তাঁরা তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রভূ কে ? সে বলে, আল্লাহ তাআ'লা আমার প্রতিপালক। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার ধর্ম কি ? সে বলে, আমার ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল ? প্রত্যুত্তরে সে বলে, ইনি আল্লাহ তাআ'লার রাসূল। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার আমল কি? সে বলে, আমি আল্লাহ তাআ'লার কিতাব পাঠ করেছি, আর তা বিশ্বাস ও সত্যারোপ করেছি।

এরপর আকাশ হতে একজন ঘোষক এ ঘোষণা দেন, (আসলে যা আল্লাহর ঘোষণা) "আমার বান্দা সত্য বলেছে, সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের কাপড় পরিধান করাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা উন্মুক্ত করে দাও।" অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। সে দরজা পথে জান্নাতের সুঘ্রাণ এসে তার কাছে পৌঁছে। আর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁর কবরকে প্রশস্ত করা হয়। এরপর খুব সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট, উত্তম পোষাক পরিহিত এবং পবিত্র ও সুঘ্রাণ মাখা এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলেন ঃ তুমি সুখ ও আনন্দ এবং প্রশান্তির বিষয়ে সুসংবাদ গ্রহণ কর। এ হচ্ছে সে দিন যেদিনের আগমন সম্পর্কে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। মুমিন ব্যক্তি তখন জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? বাস্তবিকই তোমার চেহারা খুবই সুন্দর এবং উত্তম চেহারা বলার যোগ্য। প্রত্যুত্তরে সে বলে



ঃ আমি তোমার পুণ্যময় কর্ম। তখন মুমিন ব্যক্তি আনন্দচিত্বে বলে, হে আমার প্রতিপালক! কেয়ামত কায়েম করুন। হে আমার প্রতিপালক! কেয়ামত কায়েম করুন, যাতে আমি আমার পরিবার পরিজন ও সম্পদের সাথে মিলিত হতে পারি।

## কাফেরদের লাঞ্ছনা ও অপমান

কোন অবিশ্বাসী কাফের যখন দুনিয়া হতে বিদায় নেয় এবং পরকাল অভিমুখী হয়, তখন তার কাছে আকাশ হতে কাল চেহারা বিশিষ্ট কয়েকজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের সাথে থাকে চাটাই। তাঁরা মুমূর্ষ ব্যক্তির দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত দূরে গিয়ে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত ফেরেশতা তার শিয়রে এসে বলেন, হে পাপিষ্ট আত্মা! আল্লাহ তাআ'লার অসন্তুষ্টির পানে ধাবিত হও। মালাকুল মউতের একথা শুনে উক্ত আত্মা দেহের মধ্যে ছুটাছুটি করতে থাকে। অনন্তর মালাকুল মউত তার আত্মাকে দেহ থেকে এমন সজোরে টেনে বের করে আনেন, যেমন ভিজা তুলাকে লোহার চিরুণী দ্বারা আঁচড়িয়ে পরিষ্কার করা হয়। অর্থাৎ কাফেরের আত্মা দেহ থেকে এমন জোরে টেনে বের করা হয়, যেমন লোহার চিরুণী হতে ভিজা তুলাকে টেনে বের করা হয়। অতঃপর মালাকুল মউত উক্ত আত্মা নিজের হাতে নিয়ে অপেক্ষমান অন্যান্য ফেরেশতাদের হাতে দিতে না দিতেই তাঁরা আত্মাটি নিয়ে দুর্গন্ধময় চাটাইতে জড়ান। সে চাটাই থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, যেমন পচা ও গলিত মরদেহের দুর্গন্ধে সমস্ত পরিবেশ দুর্গন্ধময় করে তোলে। ঐসব ফেরেশতা এ পাপিষ্ট আত্মা নিয়ে আকাশের পানে আরোহণ করেন। পথিমধ্যে যেসব ফেরেশতার সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে, তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, এ পাপিষ্ট আত্মা কার ? ফেরেশতাগণ তখন দুনিয়ায় উচ্চারিত তার খারাপ নাম উল্লেখ করে বলেন, এ হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা। তারা এ আত্মা নিয়ে প্রথম আকাশে উপনীত হয়ে আকাশের দরজা খোলতে চান, কিন্তু তা খোলা সম্ভব হয় না। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ "তাদের জন্য আকাশের দরজসমূহ খোলা হবে না, আর সুঁচের ছিদ্র পথে উট যাতায়ত না করা পর্যন্ত তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশও করবে না।" —সূরা আরাফ।

(উট কখনো সুচের ছিদ্র পথে যাতায়াত করতে সক্ষম হবেনা, আর তাদেরও জান্নাতে যাওয়া হবে না।)

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা আত্মা বহনকারী ফেরেশতাকে বলেন ঃ ভূতলের সর্বনিম্ন স্থান সিজ্জিন দফতরে এ আত্মার নাম নিবন্ধন কর। অনন্তর তার আত্মাকে সেখান থেকেই সিজ্জিনে নিক্ষেপ করা হয়। এর পর নবী করীম (সঃ) কোরআন মজীদের এ আয়াতটি পাঠ করেন।

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ
اَوْتَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ *

"আর যারা আল্লাহ তাআ'লার সাথে কাউকে শরীক করে, তারা যেন আকাশ হতে পতিত হয়। অতঃপর হয় পাখী ঠোকর মেরে তার মাংস ভক্ষণ করে অথবা বাতাস তাকে দূর দূরান্তে নিয়ে নিক্ষেপ করে।" —সূরা হাজ্জ।

এরপর সিজ্জীন হতে আত্মাকে তার মরদেহে প্রবেশ করান হয় এবং দু'ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান আর জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার প্রভূ কে? সে বলে, আহা! আমার কিছু জানা নেই। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার ধর্ম কি? সে বলে, আহা! আমার কিছু জানা নেই। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল? এবারো সে বলে, আহা! আমি তো একে চিনি না।

এ জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হওয়ার পর আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দেন ঃ এ মিথ্যাবাদী, সে তার প্রতিপালক সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, কিন্তু তাঁকে মানতো না। আর যে ধর্ম তাকে দেয়া হয়েছিল সেসম্পর্কেও সে জ্ঞাত ছিল, আর মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুয়াত সম্পর্কেও সে অবহিত। কিন্তু শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিজকে সে মুর্খ ও অজ্ঞরূপে প্রকাশ করছে। অতএব তার জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও। জাহান্নামের দিকে তার কবরে একটি দরজা খুলে দাও। অনন্তর জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খোলা হলে জাহান্নাম হতে প্রখর তপ্ত বায়ু তার কবরে প্রবাহিত হতে থাকে। আর তার কবরকে এত সংকীর্ণ করা হয়, যার ফলে মাটির চাপে তার পাজরের হাড়গুলো পরস্পর বিপরীত দিকে প্রবেশ করে। অতঃপর কুৎসিত চেহারা ও দুর্গন্ধযুক্ত পোশাক পরিহিত এমন এক লোক তার কাছে আগমন করে, যার দেহ থেকে অসহনীয় দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে। সে এসে বলে, বিপদের সংবাদ শোন,এ দিনটি হচ্ছে সে দিন– যে সম্পর্কে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। মৃত ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, তুমি কে ? তোমার কুৎসতি চেহারাই বলে– তুমি খারাপ সংবাদ বয়ে এনেছ। সে বলে, আমি হচ্ছি তোমার পাপ কর্ম। তখন সে ভয়ে জড়সড় হয়ে বলে, হে আমার প্রতিপলক! তুমি কখোনো কেয়ামত কায়েম করো না। —মেশকাত।

আর এক বর্ণনায় আছে, মুমিন ব্যক্তির আত্মা যখন দেহ থেকে বের হয়, তখন আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত ফেরেশতা তার প্রতি রহমত বর্ষণ করতে থাকেন। তার জন্য আকাশের দ্বার খুলে দেয়া হয়। প্রত্যেক দ্বাররক্ষী ফেরেশতা এই বলে আল্লাহর তাআ'লার কাছে প্রার্থনা করেন যে, এ আত্মাকে আমাদের থেকে আরো উর্ধ্ব মণ্ডলে নিয়ে যাওয়া হোক। আর কাফেরের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার আত্মা গলদেশ থেকে অতিকষ্টে বের হয়। নভমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের সমস্ত ফেরেশতা তার প্রতি লা'নত বর্ষন করতে থাকে। তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ বন্ধ রাখা হয়। প্রত্যেক দ্বাররক্ষী ফেরেশতা আল্লাহ তাআ'লার কাছে এ প্রার্থনা জানায় যে, এ আত্মাকে যেন আমাদের থেকে নিয়ে উর্ধ্বমন্ডলে তুলে নেয়া না হয়। —আহমদ, মেশকাত।



## কবরে মুমিনের নামাযের ধ্যান

হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "মুমিন ব্যক্তিকে কবরে প্রবেশ করানো হলে তার মনে হয় যেন সূর্য অস্তমিত হচ্ছে। অতঃপর তার দেহে পুণরায় আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়ার পর সে চোখ মেলে তাকায় এবং উঠে বসে। আর ফেরেশতাদেরকে বলে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এখন নামাজ পড়ব।" —ইবনে মাজা, মেশকাত।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র) লেখেন, তখন মৃত বক্তি নিজকে দুনিয়াতেই আছে বলে ধারণা করতে থাকে। সে বলে, জিজ্ঞাসাবাদ এখন রেখে দাও। আমাকে ফরয আদায় করার সুযোগ দাও, সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমার নামাযও চলে যাবে। এ কথাগুলা তাঁরাই বলবে, যারা নামাযের অনুরাগী ছিল এবং যাদের মন সর্বদা নামাযেরই ধ্যানে নিমগ্ন থাকত।

এর দ্বারা বেনামাযীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং নিজের অবস্থা কি হবে তা অনুমান করা উচিত। গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, কবরে যখন হঠাৎ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তখন কেমন ব্যাকুলতা ও অস্থিরতার মধ্যে পড়তে হবে।

## কবরে মুমিনদের নির্ভীক হওয়া ও তাঁদের সম্মুখে জান্নাত তুলে ধরা

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুর পর কবরে পৌঁছে নির্ভীক এবং শান্ত শিষ্ট ও চিন্তামুক্ত অবস্থায় উঠে বসে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলে। প্রত্যুত্তরে সে বলে, আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিলাম। আবার জিজ্ঞেস করা হয়, তাঁর সম্পর্কে কি ধ্যান-ধারণা পোষণ করতে যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে বলে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)। তিনি আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন। আমরা তাকে বিশ্বাস করেছি এবং তার প্রদর্শীত তরীকা অনুযায়ী জীবন যাপন করেছি। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কি আল্লাহ তাআ'লাকে কখনো দেখেছ? প্রত্যুত্তরে সে বলে, দুনিয়ায় কোন লোকই আল্লাহ তাআ'লাকে দেখে না, অতএব আমি কিভাবে দেখব ?

অনন্তর তার কবরে জাহান্নামের দিকে একটি জানালা খুলে দেয়া হয়, তখন সে দেখতে পায়, জাহান্নামের আগুনের অঙ্গার গুলো একটি অপরটিকে হজম করে ফেলছে। জাহান্নামের এরূপ বীভৎস দৃশ্য অবলোকন করার পর তাকে বলা হয়, তুমি কি দেখেছ কিরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ হতে আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে রক্ষা করেছেন? অতঃপর তার কবরে জান্নাতের দিকে একটি জানালা খুলে দেয়া হয়। এ জানালা দিয়ে সে জান্নাতের অপরূপ শোভা ও অন্যান্য জিনিসগুলো অবলোকন করে। অনন্তর তাকে বলা হয়, এ জান্নাত হচ্ছে তোমার চিরস্থায়ী বাসস্থান। তুমি দুনিয়ায় ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলে, আর কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ

পাকের ইচ্ছায় তুমি সে বিশ্বাসের সাথেই কবর থেকে উত্থিত হবে। অতঃপর নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ কাফের ও নাফরমানগণ কবরে খুব ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠে বসে। তখন তার কাছে জিজ্ঞেস করা হয়, দুনিয়ার জীবনে তুমি কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলে? সে বলে, আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না। এরপর তার কাছে নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তোমার বিশ্বাস অনুযায়ী ইনি কে ? সে বলে এ ব্যক্তি সম্পর্কে আমি তা-ই বলতাম, যা অন্যান্যরা বলত। অতঃপর তার কবরে জান্নাতের দিকে একটি জানালা খুলে দেয়া হয়। এ জানালা পথে সে জান্নাতের নয়ানাভিরাম শোভা ও অন্যান্য জিনিস অবলোকন করে। তখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহ তাআ'লার অবাধ্য হওয়ার কারণে তিনি তোমাকে এ চির শান্তিময় নেয়ামত হতে বঞ্চিত করেছেন। এরপর তার কবরে জাহান্নামের দিকে একটি জানালা খুলে দেয়া হয়। সে তখন উক্ত জানালা পথে দেখতে পায় যে, জাহান্নামের আগুনের অঙ্গার গুলো একে অন্যকে খেয়ে ফেলছে। অনন্তর তাকে বলা হয়, এ জাহান্নামই হচ্ছে তোমার চিরস্থায়ী বাসস্থান। তুমি দুনিয়ার জীবনে এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে, আর সে সন্দেহ নিয়েই তোমার মৃত্যু হয়েছে, আর আল্লাহর ইচ্ছায় সে সন্দেহ নিয়েই তুমি কেয়ামতের দিন কবর থেকে উত্থিত হবে। —ইবনে মাজা, মেশকাত।

## কবরে মুমিনগণের শান্তি ও কাফের মুনাফেকদের শান্তি

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "মৃত ব্যক্তিকে কবরে সমাহিত করার পর তার কাছে দু'জন ফেরেশতার আগমন ঘটে। তাঁদের দেহের বর্ণ কাল এবং আখিযুগল নীল। এদের একজনের নাম মুনকীর এবং অপর জনের নাম নাকীর। তাঁরা উভয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে দুনিয়ায় কি বলতে, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল? মৃত ব্যক্তি মুমিন হলে প্রত্যুত্তরে সে বলে, ইনি হচ্ছেন আল্লাহ্ তাআ'লার বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআ'লার বান্দা ও রাসূল। একথা শুনে ফেরেশতাদ্বয় বলেন, আমরা জানি তুমি এভাবেই উত্তর দেবে। অতঃপর তার কবরকে সত্তর গজ প্রশস্ত এবং নুরানী আলোয় আলোকিত করা হয়, আর তাকে বলা হয়, তুমি এখন শান্তিতে ঘুমাও। সে বলে, আমি আমার পরিবার পরিজনকে আমার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য যাচ্ছি। তখন তারা বলেন ঃ এখানে কেউ আগমন করার পর পুণরায় দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোন বিধান নেই। তুমি অনুরূপভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে যেরূপ বাসর ঘরের নবদু'লা প্রশান্তি মনে ঘুমিয়ে পড়ে। যাকে তার স্ত্রী ছাড়া কেউ-ই জাগাতে পারে না। সুতরাং মুমিন ব্যাক্তি তখন কবরে খুব প্রশান্তিতে অবস্থান করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তাআ'লা কেয়ামতের দিন তাকে উক্ত কবর থেকেই উত্থিত করবেন।



আর যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফেক হয়, তাহলে মুনকীর-নাকীরের প্রশ্নের উত্তরে বলে, মানুষকে আমি এ বক্তি সম্পর্কে যা বলতে শুনেছি আমিও তাই বলতাম, আমি এর চেয়ে বেশী কিছু জানি না। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলবেন ঃ আমরাও ভালভাবে জানি যে, তুমি এভাবেই জওয়াব দেবে। অতঃপর মাটিকে বলা হয়, তুমি একে খুব জোরে চাপ দিয়ে শাস্তি দাও। মাটি তখন তাকে এমন জোরে চাপ দেবে যে, তার পাঁজরের একদিকের হাড় অন্য দিক দিয়ে বের হবে। এরপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা তাকে সেখান থেকে উত্থিত না করা পর্যন্ত উক্ত কবরেই সে সর্বদা শাস্তির মধ্যে নিপতিত থাকবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ঈমানদারগণ আলমে বরযখে অর্থাৎ কবরের জীবনে খুব সুখ-শান্তিতে থাকবেন, তাদের চেতনা অনুভূতিও থাকবে নিরাপদ। এমনকি তাদের মনে নামাযের কথাও স্মরণ হবে। তারা ফেরেশতাগণের প্রশ্নবানে কোনরূপ ভীত হবেন না। তারা যখন নিজের অবস্থা শুভ হওয়া সম্পর্কে অবহিত হবেন, তখন তারা নিজের পরিবার পরিজনকে এ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ফেরেশতাগণকে বলবেন, আমি এখন ঘুমাব না বরং পরিবার পরিজনকে আমার অবস্থা অবহিত করার জন্য যাচ্ছি। অতঃপর সে নিজের পরিণতি সীমাহীন সুখ ও শান্তি অবলোকন করে ফেরেশতাদের কাছে তৎক্ষণাৎই কেয়ামত সংঘটনের কথা বলবেন। যাতে সে খুব তাড়াতাড়ি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। যার প্রতি আল্লাহ তাআ'লার দয়া ও করুণা হয়, তার চেতনা অনুভূতি ও জ্ঞান বহাল থাকে। আল্লাহ তাআ'লা তার দ্বারা ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর প্রদানের তাওফীক প্রদান করেন। যেমন– কোরআন মাজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ *

"ঈমানদারগণকে আল্লাহ তাআ'লা দুনিয়া ও আখেরাতের সেই সুদৃঢ় কথার (কলেমায়ে তায়্যেবার) উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। —সূরা ইবরাহীম (৪র্থ রুকু।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) হযরত ওমর (রা)-এর কাছে কবরে মৃত ব্যক্তি মুনকীর-নাকীর ফেরেশতাদ্বয় দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখিন হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করলেন। তখন সাহাবা (রা)গণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন কি আমাদের হুঁশ জ্ঞান ফিরিয়ে দেয়া হবে ? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ, এখন যেরূপ হুশ জ্ঞান আছে, তখনও অনুরূপ থাকবে। একথা শুনে ওমর (রা) বললেন, তা হলে ওদের মুখে পাথর। অর্থাৎ যখন হুশ জ্ঞান থাকবে, আর ঈমানের মহামূল্যবান সম্পদ যখন সাথে থাকবে, তখন ভয় কিসের? তাঁদেরকে এমন জবাব দেব, যেন প্রশ্নকারীর মুখ বন্ধ হয়ে যায়। —তারগীব, আহমদ, তাবারানী

## মুমিনের কাছে অন্যান্য কবরবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "ফেরেশতাগণ যখন মুমিন ব্যক্তির জান কবজ করে অন্যান্য মুমিনের আত্মার কাছে নিয়ে যান যাদের অনেক পূর্বেই মৃত্যু হয়েছে, তখন সে আত্মাসমূহ এর আগমনে এমনভাবে খুশী হয়, যেমন এ দুনিয়ায় কেউ কোন অনুপস্থিত আপনজনের আগমনে খুশী হয়ে থাকে। তখন তারা এ আত্মার কাছে জিজ্ঞেস করে, অমুকের অবস্থা কি? অতঃপর তারা পরস্পর নিজেরাই বলে, ক্ষান্ত হও, যেহেতু সে দুনিয়ায় বিভিন্ন চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, তাই কিছু সময় বিশ্রাম করতে দাও। অতঃপর ঐ মৃত ব্যক্তি তাদেরকে বলে ঃ অমুকে এ অবস্থায় আছে, অমুকে এভাবে আছে। সে তার অনেক পূর্বে মৃত জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে বলে, অনেক পূর্বেই সে মৃত্যু বরণ করেছে, সেকি তোমাদের কাছে আসেনি ? তারা বলে, যখন সে দুনিয়া ছেড়ে এসেছে এবং আমাদের কাছেও আসেনি, তাহলে অবশ্যই তাকে জাহান্নামে নেয়া হয়েছে। —আহমদ, নাসাঈ, মেশকাত।

## কবরবাসীদের কাছে জীবিতদের আমল পেশ করা হয়

তাবারানী গ্রন্থে উদ্ধৃত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা দুনিয়া ছেড়ে পরকালে চলে গেছেন, তাদের কাছে তোমাদের আমলসমূহ পেশ করা হয়। তা ভাল ও পুণ্যময় হলে তারা অত্যন্ত খুশী হয় এবং আল্লাহ তাআ'লার কাছে এ দোয়া করে– হে আল্লাহ! এ আমল হচ্ছে তার প্রতি তোমার দয়া ও অনুগ্রহের ফলশ্রুতি। সুতরাং তাদের প্রতি আপনারর নেয়ামতকে পূর্ণ করুন এবং এমন পুণ্যময় আমলরত অবস্থাতেই তাদেরকে মৃত্যু দান করুন।" আর যদি তাদের সম্মুখে খারাপ আমল পেশ করা হয়, তবে তারা বলে– হে আল্লাহ! এর অন্তকরণে পুণ্যময়তা ঢেলে দিন, এবং আপনার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের কারণ হয়, এমন আমল করার জন্য এর মনে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করুন। —মাজমাউয যাওয়ায়েদ।

## মুমিনের প্রতি কবরের সুখকর চাপ

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব (রা) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (সঃ)-এর কাছে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি যখন কবরে মুনকীর-নাকীরের বীভৎস কণ্ঠ এবং মৃত ব্যক্তিকে কঠোরভাবে চাপ দেয়ার কথা বলেছেন, তখন থেকে আমি কোন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না এবং কিছুতেই আমার মনের অস্থিরতা দূর হচ্ছে না। নবী করীম (সঃ) বললেন, ওহে আয়েশা! মুনকীর-নাকীরের কণ্ঠস্বর মুমিনের কাছে অনুরূপ সুখকর মনে হবে, সুরেলা কণ্ঠের আওয়াজ যেমন মনোমুগ্ধকর হয়ে থাকে। নয়ন যুগলে সুরমা ব্যবহার



করলে চোখে যেমন সুখ ও শান্তি অনুভুত হয়, করবে মুমিনদের প্রতি মাটির চাপও অনুরূপ সুখকর ও শান্তিদায়ক হবে, কারো মাথা ব্যথা হলে যেমন তার স্নেহময়ী মা পুত্রের মাথা আস্তে আস্তে চাপতে থাকেন, আর পুত্র তখন খুব আরাম ও শান্তি অনুভব করতে থাকে। ওহে আয়েশা! মনে রাখবে, আল্লাহ তাআ'লা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারীদের জন্য বড়-ই দুর্ভাগ্য। তাদেরকে কবরে এমনভাবে মাটির চাপ দেয়া হবে, যেমন ডিমের ওপর পাথর রেখে চাপ দেয়া হয়। —শরহে সুদূর।

## মুমিনের মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন

হযরত আনাস (রা) বলেন; রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "প্রত্যেক মানুষের জন্য আকাশে দু'টি দ্বারপথ রয়েছে। এক পথে তার আমল উর্ধ্ব মণ্ডলে আরোহণ করে, আর অপর পথে তার জীবিকা নাযিল হয়। যখন মুমিনের মৃত্যু হয়, তখন ঐ পথ দু'টি তার জন্য ক্রন্দন করে করে। —তিরমিযী, মেশকাত।

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "যখন কোন মুমিনের মৃত্যু হয়, তখন কবরস্থান নিজেই নিজকে সজ্জিত করে নেয়। আর কবরস্থানের প্রতিটি অংশই তাকে নিজের বুকে দাফন হওয়ার আশা পোষণ করতে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, মুমিনের মরণে যমীন চল্লিশ দিন পর্যন্ত রোদন করে। (হাকেম, নুরুস সুদূর) তাবেঈ হযরত মুজাহিদ (রঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। —আবু নাঈম।

হযরত আতাউল খোরাসানী (র) বলেছেন, কেউ মাটির কোন স্থানে সেজদা দিলে সেখানকার মাটি কেয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর দিনে তার জন্য কাঁদব। —আবু নাঈম।

## পুণ্যবান সন্তান ও জনকল্যাণমূলক কাজের উপকারিতা

হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "মরণের পরে মুমিন ব্যক্তি যেসব কাজের পুণ্য লাভ করে, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ইলমে দ্বীন, পার্থিব জীবনে সে যা প্রচার ও প্রসার করেছে। দ্বিতীয় হচ্ছে, পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি রেখে আসা। তৃতীয় হচ্ছে, কোরআন মাজিদ– যা সে উত্তরাধিকারীদের কাছে রেখে এসেছে। চতুর্থ হচ্ছে যদি সে মাসজিদ নির্মাণ করে এসে থাকে। পঞ্চম হচ্ছে, যদি সে পথিক ও মুসাফীরদের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করে থাকে। স্বচ্ছ পানির অভাব দূর করার জন্য যদি সে নদী-নালা, খাল, পুকুর বা নল-কুপের সুব্যবস্থা করে থাকে। আর জীবনের সুস্থাবস্থায় যদি কোন ধন-সম্পদ দান করে থাকে। এসবের পুণ্য মরণের পরও সে লাভ করতে থাকে। —ইবনে মাজা, বায়হাকী।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ তাআ'লা জান্নাতে নেককারদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন। তখন সে আরয করবে, হে আল্লাহ! এ মহান সম্মান ও মান-মর্যাদা আমি কিভাবে পেলাম? আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানদের ক্ষমা প্রার্থনার ফলে তোমাকে এ মান-মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। —আহমদ, মেশকাত।

আর এক হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন কিছু কিছু লোক পাহাড় সমান পুণ্যলাভ করবে। তা দেখে তাঁরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করবে- এত বিপুল পরিমাণ পুণ্য আমি কিভাবে পেলাম? তখন তাকে বলা হবে, তোমার সন্তানগণ তোমার জন্য মাগফেরাত কামনা করার ফলে তোমাকে এ সম্মান দান করা হয়েছে। —শরহে সুদূর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কবরে মৃত ব্যক্তি এমনভাবে অপরের মুখাপেক্ষী হয়, যেমন পানিতে ডুবতে থাকা ব্যক্তি হয়ে থাকে। তারা পিতা-মাতা, ভাই ও অন্যান্য লোকদের দোয়া লাভের জন্য অপেক্ষায় প্রহর গুনে। তাদের কাছে যখন এদের কারো কোন দোয়া পৌঁছে, তখন সমস্ত দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে তার তুলনায় সে দোয়া হয় তাদের কাছে বেশি প্রিয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআ'লা পৃথিবীর মানুষের দোয়া দ্বারা কবরবাসীদেরকে পাহাড় সমান পুণ্য দান করেন। মৃতদের জন্য জীবিতদের উপঢৌকন হচ্ছে তাদের জন্য ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রাথনা করা।

—বায়হাকী, মেশকাত।

## মুমিন ব্যক্তিকে মালাকুল মউতের সালাম

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ "মালাকুল মউত ফেরেশতা যখন আল্লাহ তাআ'লার কোন প্রিয় বান্দার কাছে আসে, তখন তাঁকে সালাম করে আর বলে, হে আল্লাহ তাআ'লার বন্ধু! তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। সে ঘর থেকে তুমি বের হয়ে এস, যে ঘরকে তুমি নিজের চাহিদা জলাঞ্জলি দিয়েও নষ্ট করে দিয়েছ। আর সে ঘরের পানে চল, যে ঘরকে তুমি এবাদত-বন্দেগী দ্বারা আবাদ রেখেছ। —শরহে সুদূর।

### দুনিয়ায় থাকতে মুমিনের অস্বীকার এবং তার প্রতি সুসংবাদ জ্ঞাপন

হযরত ইবনে জারীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় পত্নী হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন ঃ "মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি যখন ফেরেশতাগণকে দেখতে পায়, তখন তাঁরা তাকে বলেন ঃ আমরা কি তোমার জান কবজ না করে তোমাকে ফেরত পাঠাব? প্রত্যুত্তরে সে বলে, তোমরা কি আমাকে দুঃখ বিষাদ ও চিন্তাযুক্ত রেখে যেতে চাও ? এখন আর এখানে থাকব না। আমাকে তোমরা আল্লাহ তাআ'লার কাছে নিয়ে চল। —ইবনে জারীর, শরহে সুদূর।



হযরত ষায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেছেন, "মরণের সময় ফেরেশতাগণ মুমিন ব্যক্তির কাছে এসে সুসংবাদ জানায়। তারা বলেন ঃ এখন যেখানে যাচ্ছ সেখানে যেতে ভয় পেও না। সেখানে মুমিনের মনে কোন ভয়-ভীতিই থাকে না। তাঁরা তাকে একথাও বলেন ঃ দুনিয়া এবং দুনিয়াবাসীকে পরিত্যাগ করার জন্য দুঃখ করো না, জান্নাত লাভের সুসংবাদ নাও অতএব সে এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, ইহলোকে থাকতেই আল্লাহ তার। মনকে খুশী ও প্রশান্তিতে ভরে দেন।

—ইবনে জারীর, শরহে সুদূর।

## আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে শহীদগণকে সম্বোধন

তাবেঈ হযরত মাসরুক (র) বলেন, আমি হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর কাছে কোরআন মজীদের এ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলাম ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ *

"যারা আল্লাহর পথে জিহাদে নিহত হয়েছেন, তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত, তারা জীবিকা প্রাপ্ত হন।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন- "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ "শহীদের আত্মা সবুজ পাখীর পক্ষপুটে অবস্থান করে। তাদের জন্য আল্লাহ তাআ'লার আরশের নীচে ঝারবাতি ঝুলান আছে। তারা জান্নাতের যে কোনো স্থানে ভ্রমন করতে পারেন। অতঃপর তারা উক্ত ঝারবাতির কাছে এসে অবস্থান করেন। আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "তোমরা আমার নিকট কিছু চাও? তারা বলেন, আমরা কি চাইব? আমরা তো জান্নাতের যে কোন স্থানে যাতায়াত করতে পারি। এভাবে তাদের ও আল্লাহ তাআ'লার মাঝে তিনবার কথোপকথন হয়। অতঃপর তারা যখন মনে করে যে, আমরা কিছু না চাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লা এভাবে বলতেই থাকবেন। তখন তারা বলেন ঃ "আমরা চাই, আমাদের আত্মাকে আমাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হোক, যাতে আমরা পুনরায় আপনার পথে জিহাদ করে শহীদ হতে পারি।" সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা যখন বুঝবেন যে, তাদের কোন চাহিদা নেই, তখন তিনি তাদেরকে পরিত্যাগ করবেন। এরপর আর আল্লাহ তাআ'লা কখনো তাদের কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। অর্থাৎ, তারা পারলৌকিক কিছুই কামনা না করে বরং পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার আবদার করল, যা নিয়ম বিরোধী, তাই তাদেরকে আর কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না। —মুসলিম, মেশকাত।

সবুজ পাখীর পক্ষপুটে কেবল শহীদগণের আত্মাই অবস্থনের সুযোগ দেয়া হয় না, বরং অন্যান্য মুমিনদের আত্মাও তার মধ্যে অবস্থান করার সুযোগ পেয়ে জান্নাতে ভ্রমণ করে থাকে। যেমন হযরত কা'য়াব ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ طَيْرٍ خَضْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ *

"ঈমানদারগণের আত্মাও সবুজ পাখীর ডানার মধ্যে অবস্থান করে। আর সে পাখীগুলা জান্নাতের গাছপালার ফল ফলারী আহার করে। —মেশকাত।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র) মেরকাত শরহে মেশকাত গ্রন্থে লেখেছেন ঃ এক হাদীসে আছে, মুমিনগণের আত্মা সবুজ পাখীর পক্ষপুটে অবস্থান করে জান্নাতের ফলফলারী আহার ও পানি পান করে। আর আরশের নীচে স্বর্ণের ঝারবাতির কাছে বিশ্রাম করে। —মেরকাত।

### শহীদ হওয়ার কষ্ট পিপীলিকার কামড়ের ন্যায়

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "শহীদ ব্যক্তি নিহত হওয়ার কষ্ট শুধু এটুকুই অনুভব করেন, তোমরা যেমন পিপীলিকার কামড়ের কষ্ট অনুভব করে থাক। —তিরমিযী, মেশকাত।

## কবর আযাবের বিবরণ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'তের আকিদা অনুযায়ী কবরের আযাব সত্য ও বাস্তব। পুণ্যবান মুমিনগণ কবরে যেরূপ শান্তি লাভ করেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত সুখ-শান্তিতে অবস্থান করেন, তেমনিভাবে কাফের বেঈমান ও গুনাহগারও কবরে শাস্তি ভোগ করে। অসংখ্য হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত। হযরত আয়শা (রা)-এর কাছে জনৈক ইহুদী মহিলা এসে কবর আযাব প্রসঙ্গে আলোচনা করল এবং বলল, আল্লাহ তোমাকে কবর আযাব থেকে নিরাপদে রাখুন। অতঃপর আয়েশা (রা) কবর আযাব সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) এর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি এরশাদ করলেন ঃ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ হাঁ, কবর আযাবের বিষয়টি সত্য ও বাস্তব। আয়েশা (রা) বলেন, এর পর যখনই নবী করীম (সঃ) নামায পড়তেন, তখনই নামায শেষে আল্লাহ তাআ'লার কাছে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। —বোখারী, মুসলিম।

হযরত ওসমান (রা) যখনই কোন কবরের কাছে দাঁড়াতেন, তখনই তিনি এত বেশী কাঁদতেন যে, অশ্রুধারায় তার শুশ্রুমণ্ডলী ভিজে যেত। জিজ্ঞেস করা হল, জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা হলে তো আপনি কাঁদেন না, অথচ কবর দেখে এত কাঁদেন কেন ? হযরত ওসমান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নিঃসন্দেহে কবর হচ্ছে পরকালের মনজিল সমূহের মধ্যে প্রথম



মনযিল। সুতরাং কবর আযাব হতে নাজাত পেলে তার পরবর্তী মনজিলগুলো তারচেয়ে অনেক সহজ হয়। আর যদি কবর আযাব হতে নাজাত না পায়, তা হলে পরবর্তী মনজিলগুলো তার তুলনায় অনেক কঠিন হয়।" —তিরমিযী, ইবনে মাজা।

### কবরে বিষধর সাপের দংশন

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কাফের ও বেঈমানদের কবরে অবশ্যই বিষধর সর্প নিয়োজিত করা হয়, যারা কেয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করতে থাকে। সাপগুলোর বিষ এত মারাত্মক হবে যে, তার একটি সাপও যদি পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ছাড়ে, তাহলে তার বিষক্রিয়ায় পৃথিবীতে একগাছা ঘাসও জন্মানোর যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকবে না।" আধুনিক যুগের এটম বোমার কথা চিন্তা করলে নবী করীম (সঃ)-এর এ হাদীসের মর্ম অনুধাবন করতে আদৌ কোন কষ্ট হয় না। কারণ এটম বোমার বিক্রিয়ায় সবকিছু ধ্বংস হয়ে মাটির উর্বরা ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে ফেলে। যেমন– হিরোশিমা ও নাগাশাকি শহর দু'টিতে হয়েছিল।

### কবরে শাস্তির যন্ত্রাণায় মৃতের চিৎকার করা এবং লোহার মুগুর দ্বারা পেটান

হযরত বারায়া ইবনে আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কবরে কাফের ব্যক্তি যখন মুনকীর-নাকীরের জিজ্ঞাসার জবাবে বলে, হায়! আমি কিছু জানি না, তখন আকাশ হতে একজন ঘোষক বলেন, "এ লোক মিথ্যা বলছে, তার জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে আগুনের পোশাক পরিধান করাও, তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।" অতঃপর জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেয়া হলে সে দরজা পথে তার কবরে জাহান্নামের তপ্ত লু হাওয়া প্রবাহিত হতে থাকে। অতঃপর তার কবরকে এত সংকুচিত করা হয় যে, মাটির চাপে তার উভয় পাঁজরে হাড় পরস্পর বিপরীত দিকে বের হয়ে পড়ে। তারপর একে সর্বদা শাস্তি দেয়ার জন্য এমন একজন ফেরেশতা মোতায়েন করা হয়, যে অন্ধ ও বধির। তার হাতে থাকে বিরাট এক লোহার গদা। যার প্রকৃতি এমন যে, যদি তা দিয়ে পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয়, তবে পাহাড়ও মাটির সাথে মিশে যাবে। এ গদা দ্বারা একবার আঘাত করলে মানুষ ও জ্বিন ছাড়া পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত প্রাণী তার চিৎকারের শব্দ শুনতে পায়। আর একবার আঘাত করলে কাফের ব্যক্তি মাটির সাথে মিশে যায়। অতঃপর তাকে পূনরায় জীবিত করা হয়।"

—আহমদ, আবু দাউদ।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে, এ লোহার গদা দ্বারা আঘাত করলে কাফের ব্যক্তি এমন জোরে চিৎকার দেয়, যার শব্দ তার নিকটবর্তী মানুষ ও জ্বিন ছাড়া প্রতিটি বস্তু শুনতে পায়। —মেশকাত।

এখানে এ জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয় যে, মৃতকে মারার এবং তার চিৎকার দেয়ার শব্দ মানুষ ও জ্বিনদেরকে কেন শোনান হয় না?

এর জওয়াবে বলা হয়, মানুষ ও জ্বিনদের সাথে আলমে বরযখের একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদেরকে যদি কবর আযাব দেখানো হয়, অথবা তারা যদি সেখানে বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির চিৎকার শুনতে পায়, তাহলে তারা আল্লাহ তাআ'লার পতি ঈমান আনবে এবং পুণ্যময় কাজ করবে। কিন্তু কথা হল আল্লাহ তাআ'লা গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন, সেরূপ ঈমানই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য। শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শুনে তা বুঝে আসুক বা না আসুক, তা সঠিক বলে বিশ্বাস করাকেই ঈমান বলা হয়। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন–

* إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ

"যারা স্বীয় প্রতিপালককে না দেখে অদৃশ্যভাবে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান। —সূরা মূলক, ১ম রুকু।

জান্নাত-জাহান্নাম ও কবরের অবস্থা ও দৃশ্য যদি অবলোকন করান হয়, তাহলে ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা হয় না। আল্লাহ' তাআ'লার কাছে চাক্ষুষ দেখে ঈমান গ্রহণ কবুল হয় না। এজন্য মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মুমীন হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তখন তো আযাবের ফেরেশতাকে দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا

"তারা যখন আমার শাস্তি অবলোকন করে, তখন তাদের ঈমান আনায় কোন উপকার হবে না।" —সূরা মুমিন– শেষ রুকু।

কেয়ামতের দিন কবর থেকে উঠে জান্নাত-জাহান্নাম অবলোকন করার পর সবা-ই ঈমান আনবে এবং নবী-রাসূলগণকে সত্য মানাবে, কিন্তু সে সময়ে বিশ্বাস স্থাপনে কোন ফল লাভ হবে না। তখনকার ঈমান আল্লাহ তাআ'লার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

মানুষকে কবর আযাব না দেখান এবং কবরে মৃত ব্যক্তির চিৎকার না শোনানোর মধ্যে এ কল্যাণও নিহিত রয়েছে যে, তারা তা দেখলে ও শুনলে সহ্য করতে পারত না, তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হারাবে, কোনক্রমেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না।

হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "মানুষ যখন কাফেরের কফিন বহন করে চলে, তখন মৃত ব্যক্তি বলে ঃ হায়! আমার দুর্গতি, তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? তার একথা মানুষ ছাড়া সমস্ত প্রাণীই শুনতে পায়। এ কথা যদি কোন মানুষ শুনতে পেত, তবে তৎক্ষনাত সে অচেতন হয়ে পড়ত। —বোখারী, মেশকাত।



অবশ্য আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রাসূল (সঃ)-কে কবরের অবস্থা সম্পর্কে শুধু অবহিতই করেননি বরং তা দেখিয়েছেনও। কেননা, তাঁর এসব শাস্তি অবলোকন করে সহ্য করার ক্ষমতা ছিল। এমনকি জাহান্নামের দৃশ্য দেখার পর কান্না সম্বরণ এবং স্বীয় সাহাবাদের সাথে চলাফেরা এবং পানাহার করণে তাঁর কোনো ব্যাঘাতই সৃষ্টি হয়নি। হযরত আবু আইউব (রা) বলেছেন, রাসূল করীম (সঃ) কোন এক সময় মদীনায় থাকাকালে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর শহরের বাইরে গেলেন। এমন সময় তিনি এক বিরাট বিকট শব্দ শুনে বললেন, ইহুদীগণকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। —বোখারী, মুসলিম।

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক সময় স্বীয় খচ্চরের পিঠে আরোহণ করে বনু নাজ্জারের বাগানে যেতে ছিলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। হঠাৎ নবী করীম (সঃ)-এর খচ্চরটি লাফ দিয়ে উঠল। এমন লাফ দিল যে নবী করীম (সঃ) স্বীয় খচ্চরের পিঠ হতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। সেখানে পাঁচ অথবা ছ'টি কবর ছিল। নবী করীম (সঃ) সমাহিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এদেরকে কি তোমরা চিনতে?" এক লোক বলল, আমি তাদেরকে চিনতাম। নবী করীম (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এরা কখন মারা গেছে?" সে বলল, এরা শেরিকী যমানায় মরেছে। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ "এদেরকে কবরে কঠিন শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তোমরা মৃত ব্যক্তিদের দাফন পরিত্যাগ করার আশংকা না হলে, আমি আল্লাহ তাআ'লার কাছে এ দোয়া করতাম, তোমাদেরকেও যেন এ কবরের শাস্তির কিছু অংশ শুনান– যা আমি এখন শুনছি। —মুসলিম।

### চোগলখোরী ও পেশাবের ছিটা হতে আত্মরক্ষা না করায় কবর আযাব

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু'টি কবরের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন ঃ "এ কবর দু'টিতে সমাহিত ব্যক্তিদ্বয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে বড় কোন অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না বরং খুবই সাধারণ কাজের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে। ইচ্ছা করলে তারা একাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারত। কাজ দু'টি হচ্ছে– একজন পেশাব করা কালে পর্দা করত না। আর এক বর্ণনায় আছে, পেশাবের ছিটা হতে পবিত্র হত না। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে– কুটনামী ও চোগলখোরী করত। অতঃপর নবী করীম (সঃ) একটি কাঁচা খেজুর ডাল আনিয়ে তা দু'ভাগ করে একটি করে সে কবর দু'টিতে পোঁতে রাখলেন। সাহাবী (রা)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কেন ? এতে কি ফায়দা হবে ? তিনি বললেন ঃ "আমি আশা করি, এ ডাল দু'টি না শুকানো পর্যন্ত তাদের শাস্তি কিছুটা হালকা করা হবে। এর ব্যাখ্যায় কোন কোন আলেম বলেছেন, তাজা ডালের আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠের কারণে শাস্তি হ্রাস পাওয়ার আশায় তিনি এরূপ করেছেন। —বোখারী, মুসলিম।

## কবরে বিশেষ কিছু কাজের বিশেষ বিশেষ আযাব

বোখারী শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি স্বপনের বিবরণ বর্ণিত হয়েছ, যাতে কবর জগতের বিশেষ বিশেষ কিছু আযাবের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "আমি আজ রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, দু'জন লোক আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে এক পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চলছে। এ অবস্থায় আমি দেখছি যে, একজন লোক বসা রয়েছে, আর এক লোক লোহার এক চিমটা হাতে দাড়িয়ে আছে, সে ঐ চিমটা দ্বারা বসা ব্যক্তির গলা হতে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত সম্মুখ ভাগে চিরছে। অতঃপর পেছন দিকে গলা হতে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত চিরছে। ইত্যাবসরে সম্মুখ দিকের চেরা ক্ষত ভাল হয়ে যাচ্ছে, তারপর আবার সম্মুখ দিক দিয়ে চিরছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কি ব্যাপার? প্রত্যুত্তরে উভয়ে বললেন, সামনে চলুন। আমি চলতে চলতে এমন এক লোকের কাছে গিয়ে উপনীত হলাম, যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আর তার শিয়রে এক লোক ভারী পাথর হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান। দণ্ডায়মান ব্যক্তি তার হাতের ভারী পাথর দ্বারা শোয়া লোকটির মাথায় স্বজোরে আঘাত করছে। আঘাতের পর পাথরটি দুরে ছিটকে পড়ছে। সে পাথরটি পুণরায় কুড়িয়ে আনছে। সে ফিরে আসার মধ্যেই তার মাথার আঘাত ভাল হয়ে পূর্ববৎ হয়ে যাচ্ছে। পূনরায় সে অনুরূপ করে চলছে। জিজ্ঞেস করলাম, এ কি ব্যাপার ? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। অতঃপর আমি চলতে চলতে একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম, যা দেখতে উনুনের মত। এ গর্তের উপরিভাগ সরু কিন্তু নিম্নভাগ প্রশস্ত। তাতে আগুন জলছে এবং তার মধ্যে রয়ছে অনেক উলংগ নারী পুরুষ। আগুন যখন জ্বলে উপরের দিকে উঠে লোকগুলোও সাথে সাথে উপরে ওঠে আসে এবং বের হওয়ার উপক্রম করে। অতঃপর আগুন নিম্নদেশে যাওয়ার সাথে সাথে লোকগুলোও গর্তের নিম্নদেশে চলে যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কি ঘটনা? তাঁরা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমি সামনে চলতে চলতে একটি রক্তের নহরের কাছে এসে উপনীত হলাম। দেখলাম নহরে মাঝখানে এক লোক দাড়ান, আর নহরের তীরে দাড়ান আর এক লোক, যার সম্মুখে রয়েছে অনেকগুলো পাথর খন্ড। নহরের মাঝে দণ্ডায়মান ব্যক্তি যখন তীরে উঠতে চায়, তখন তীরে অবস্থিত ব্যক্তি তার উপর পাথর নিক্ষেপ করে, ফলে সে তার পূর্বস্থানে যেতে বাধ্য হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কি হচ্ছে ? তাঁরা বলল, সামনে চলুন। এরপর আমি চলতে চলতে একটি সবুজ শ্যামল বাগানে গিয়ে উপনীত হলাম, সে বাগানে রয়েছে বিরাট এক বৃক্ষ, সে বৃক্ষের তলায় বসে রয়েছেন এক বৃদ্ধ এবং অনেক শিশু। এ বৃক্ষের নিকটেই বসে আছে আর এক লোক, যার সম্মুখে আগুন জ্বলছে এবং সে তাতে ফুক দিচ্ছে। অতঃপর ঐ দু'ব্যক্তি আমাকে উঠিয়ে বৃক্ষের উপরে নিয়ে গেল। সেখানে গাছপালার মধ্যে একটি সুন্দর ঘর বিদ্যমান। এর চেয়ে সুন্দর ঘর ইতিপূর্বে আমি আর কখনো দেখিনি। সে ঘরে আমাকে



প্রবেশ করানো হল। সেখানে আমি অনেক বৃদ্ধ যুবক ও শিশু নর নারীকে দেখতে পেলাম। অতঃপর আমাকে ঐ ঘর থেকে বের করে আরও উপরের দিকে নেয়া হল। সেখানে পূর্বের ঘরের তুলনায় অনেক সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আর একটি ঘর রয়েছে, সেখানে আমাকে নেয়া হল। তাতে অনেক বৃদ্ধ ও যুবক রয়েছে। আমি তাদের দুজনকে বললাম, তোমারা আমাকে সারা রাত চতুর্দিকে ঘুরালে, এখন বল আমি যা দেখেছি তার মর্ম কি ?

তাঁরা উভয়ে আমাকে বলল, আপনি প্রথমতঃ যে লোকের দেহ চিরতে দেখেছেন, সে লোকটি মিথ্যাবাদী। সে সমাজে মিথ্যা কথা বলে বেড়াত এবং তা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। এ লোকের সাথে কেয়ামত পর্যন্ত এ আচরণই করা হবে। আর যার মাথায় আঘাত করতে দেখেছেন, সে এমন এক লোক, যাকে আল্লাহ তাআ'লা কোরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে রাতের বেলায় কোরআন অধ্যয়ন না করে ঘুমিয়ে থাকত এবং দিনের বেলা কোরআন অনুযায়ী কোন কাজ করত না। কেয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এরূপ ব্যবহারই চলতে থাকেব। আর আগুনের গর্তে যেসব লোক দেখেছেন, তারা ব্যভিচারী বা অবৈধ যৌনাচারী। (তারাও কেয়ামত পর্যন্ত এভাবে আগুনের গর্তে থাকবে)। আর যাকে রক্তের নহরের মাঝে দেখেছেন, সে সুদখোর। আর বৃক্ষের নীচে যে বৃদ্ধকে দেখেছেন, তিনি হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আ)। আর তাঁর চতুর্দিকে যেসব শিশু দেখেছেন, তারা হচ্ছে মানুষের মৃত নাবালক সন্তান। আর যাকে আগুন ফুঁকাতে দেখেছেন, তিনি হচ্ছেন, জাহান্নামের প্রধান কর্মকর্তা মালেক ফেরেশতা। আর প্রথম যে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, সে ঘর হচ্ছে সাধারণ মুসলমানদের ঘর। আর দ্বিতীয় ঘরটি হচ্ছে, যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছেন তাঁদের ঘর। আমি হচ্ছি জিবরাঈল ফেরেশতা এবং এ হচ্ছে মিকাঈল ফেরেশতা। অতঃপর আমাকে বলা হল– মাথা উর্ধ্বে তুলুন। আমি মাথা উর্ধ্বে তুললে এক খণ্ড সাদা মেঘ দেখতে পেলাম। বলা হল, এ হচ্ছে আপনার ঘর। আমি বললাম, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার ঘরে প্রবেশ করব। তাঁরা বলল, এখনো আরপনার জীবন পূর্ণ হয়নি, অবশিষ্ট রয়ে আছে, যদি পূর্ণ হত তবে এখনি এ ঘরে প্রবেশ করতে পারতেন। —মেশকাত।

ফায়দা ঃ নবী-রাসূলগণের স্বপ্ন হচ্ছে অহী। এসব ঘটনা সবই সত্য। এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় অবগত হওয়া গেল। একটি হচ্ছে– মিথ্যা কথার শাস্তি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে– আমলহীন আলেমের শাস্তি। তৃতীয় হচ্ছে– যিনাকার ও ব্যভিচারীদের শাস্তি। চতুর্থ হচ্ছে– সুদখোরের শাস্তি। হে আল্লাহ! সমস্ত মুসলমানকে এসব অশ্লীল গুনাহের কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

## মৃতের সাথে কবরের কথোপকথন

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘরের বাইরে গেলে কিছু লোককে দেখতে পেলেন যে, তারা খুব জোরে হাঃ হাঃ করে

হাসছে, যার কারণে তাদের দন্তরাজি বের হয়ে পড়ছে। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ "সাবধান! তোমরা যদি জীবন হরণকারী অর্থাৎ মৃত্যুর কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে, তাহলে আমি তোমাদেরকে এ অবস্থায় দেখতাম না। সুতরাং তোমরা জীবন হরণকারী মৃত্যুর কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে। কেননা কবর প্রতিদিন বলে আমি হচ্ছি বন্ধুহীন ব্যক্তির ঘর, আমি হচ্ছি একাকী থাকার ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড়ের ঘর।" অতঃপর তিনি বললেন ঃ "যখন কোন মুমিন ব্যক্তিকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে বলে স্বাগতম, তুমি তোমার নিজের ঘরে এসেছ। যারা আমার বুকের উপর চলাচল করে, তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে তুমি আমার প্রিয় পাত্র। সুতরাং তোমাকে আমার কাছে সোপর্দ করা হয়েছে এবং তুমি আমার কাছে এসেছ। অতএব তুমি আমার ব্যবহার দেখবে, দেখবে আমি তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করি। এরপর মৃত ব্যক্তির দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত কবর প্রশস্ত হয় এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। আর কবরে যখন কোন কাফের ও পাপাচারীকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে বলে, তোমার আগমন খুবই খারাপ এবং তুমি খারাপ জায়গায় এসেছ। তুমি এখন জানবে, আমার বুকের উপর চলাচল কারী সমস্ত লোকের মধ্যে তুমি ছিলে আমার কাছে কত ঘৃণিত। তোমাকে আজ আমার কাছে সোপর্দ করা হয়েছে এবং তুমি আজ আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। আজ তুমি ভালভাবে দেখবে, আমি তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করি। এরপর কবর তাকে এমন জোরে দু'দিক থেকে চাপ দেয়, যার ফলে তার ডান পাজরের হাড় বাম দিকে এবং বাম পাঁজড়ের হাড় ডান দিকে ঢুকে পড়ে।" এ অবস্থাকে নবী করীম (সঃ) এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর মুবারক ডান হাতের আঙ্গুলসমূহ বাম হাতের আঙ্গুল সমূহের মধ্যে প্রবেশ করালেন। —তিরমিযী, মেশকাত।

## যারা কবর আযাব থেকে নিরাপদে থাকবেন

মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ "মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করার পর লোকেরা যখন কবর স্থান থেকে চলে আসে, তখন সে তাদের পথ চলার জুতার শব্দ শুনতে পায়। সে মুমিন হলে তার নামায এসে তখন শিয়রে দাঁড়ায়। তার রোযা এসে তাঁর ডান দিকে দাঁড়ায় এবং যাকাত এসে দাঁড়ায় তাঁর বাম দিকে। আর সে যত নফল কাজ করেছে, যেমন নফল নামায, দান-সদকা ও সৌজন্যমূলক আচরণ ইত্যাদি কাজগুলো তার পদযুগলের কাছে এসে দাঁড়ায়। তার শিয়রের দিক দিয়ে আযাবের আগমন ঘটলে তাঁর নামায বলে উঠে, আমার দিক দিয়ে তোমার যাবার কোন পথ নেই। অতঃপর আযাব মৃত ব্যক্তির ডান দিক থেকে আসার চেষ্টা করলে তাঁর রোযা বলে উঠে, আমার দিক দিয়ে তোমার কোন পথ নেই। অতঃপর বাম দিক দিয়ে আসার চেষ্টা করলে, তাঁর দেয়া যাকাত দণ্ডায়মান



হয়ে বলে, আমার দিক দিয়ে তোমার যাবার কোন পথ নেই। অবশেষে পদযুগলের দিক দিয়ে আযাব আসতে শুরু করলে তার নফল এবাদতসমূহ বলে, আমাদের দিক দিয়ে তোমার কোন পথ নেই। —তারগীব তারহীব, তাবারানী, ইবনে হেব্বান।

## সূরা মূলক ও সূরা সেজদা পাঠকারীর অবস্থা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জনৈক সাহাবী কোন এক কবরের উপর তাবু স্থাপন করলেন। তার জানা ছিল না যে, সেখানে কবর রয়েছে। তিনি তাবুর অভ্যন্তরে বসা ছিলেন। এমনি সময়ে হঠাৎ তিনি ভূতলে জনৈক ব্যক্তির কোরআন মজীদের সূরা মূলক পাঠের কণ্ঠ শুনলেন। সে সমস্ত সূরাটিই পাঠ করলেন। এ ঘটনা নবী করীম (সঃ)-কে অবগত করা হলে তিনি বললেন ঃ "এ সূরা কবর আযাবকে বাধা দান করে, আর ঐ লোককে আল্লাহর শাস্তি হতে নিরাপদ রাখছে।" —তিরমিযী।

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কোরআন মজীদে এমন একটি সূরা রয়েছে, যার আয়াত সংখ্যা হচ্ছে তিরিশ। সে সুরাটি কারো জন্য আল্লাহ তাআ'লার কাছে সুপারিশ করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। সে সূরাটি হচ্ছে সূরা মূলক (অর্থাৎ তাবা-রাকাল্লাজী বিইয়াদিহিল মুল্‌ক্)। —তিরমিযী, আবু দাউদ।

হযরত খালেক ইবনে মাদান (র) সূরা মূলক ও সূরা আলিফ লাম মীম সেজদাহ্ প্রসঙ্গে বলতেন, এ সূরা দু'টি কবরে তার পাঠকদের পক্ষ নিয়ে আল্লাহ তাআ'লার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ তাআ'লার কাছে বলে ঃ "হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার কিতাবের কালাম না হয়ে থাকি তাহলে আমাকে তোমার কিতাব হতে বিলীন করে দাও।" খালেদ ইবনে মাদান (র) আরো বলতেন, এ সূরাদ্বয় কবরে পাখীর ন্যায় ডানা মেলে তার পাঠককে ঢেকে রাখে, কবর আযাব থেকে রক্ষা করে। —দারেমী, মেশকাত।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতিয়মান হল যে, এ সূরা দু'টি পাঠের ফলে, কবর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অন্য এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) শয্যায় এ দু'টি সূরা পাঠ করা ছাড়া নিদ্রা যেতেন না। —তিরমিযী।

## পেটের অসুস্থতায় মৃত্যু হলে

হযরত সোলায়মান ইবনে মুরাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ পেটের অসুস্থতায় যার মৃত্যু হয়, কবরে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না।

—তিরমিযী, আহমদ।

পেটের অসুস্থতা অনেক ধরণের হতে পারে, তার কোন একটিতেই মৃত্যু হলে কবরে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। হাদীসের এবক্তব্যের মধ্যে পেট সংক্রান্ত যাবতীয় অসুস্থতাই শামিল। যেমন কলেরা, বমি পেট বেদনা ইত্যাদি।

## জুমআ'র রাতে বা দিনে মৃত্যু হলে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কোন মুসলমান ব্যক্তির জুমআ'র রাতে বা দিনে মৃত্যু হলে, আল্লাহ তাকে কবরের আযাব ও পরীক্ষা হতে নিরাপদে রাখেন। —তিরমিযী, আহমদ।

## রমযান মাসে মৃত্যু হলে

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রমযান মাসে কবরে মৃতদের শাস্তি মূলতবী রাখা হয়। —বায়হাকী।

হযরত আনাস (রা) আরো বলেন, রাসূলল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কোন মুসলমান জুমআ'র দিনে ইনতেকাল করলে তাকে কবর আযাব হতে নিরাপদ রাখা হয়। —শরহে সুদূর, আবু ইয়ালা।

## মুজাহিদ, সীমান্ত প্রহরী ও শহীদগণের মর্যাদা

হযরত মিকদাম ইবনে মায়াদ ইয়াকরাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ তাআ'লার কাছে শহীদগণের জন্য ছ'টি পুরস্কার রয়েছে। তা হল–

(১) রক্তের প্রথম ফোঁটা পতিত হওয়ার পূর্বেই তাঁকে ক্ষমা করা হয়। আর জান্নাতে তাঁর যে বাসস্থান রয়েছে তা তাঁকে প্রদর্শন করা হয়।

(২) শহীদগণকে কবর আযাব হতে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখা হবে।

(৩) শিংগা ফুঁকের সময় মানুষ যেভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তাঁরা তা থেকে নিরাপদ থাকবেন।

(৪) শহীদগণের মাথায় সম্মানের প্রতীক স্বরূপ এমন এক মূল্যবান তাজ পরান হবে, যার ইয়াকুত পাথরগুলো দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে তার চেয়েও মূল্যবান ও উত্তম হবে।

(৫) জান্নাতে তাঁদের সঙ্গীরূপে বাহাত্তর জন অপরূপা হুর প্রদান করা হবে।

(৬) সত্তর জন আত্মীয়ের ব্যাপারে তাদের সুপারিশকে কবুল করা হবে। —তিরমিযী, ইবনে মাজা।

হযরত সালমান ফারেসী (রা) বলেন, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহর পথে ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সীমান্তের প্রহরায় একদিন এক রাত কাটানো, একমাস নফল রোযা এবং এক মাস রাতভর নফল নামায আদায় করার চেয়েও উত্তম। প্রহরায় নিযুক্ত ব্যক্তি যদি প্রহরারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে যে আমল করছিল, কেয়ামত পর্যন্ত তাকে সে আমলের ছওয়াব প্রদান করা হবে এবং শহীদদের ন্যায় তার জীবিকাও চলতে থাকবে, আর সে কবরের আযাব এবং পরীক্ষা হতেও নিরাপদ থাকবে। —মুসলিম।



হযরত আবু আইউব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তি শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থেকে নিহত হলে অথবা জয়ী হলে, তাকে কবরের পরীক্ষায় নিপতিত করা হয় না। —নাসায়ী, তাবারানী।

## কবর যে ব্যক্তির লাশ গ্রহণ করেনি

হযরত আনাস (রা) বলেছেন, জনৈক ব্যক্তিকে নবী (সঃ)-এর লেখক নিযুক্ত করা হয়েছিল। সে ইসলাম ত্যাগ করে কাফের-মুশরেকদের দলে যোগদান করল। নবী করীম (সঃ) তার জন্য বদ্‌দোয়া করলেন যে, মাটি তাকে গ্রহণ করবে না। অতঃপর তার মৃত্যু হলে হযরত আবু তালহা (রা) তার কবরের কাছে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, সে ব্যক্তির লাশ কবরের বাইরে পড়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি সেখানকার লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, এ লাশ বাইরে কেন ? লোকেরা বলল, এ লাশ আমরা কয়েকবার দাফন করেছি, কিন্তু কবর, তা গ্রহণ করে না। প্রত্যেকবারই মাটি তাকে কবরের বাইরে ফেলে দেয়। তাই আমরাও লাশটি কবরের বাইরে রেখে দিয়েছি। —বোখারী, মুসলিম।

গ্রন্থকার বলেন, আমি এক ওস্তাদের জবানীতে শুনেছি যে, মদীনা শরীফের জনৈক আলেমের কবর বিশেষ প্রয়োজনে পুনরায় খনন করা হয়। খনন শেষে দেখা গেল উক্ত কবরে এক যুবতী নারীর লাশ রয়েছে। কেউ কেউ এ যুবতী মহিলাকে চিনত। তাদের জানা ছিল যে, এ যুবতী হচ্ছে অমুক শহরের এক খ্রিস্টানের কন্যা। সুতরাং তারা সেখানে গিয়ে তার পিতা-মাতার কাছে ঘটনার রহস্য জানতে চাইল এবং এর কবর কোথায় তা-ও জিজ্ঞেস করল। তারা তার কবর দেখিয়ে বলল, সে আন্তরিকভাবে মুসলমান ছিল, সে মনে মনে মদীনা শরীফে সমাহিত হওয়ার আশা পোষণ করত। অতঃপর তার কবর খনন করে দেখা গেল, তার কবরে মদীনা শরীফের সে আলেমের লাশ রয়েছে– যার কবরে এ যুবতীর লাশ পাওয়া গেছে। অতঃপর আলেমের স্ত্রীর কাছে তার আমল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে সে বলল, আমার স্বামী ছিলেন খুব নেককার ও পরহেজগার ব্যক্তি। এতদস্বত্ত্বেও তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, খৃষ্টানধর্মে স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করার কোন বিধান নেই, এটা খুবই সহজতর নিয়ম। তখন লোকেরা মনে করল, খ্রিস্টান ধর্মের এ নীতি পছন্দ করার কারণেই তার লাশ খ্রিস্টান মহিলার কবরে পৌঁছেছে। আর আন্তরিকভাবে মুসলমানী আদর্শ পছন্দ করার কারণে ঐ যুবতীর লাশ মদীনার ঐ আলেমের কবরে এসেছে।

## কবরে সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাত অথবা জাহান্নাম দেখান হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ মৃত্যু বরণ করলে কবরে সকাল-সন্ধ্যায় তার স্থায়ী নিবাস জান্নাত অথবা জাহান্নাম দেখান হয়। সে জান্নাতী হলে তার সম্মুখে জান্নাতের দৃশ্য

পেশ করা হয়। আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামের দৃশ্য পেশ করা হয়। এ কবর হচ্ছে তোমার শান্তি অথবা শাস্তির নিবাস। অবশেষে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তোমাকে তোমার সেই চিরস্থায়ী নিবাসের কাছেই পুনরুত্থিত করবেন, সকাল সন্ধ্যায় তোমাকে যা দেখান হচ্ছে।

## মৃত্যুর পর নবী-রাসূলগণ কবরে মানবদেহরূপেই জীবিত থাকেন

আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র) তার প্রণীত আম্বারুল আযকিয়া বিহায়াতিল আম্বীয়া পুস্তকে লেখেছেন, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-সহ অন্যান্য নবী-রাসূলগণ যে, কবরে মানবদেহরূপে জীবিত রয়েছেন, আমরা তা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা অবগত হয়েছি। এ বিষয়টি প্রমাণাদির দ্বারা দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণিত।

ইমাম বায়হাকীও এ বিষয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করে বলেছেন, নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। যেসব বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণ করা হয়, তন্মধ্যে এ হাদীসটি অন্যতম যে, হযরত আনাস (রা) বলেছেন, নবী করীম (সঃ)-কে যে রাতে উর্ধ্বমণ্ডলে (মেরাজে) নেয়া হয়েছে, সে রাতে তিনি হযরত মুসা (আ)-এর কবরের নিকট দিয়ে গমন করেছেন। তাঁকে তিনি কবরে নামাযরত অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন। —মুসলিম।

মুহাদ্দিস হাফেজ আবু নাঈম (র) হিলইয়াতুল আওলিয়া কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত এক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) হযরত মুসা (আ)-এর কবরের পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁকে দণ্ডায়মান হয়ে নামায পড়তে দেখেছেন।

হাফেজ আবু ইয়ালা স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী (রঃ) হায়াতুল আম্বীয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "নবী রাসূলগণ স্ব স্ব কবরে মানবদেহ নিয়েই জীবিত আছেন। তাঁরা সেখানে নামায আদায় করেন। এ নামায আদায় করা তাঁদের প্রতি ফরয হিসেবে নয়। কেননা কবরের জীবনে কোন মানুষ শরীয়ত পালনে দায়িত্বশীল থাকে না। বরং এ নামায হচ্ছে তাঁদের আল্লাহ প্রেমের সুধা লাভ করার জন্য।

ইমাম আবু দাউদ ও বায়হাকী (র) হযরত আউস ইবনে আউস ছাকাফী (রা) থেকে এক হাদীস উল্লেখ করেছেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে উত্তম দিন হচ্ছে জুমআ'র দিন। সুতরাং তোমরা ঐ দিন আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ কর। তোমাদের দরূদ আমার কাছে প্রেরণ করা হয়।" সাহাবী (রা) গণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সালাত ও সালাম পাঠ আপনার কাছে কিভাবে প্রেরণ করা হবে ? আপনি তো তখন অণুতে পরিণত হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবেন! প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ "আল্লাহ তাআ'লা মাটির জন্য নবী-রাসূলদের দেহ মোবারক ভক্ষণ করা হারাম করেছেন।" —আবু দাউদ, হাকেম।



ইমাম বায়হাকী (র) স্বীয় গ্রন্থে লেখেছেন, নবী-রাসূলগণ মৃত্যুর পর কবরে জীবিত থাকার বিষয়টি বহু বিশুদ্ধ দলিল দ্বারা প্রমাণিত। তার মধ্যে মেরাজ রাতে নবী করীম (সঃ)-এর সাথে অন্যান্য নবী-রাসূলদের সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয়টি অন্যতম। সে রাতে একদল নবী-রাসূল শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং পরস্পরে কথাবার্তাও বলেছেন। —বোখারী।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে এক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সঃ) মেরাজের আলোচনায় বলেছেন ঃ "আমি নিজকে একদল নবী রাসূলের সমাবেশের মধ্যে দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম, হযরত মুসা (আ) দণ্ডায়মান হয়ে নামায পড়ছেন। তাঁর দেহ মোবারক হালকা ও ছিপছিপে এবং মাথার কেশরাজি কোকড়ানো। তাঁকে শানুয়াহ কবীলার লোক মনে হচ্ছিল। আমি হযরত ঈসা (আ)-কে দেখলাম, তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ)-কেও দাড়ান অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি। তাঁদের চেহারা আকৃতি অনেকটা তোমাদের সাথী মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে মেলে। এ সময় নামাযের ওয়াক্ত হলে আমি তাদের ইমাম হয়ে নামায আদায় করি। —মুসলিম।

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হাফেজ আবু নাঈম (র) তার দালায়েলুন নবুয়ত গ্রন্থে এবং যুবায়ের ইবনে বক্কার তার আখবারে মদীনা গ্রন্থে এবং ইবনে সায়াদ (র) তাবকাত গ্রন্থে, আর দারেমী স্বীয় মসনদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদের হুররাহ বাহিনী দ্বারা যখন মদীনা আক্রান্ত হয়, তখন সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব (র) অনবরত মসজিদে নববীতেই অবস্থান করেন। তখন মসজিদের বাইরে প্রচণ্ড যুদ্ধ ও রক্তারক্তি চলছিল। তিনি তখন মসজিদে নববী হতে আদৌ বের হলেন না। তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে আযান এবং ইকামত হয়নি। সাইয়্যেদ ইবনে মুসায়্যেব (র) বলেন, নামাযের সময় হলেই আমি নবী করীম (সঃ)-এর রওজা মোবারকের দিক থেকে এক প্রকার বিশেষ আওয়াজ শুনতে পেতাম। যা দ্বারা আমি বুঝতাম যে, নামাযের সময় হয়েছে। এ দিনগুলোতে হযরত সাইয়্যেদ ইবনে মুসাইয়্যেব (র) ছাড়া কোন লোকই মসজিদে নববীতে ছিল না।

—মেশকাত, দারেমী।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সমস্ত নবী-রাসূলই নিজ নিজ কবরে মানবদেহ রূপেই জীবিত আছেন। পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা শহীদগণ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ *

"যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছেন, তাঁদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না, বরং তাঁরা জীবিত। তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাঁদেরকে জীবিকা প্রদান করা হয়।"

শহীদগণ প্রসঙ্গেই যখন বলা হয়েছে যে, তোমরা তাঁদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তাঁরা জীবিত এবং তাঁদের প্রতিপালকের নিকট হতে জীবিকা লাভ করেন, তখন নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য হবে না কেন ?১

তাঁরা তো শহীদগণের তুলনায় অনেক অনেক গুণ সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। মোটকথা নবী-রাসূলগণ কবরে মানবদেহরূপে জীবিত থাকা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। সুতরাং বলা যায় যে, এ আয়াতের সাধারণ বক্তব্যের মধ্যে নবী-রাসূলগণও শামিল।২

বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সঃ) মৃত্যুজনিত পীড়াকালে বলেছেন ঃ "আমি খায়বার অবস্থানকালে যে বিষমিশ্রিত খাদ্য আহার করেছিলাম, তার ক্রিয়া আমি প্রায়ই অনুভাব করি। সে সময় বিষক্রিয়ায় আমার হৃৎপিণ্ড সংশ্লিষ্ট শিরাটি কেটে নিয়েছে।৩

১. কোরআন মজীদে وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত বলনা।" আয়াতের ব্যাখ্যায় বয়ানুল কোরআন গ্রন্থকার লেখেছেন শহীদগণ সম্পর্কে এ কথা বলা যে, তাঁদের মৃত্যু হয়েছে– যদিও জায়েয ও সঠিক। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুকে অন্যান্য লোকদের মৃত্যুর মত মনে করা ঠিক নয়। তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ মৃত্যুর পর কবরের জীবনে প্রত্যেকের আত্মাই জীবিত থাকে। এর প্রতিই প্রতিদান প্রদান ও শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু এরূপ জীবন ও শহীদগণের জীবনের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। সে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট হচ্ছে শহীদগণের জীবন অন্যান্যদের তুলনায় অনেক শক্তিশালী। এমনকি শহীদগণের জীবিত থাকার একটি নির্দশন হল সাধারণ মৃতদের দেহের চেয়ে তাদের দেহ অক্ষত অবস্থায় থাকে, পচে গলে না, মাটি তা আহার করেনা। জীবিতদের দেহের ন্যায় অক্ষত থাকে। যা বিভিন্ন হাদীস ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। এ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে। তাদেরকে অন্যান্য মৃত দেহের ন্যায় ভাবতে নিষেধ করা হয়েছে। অপরদিকে শহীদগণের জীবিত থাকার তুলনায় নবী-রাসূলগণের জীবিত থাকা অনেক বেশী স্বাতন্ত্র ও শক্তির অধিকারী। তাঁদের বাহ্যিক মৃত্যুর পর কবরে জীবিত থাকার একটি নিদর্শন আমরা খুজে পাই শরীয়তের বিধানের মধ্যে। কোন জীবিত লোকের স্ত্রীকে বিয়ে করা যেরূপ হারাম, অনুরূপ নবী রাসূলগণের স্ত্রীগণকেও বিয়ে করা হারাম। তাদের পরিত্যাক্ত ধন সম্পদও মিরাছ হিসেবে বন্টন হয়না। সুতরাং বলা যায় যে, নবী-রাসূলগণের জীবিত থাকা অন্যান্যদের তুলনা সবচেয়ে বেশী যুক্তিযুক্ত, তারপরে শহীদগণের জীবিত থাকার বিষয়। এরপর সাধারণ মানুষের স্তর।

২. শহীদগণ যে এ মান মর্যাদা লাভ করেন, তা নবী-রাসূলগণের আনুগত্যের ফলেই হয়েছে। নবী-রাসূলগণের আনুগত্য করে জীবন যাপন না করলে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ না করলে তারা এরূপ মর্যাদার অধিকারী হতে পারতেন না। সুতরাং নবী-রাসূলগণের পরেই তাদের মর্যাদা।

৩. নবী করীম (সঃ)-কে বিষ পান করাবার ঘটনা– খায়বর বিজয়ের পর নবী করীম (সঃ) সেখানে অবস্থান করছিলেন। এক ইহুদী মহিলা ভুনা করা বকরীর মাংসের সাথে বিষ মিশিয়ে নবী করীম (সঃ)-এর খেদমতে হাদীয়া স্বরূপ পেশ করল। তিনি তা থেকে এক টুকরা আহার করলেন। তাঁর সাথে আরও কয়েকজন সাহাবীও আহার করলেন। অতঃপর নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমরা এ গোশত আহার করা হতে বিরত থাক। অতঃপর ঐ মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ খাদ্যের সাথে বিষ মিশ্রিত করেছ? সে বলল আপনাকে একথা কে বলেছে। নবী করীম (সঃ) বললেন, আমার হাতের এ টুকরই আমাকে এ কথা বলেছে। মহিলা বলল, হা আমি বিষ মিশিয়েছি। নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমার এরূপ করার উদ্দেশ্য কি? মহিলা বলল, আমার উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে পরীক্ষা করা, বাস্তবিকই আপনি যদি নবী হন তাহলে এ বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, আর আপনি যদি তা না হন তাহলে আমরা আপনার থেকে মুক্তি পাব। অর্থাৎ এ গোশত আহারে আপনি মারা যাবেন। নবী করীম (সঃ) এ মহিলাকে ক্ষমা করলেন, তাকে কোন শাস্তি দিলেন না। যেসব সাহাবা এ গোশত আহার করেছিলেন তারা মৃত্যুমুখে পতিত হল। সে সময় নবী করীম (সঃ) স্বীয় কাঁধে শিংগা লাগিয়ে ছিলেন যাতে বিষক্রিয়া দূর হয়। [পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রঃ]



ইমাম বায়হাকী (র) কিতাবুল ইতেকাদ গ্রন্থে লেখেছেন যে, নবী রাসূলগণের রূহ কবজ করার পর তা পুণরায় কবরে ফিরিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং তাঁরা শহীদগণের মত তাঁদের প্রতিপালকের কাছে জীবিত আছেন।

আল্লামা কুরতুবী (র) স্বীয় কিতাবুত তাযকিরা গ্রন্থে লেখেছেন, মৃত্যু নিছক সম্পূর্ণ বিলীন হওয়ার নাম নয়, বরং এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন হওয়াকে মৃত্যু বলা হয়। এর দ্বারাই বুঝা যায় যে, শহীদগণ নিহত হওয়ার পর কবরে জীবিত থাকেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবিকাও লাভ করেন, আর খুব আনন্দ চিত্তে সময় অতিবাহিত করেন। তাঁদের বৈশিষ্ট্য জীবিতদের মতই হয়ে থাকে। শহীদগণের অবস্থাই যখন এই, তখন নবী রাসূলগণের জীবিত থাকা আরো শত গুণে যুক্তি যুক্ত। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, মাটি কখনো নবী-রাসূলগণের দেহ মোবারক ভক্ষণ করে না। আর নবী করীম (সঃ) যে, মেরাজ রাতে বায়তুল মোকাদ্দাসে অন্যান্য নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তা-ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর নভমণ্ডলে ভ্রমণকালেও নবী করীম (সঃ)-এর সাথে অন্যান্য কয়েকজন নবী-রাসূলের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়েছিল। তিনি হযরত মুসা (আ)-কে কবরে নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি একথাও বলেছেন, তার প্রতি কেউ সালাত ও সালাম প্রেরণ করলে তিনি তার জবাব প্রদান করেন।

এছাড়া আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার সারাংশ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, নবী-রাসূলগণের মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে, তাঁদেরকে আমাদের থেকে গোপন করে রাখা, যাতে আমরা তাঁদের জীবিত থাকাটা অনুভব করতে না পারি। যদিও তাঁরা কবরে জীবিতই অবস্থান করছেন। তাঁদের অবস্থা হচ্ছে ফেরেশতাদের ন্যায়, তাঁরা সর্বদা জীবিত, কিন্তু আমরা তাঁদেরকে দেখতে পাচ্ছি না। —আম্বরাউল আযিকিয়া।

এখানে আমরা আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (র)-এর আম্বারুল আম্বিয়া গ্রন্থ থেকে বিষয়টি সংক্ষেপ করে উল্লেখ করলাম। সে গ্রন্থে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস উল্লেখ করে কবরে নবী-রাসূলগণের জীবিত থাকার বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে। মূলতঃ আলমে বরযখ বা কবরের জীবন হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র জগৎ। তার বিষয়গুলো পার্থিব জগতে অবস্থান করে বুঝা যায় না। আমাদের শুধু এটুকুই বুঝতে হবে যে, এ জগতে শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। অনুরূপভাবে সেখানেও রয়েছে বিভিন্ন স্তর। সবচেয়ে শক্তিশালী জীবন হচ্ছে, নবী-রাসূলগণের জীবন। আর তারপর হচ্ছে শহীদগণের জীবন। এরপর অন্যান্য মৃতদের জীবন।

[পূববর্তী টিকার বাকী অংশ] কোন কোন বর্ণনায় আছে, পরে ঐ মহিলাকে হত্যা করা হয়েছিল। সম্ভবত প্রথমাবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়নি। বিষ পানে যখন বাশার ইবনে মায়াবার (রা)-এর ইনতেকাল হয়, তখনই কিসাসের বিধান অনুযায়ী তাকে হত্যা করা হয়। বিদায়া আননিহায়া গ্রন্থকার এ ঘটনা উল্লেখ করার পর লেখেছেন, এর পর নবী করীম (সঃ) তিন বছর জীবতি ছিলেন। এ বিষ ক্রিয়ার কারণে নবী করীম (সঃ)-এর শহীদী মৃত্যু হয়। কারণ যুদ্ধরত অবস্থায় তাঁকে এ বিষ পান করান হয়েছিল। আর যুদ্ধাবস্থায় আহত হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে মৃত্যু হলে সে যে, শহীদ হয়, তা ঐক্যবদ্ধভাবে সাব্যস্ত। নবী করীম (সঃ)-এর বেলায়ও তা-ই হয়েছিল।

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মেরাজ রাতে হযরত মুসা (আ)-এর কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে কবরে নামায পড়তে দেখলেন। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌঁছে নবী-রাসূলগণকে দেখতে পেলেন। তাঁদেরকে সাথে নিয়ে নামাযের ইমামতী করলেন। অতঃপর তিনি নভমণ্ডলে পৌঁছলে সেখানেও কয়েকজন নবী-রাসূলের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি হযরত মুসা (আ)-কে ইতিপূর্বে কবরে নামায পড়তে দেখেছিলেন। অতঃপর তাঁর সাথে ষষ্ঠ আকাশে সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী নবী করীম (সঃ) বারবার আল্লাহ তাআ'লার দরবারে গিয়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের স্থলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে আনেন। নভমণ্ডলে যেসব নবী-রাসূলদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ)ও ছিলেন। যেহেতু হযরত ইসা (আ) এখন পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করেননি, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এ দুনিয়াতে পুনরায় আগমন করবেন এবং কাফের দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ কারণেই তাঁকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

—আল ইসাবা ফি তামীযেস সাহাবা।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও ঈসা (আ) ইহজাগতিক রূপেই জীবিত ছিলেন। পরস্পর সাহাবী হওয়ার জন্য যা একান্ত অপরিহার্য। অন্যান্য নবী-রাসূলুগণ এ সময় আলমে বরযখ তথা কবরে জীবিত ছিলেন, যাদের সাথে মেরাজ রজনীতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি এক সময় মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী এক স্থানে নবী করীম (সঃ)-এর সাথে সফর করেছিলাম। এ সময় তিনি একটি উপত্যকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ কোন উপত্যকা ? উপস্থিত লোকেরা বলল, এ হচ্ছে আরযাক উপত্যকা। তখন তিনি বললেন ঃ "আমি যেন হযরত মুসা (আ)-কে দেখছি।" একথা বলার পর তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর দেহের রং ও চুলের কিছু বর্ণনা দিলেন, আর বললেন ঃ "আমি যেন তাকে দেখছি, তাঁর উভয় হাতের আঙ্গুলিসমূহ কানে দিয়ে আছেন, আর স্বীয় প্রতিপালকের নামে তালবীয়া পাঠ করতে করতে এ উপত্যকা অতিক্রম করছেন।"

হযরত আব্বাস (রা) বলেন, এরপর আমরা সম্মুখে চলতে চলতে অন্য এক উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছলাম। এ উপত্যকা সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এ কোন্ উপত্যকা?" উপস্থিত লোকগণ বললেন, এ হচ্ছে হারশী উপত্যকা। তখন তিনি বললেন ঃ "আমি যেন হযরত ইউনুস (আ)-কে দেখছি, তিনি একটি লাল বর্ণের উটের পিঠে আরোহণ করে আছেন। তাঁর দেহে রয়েছে সুতার তৈরি জুব্বা আর উটের লাগামটি গাছের বাকল দ্বারা তৈরি। তিনি তালবীয়া পাঠ করতে করতে এ উপত্যকা অতিক্রম করছেন।"



এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নবী করীম (সঃ) তাঁদেরকে জাগ্রত অবস্থাতেই তালবীয়াহ পাঠ করতে দেখেছেন। বুঝা গেল নবী-রাসূলগণের কবরের জীবন এত শক্তিশালী, পূর্ণাঙ্গ ও উন্নত যে, তাঁরা এ দুনিয়াতেও (মৃত্যুর পরও) স্বশরীরে আগমন করতে পারেন এবং হজ্বের বিধানসমূহও সম্পাদন করতে পারেন। আর মানব চোখে তাঁদেরকে অবলোকন করাও সম্ভব। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ আব্দুল হক দেহলবী (র) মেশকাতের শরাহ 'আশরাতুল লুমাত' গ্রন্থে লেখেছেন ঃ "নবী-রাসূলগণ কবরে জীবিত থাকার বিষয়টি সব বিশেষজ্ঞদের একটি ঐকমত্য বিষয়, এতে কারোই দ্বিমত নেই। তাঁদের এ জীবন পার্থিব জীবনের ন্যায় দৈহিকভাবে জীবন্ত জীবন। তাঁদের জীবনকে আধ্যাত্মিক ও মরমী জীবন ভাবা উচিত নয়।

আলমে বরযখ তথা কবরের জীবন হচ্ছে এ পার্থিব জীবন হতে ভিন্নতর জীবন এবং বিস্ময়করও বটে। সেখানকার অবস্থা পার্থিব অবস্থা দ্বারা কেয়াস বা অনুমান করা যায় না।

## কবরে নবী করীম (সঃ)-এর কাছে উম্মতের আমল পেশ করা হয়

হযরত আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "আমার জীবন যেমন তোমাদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর, তেমনি আমার মৃত্যুও তোমাদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর। আমার মৃত্যুর পর তোমাদের আমল আমার কাছে পেশ করা হবে। সুতরাং তোমাদের পুণ্যময় যে আমল আমি দেখব, তার জন্য আল্লাহ তাআ'লার প্রশংসা করব। আর তোমাদের খারাপ আমল দেখতে পেলে আল্লাহ তাআ'লার দরবারে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব।"

—জামউল ফাওয়ায়েদ।

## উম্মতের দরূদ ও সালাম ফেরেশতাগণ রাসূল (সঃ)-এর কাছে পৌঁছে দেন

রওযা মেবারকের পাশে দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ করলে স্বয়ং হুযুর (সঃ) নিজ কানে তা শুনতে পান, আর দুর হতে কেউ পাঠ করলে ফেরেশতাগণ তা হুযুরের কাছে পৌঁছে দেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআ'লার অগণিত ফেরেশতা রয়েছেন যারা দুনিয়াতে ঘোরাফেরা করেন, আর আমার প্রতি আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেন।

—নাসাঈ, ইবনে হেব্বান, তারগীব ও তারহীব।

হযরত হাসান ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমরা যে কোন স্থানেই থাক না কেন, আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হয়। —তারগীব তারহীব, তাবারানী।

ইতিপূর্বে হযরত আউস ইবনে আউস (রা) হতে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহাবী (রা)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের

দরূদ ও সালাম আপনার কাছে কিভাবে পেশ করা হবে ? আপনি তো তখন মাটির সাথে মিশে যাবেন! প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, আল্লাহ তাআ'লা মাটির জন্য নবী-রাসূলদের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন।

হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন ঃ "তোমরা জুমআ'র দিন আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে। কেননা এ দিনটি একটি ফযিলতপূর্ণ দিন। তোমাদের কেউ আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করলে সে এ কাজ হতে বিরত হওয়ার আগেই অবশ্যই তা আমার কাছে পেশ করা হয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মৃত্যুর পরও কি আপনার কাছে দরূদ পৌঁছানো হবে ? তিনি বললেন ঃ "হাঁ মৃত্যুর পরও পৌঁছান হবে। কেননা আল্লাহ তাআ'লা মাটির প্রতি নবী-রাসূলদের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নবীগণ কবরে জীবিতই থাকেন এবং তাদেরকে জীবিকাও প্রদান করা হয়।"

—নাসায়ী, তারগীব তারহীব, ইবনে মাজা, হাকেম।

## রাসূল (সঃ)-এর রওজায় সাহাবায়ে কেরামগণের সালাম পেশ করা

তাবেঈ হযরত আব্দুলাহ ইবনে দিনার (র) বলেছেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি নবী করীম (সঃ)-এর রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে দরূদ পাঠ করেছেন এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-এর জন্য দোয়া করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রা) বিদেশ সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে এবং বিদেশ হতে ফিরে আসার সময় নবী করীম (সঃ)-এর কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং দরূদ পাঠান্তে দোয়া করে চলে যেতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, ইবনে ওমর (রা) সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমতঃ নবী করীম (সঃ)-এর রওজা পাকের কাছে আসতেন। অতঃপর দরূদ পাঠ করতেন, কিন্তু রওজা মোবারক স্পর্শ করতেন না। তারপর আবু বকর (রা)-এর প্রতি সালাম দিতেন। আর স্বীয় পিতা ওমর (রা)-এর প্রতি সালামে বলতেন, হে আমার পিতা! আপনার প্রতি সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি এভাবে সালাম বলতেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আর শান্তি বর্ষিত হোক আবু বকর (রা)-এর প্রতি।[১]

—আল কাওলুল বাদিউ–২১০ পৃঃ।

কাজী আয়াজ (র) শিফাউত তারীফ ও হুকুকুল মোস্তফা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৯ পৃষ্ঠায় লেখেছেন, হযরত নাফেউ (রা) বলেছেন, আমি ইবনে ওমর (রা)-কে রওজা মোবারকের কাছে এসে একশ'বার বা তার চেয়েও অধিকবার এভাবে বলতে দেখেছি–

اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَلسَّلَامُ عَلٰى اَبِىْ *

"নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং আমার পিতার প্রতিও বর্ষিত হোক শান্তি।" এরপর তিনি সেখান থেকে চলে যেতেন।



হযরত ইমাম মুহাম্মদ (র) স্বীয় মুয়াত্তা গ্রন্থে লেখেছেন, হযরত ইবনে ওমর (রা) সফরে গমনকালে কিংবা সফর থেকে ফিরে এসে নবী করীম (সঃ)-এর রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর পতি দরূদ পাঠ করতেন এবং দোয়া করে চলে যেতেন। অতঃপর ইমাম মুহাম্মদ (র) লেখেছেন, যারা মদীনা মোনাওয়ারায় উপস্থিত হয়, তাদের এভাবেই করা উচিত। মদীনায় উপস্থিত হলে রওজা মোবারকের কাছে গিয়ে দরূদ পাঠ করা উচিত। —মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ।

হাফেজ সাখাবী (র) "আল কাওলুল বাদিউ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন হযরত আনাস (রাঃ)ও এরূপ আমল করেছেন। তিনি নবী করীম (সঃ)-এর রওজা পাকের কাছে গিয়ে তাঁর প্রতি সালাম করে চলে যেতেন। কাজী আয়াজ (র)ও তাঁর আশশেফা গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। —আল কাওলুল বাদিউ।

## অন্য লোকের মাধ্যমে রওজা মোবারকে সালাম পৌঁছান

হাফেজ শামসুদ্দিন সাখাবী (র) তদ্বীয় আল কাওলুল বাদিউ গ্রন্থে ইবনে আবী দুনিয়া এবং ইমাম বায়হাকী (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র) ইয়াজীদ ইবনে আবু সাঈদ মাদানীকে বললেন ঃ তুমি যখন মদীনা মোনাওয়ারায় পৌঁছবে, তখন নবী করীম (সঃ)-এর রওজা মোবারকে আমার সালাম পৌছাবে। —আর কাওলুল বাদিউ ৩১১ পৃঃ।

এ হাদীসটি শেফা গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে। আরও লেখা হয়েছে যে, ওমরে ইবনে আব্দুল আযীয (রঃ) রওজা মোবারকে তাঁর সালাম পেশ করার জন্য দামেস্ক হতে দূত পাঠাতেন। —শেফায়া– দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ।

দুনিয়ার সামাজিক নিয়ম হচ্ছে মানুষ পরস্পরের সাক্ষাতে মুসাফাহা ও সালাম বিনিময় করে। মহান আল্লাহ তাআ'লাও দয়াপরবশে এ নিয়ম প্রচলিত রেখেছেন যে, কোন মুসলমান দুর-দূরান্ত হতে তাঁর নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করলে ফেরেশতাদের দ্বারা তা তাঁর কাছে পৌঁছে দেন। খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর কার্যদি দ্বারা জানা যায় যে, ফেরেশতা ছাড়াও মদীনায় আগমনকারী লোকদের মাধ্যমে রওজা পাকে সালাম প্রেরণ করা বৈধ।

এসব হাদীস দ্বারা একথাও অবহিত হওয়া যায় যে, নবী করীম (সঃ)-এর কবরের জীবনেও স্বীয় উম্মতদের সাথে সম্পর্ক বহাল রয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা এ উম্মতদের সৌভাগ্য দান করেছেন যে, তিনি এ মহৎ কাজের জন্য তাঁর ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁরা উম্মতের সালাম যথাসময় রাসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে পৌঁছে দেন। ফেরেশতাগণকে সালাম পৌছাবার কাজে নিয়োজিত রাখা দ্বারা একথাই প্রমাণ হয় যে, নবী করীম (সঃ) হাজের ও নাজের নন। তিনি যদি সর্বত্র হাজের-নাজের হতেন, তাহলে ফেরেশতাগণকে সালাম পৌছাবার জন্য নিয়োগ করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। হুজুর (সঃ)ই যখন সর্বত্র হাজের নাজের নন, তখন অলীআল্লাহগণের ব্যাপারে সর্বত্র হাজের-নাজের থাকার ধারণা এবং এ আকিদা পোষণ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সুতরাং বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করা উচিত।

### ওহুদ যুদ্ধের কোন কোন শহীদের লাশ বহু বছর পরও অক্ষত থাকার প্রমাণ

মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক গ্রন্থে আছে, হযরত আমর ইবনে জামুহ আনসারী (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর আনসারী (রা) উভয়ে ওহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শহীদ হলে দু'জনকেই একই কবরে দাফন করা হয়। দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর পার পানি প্রবাহের কারণে তাদের কবরটি ভেঙ্গে যায়। তখন অন্যস্থানে দাফন করার প্রয়োজনে তাদের কবর খনন করা হয়। খননান্তে তাদের লাশ দু'টি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়, বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি। দেখে মনে হচ্ছিল যেন, তাঁরা গতকাল শহীদ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের দেহে জখম ছিল এবং দাফনের পূর্বে যখমের স্থানটি তাঁর নিজ হাত দ্বারা চেপে ধরা ছিল। প্রথমবার এ অবস্থায়ই তাদেরকে দাফন করা হয়, দ্বিতীয়বার কবর খননের পর জখম হতে হাত সরান হয়েছিল, কিন্তু পুনরায় হাত নিজে নিজেই পূর্বের স্থানে এসে স্থাপিত হল। ওহুদ যুদ্ধ এবং এ ঘটনার মধ্যে ব্যবধান ছিল ছেচল্লিশ বছর। —মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক।

এ ঘটনাকে আল্লামা ইবনে কাছীর (র) আল বিদায়া ওয়াননিহায়া গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ওহুদ যুদ্ধের শহীদগণকে যে স্থানে দাফন করা হয়েছিল, সে স্থান দিয়ে মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনামলে একটি নহর খননের পরিকল্পনা করা হল। তখন শহীদগণের লাশ মোবারক অন্যত্র সরানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি সেখানে শহীগণের কবর খনন করেছি। আমি আমার পিতার লাশ এমন অবস্থায় পেলাম যে, মনে হয় তিনি যেন নিজের অভ্যাস মাফিক ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর কবরে তাঁর সাথে আমর ইবনে জামুহ আনসারী (রা)-কেও দাফন করা হয়েছিল। আমি তাকে দেখলাম, তাঁর হাত দ্বারা দেহের একটি যখম চেপে ধরা। হাতটি জখম হতে সরান হলে জখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। এরপর আল্লামা ইবনে কাছীর (রঃ) লেখেছেন, এ কথা প্রচলিত রয়েছে যে, তাদের কবর থেকে মেশকের সুঘ্রাণ পাওয়া গিয়েছিল। আর এ ঘটনা দাফন করা থেকে ছেচল্লিশ বছর পরের ঘটনা।

এছাড়া আল্লামা ইবনে কাছীর (র) মুহাদ্দিস বায়হাকী (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেছেন ঃ মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনামলে ওহুদ প্রান্তর দিয়ে নহর কাটার জন্য মাটি খনন করা হয়। খননকালে শহীদ হামযা (রা)-এর পায়ে গিয়ে কোদালের আঘাত লাগে। এর ফলে লাশের আহত স্থান থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছিল।

—আল বিদায়া ওয়াননিহয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৪৩ পৃঃ।

ওহুদের শহীদগণ ছাড়াও মুসলিম জাতির শীর্ষস্থানীয় বুজুর্গ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের জীবনী গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দাফনের পর বহু বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তাঁদের লাশ বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হয়নি।

নবী-রাসূলদের প্রসঙ্গে হাদীসে সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁদের মোবারক দেহকে মাটি পচাতে বা গলাতে পারে না।

তবে নবী নয় এমন কোন ব্যক্তিকেও যদি আল্লাহ তাআ'লা এ সৌভাগ্য ও মর্যাদা দান করেন, তা আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমতার বাইরে কোন বিষয় নয়।



## দ্বিতীয় অধ্যায়

# কেয়ামত ও হাশরের ময়দান

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের জন্য নিবেদিত। আর সালাত ও সালাম প্রেরণ করছি আল্লাহর রাসূল আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবাকুলের প্রতি।

পার্থিব এ জগতে যারাই আগমন করেছে তার প্রত্যেকেই এ জগৎ ছেড়ে পরলোকে পাড়ি জমিয়েছে। অর্থাৎ নিজের আয়ুষ্কাল পূর্ণ করে মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করত পর জগতে গিয়ে উপনীত হয়েছে। কবর জগতে যেমন আছে সুখ ও শান্তি, তেমনি আছে দুঃখ ও অশান্তি। নিজ নিজ আমল অনুযায়ী কবর জগতের জীবন অতিবাহিত করতে হবে। যারাই পার্থিব এ জগৎ হতে বিদায় নেয়, তারাই প্রথমে স্থান পায় কবর জগতে। মোটকথা প্রত্যেক আগমনকারীকেই এখানে থেকে বিদায় নিয়ে প্রত্যাগমন করতে হবে।

মানব এবং জ্বিন জাতির আয়ুষ্কাল যেমন নির্ধারিত, তেমনিভাবে এ পার্থিব জগত আলামের আয়ূও রয়েছে নির্ধারিত। এ জগতের আয়ু যখন শেষ হয়ে যাবে তখন হঠাৎ সামগ্রিকভাবে এর মৃত্যু ঘটবে। এককভাবে মানুষের প্রত্যাগমনকে মৃত্যু নামে অভিহিত করা হয়, আর সৃষ্টিকুল ও পুরো জগৎ শেষ হওয়াকে কোরআনের পরিভাষায় কেয়ামত বলা হয় জীবন-মৃত্যুর তত্ত্ব রহস্য বর্ণনায় কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

* اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

"যিনি এ জন্যই জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদেরকে পরখ করা যায় যে, তোমাদের মধ্যে কারা ভাল ও উত্তম আমল করে।" —সূরা মূলক।

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কারা ভাল আর কারা মন্দ কাজ করে তা বিচার বিশ্লেষণ করার জন্যই রব্বুল আ'লামীন জীবন ও মৃত্যুর ধারা প্রচলন করেছেন। প্রথমে এ পার্থিব জীবনে ভাল কাজ করার সুযোগ দিয়ে এবং তার পথ জানিয়ে দিয়ে মানুষকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আর একটি জীবন রাখা হয়েছে, যার কথা নবী রাসূলদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, ওহে মানব মণ্ডলী! তোমাদেরকে অবশ্যই মৃতবরণ করতে হবে এবং মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হবে। জীবিত হওয়ার পর মহান সৃষ্টিকর্তা আসল মালিকের কাছে জীবনের হিসাব নিকাশ দিতে হবে। আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মজীদে মানব সৃষ্টি এবং সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করার পর বলেন ঃ

* ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ

"অনন্তর এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। তারপর কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। —সূরা মু'মিন।

অর্থাৎ এ জীবনই আসল জীবন নয়। জাগ্রত সচেতন, হাসি-খুশী ও বাকশক্তি সম্পন্ন এবং দৃষ্টিমান ও মরণশীল যে প্রাণ তোমাদেরকে দান করা হয়েছে, সে জীবন চিরস্থায়ী জীবন নয়। মৃত্যুর ঘাঁটি অতিক্রম করে আর একটি জীবনে তোমাদের পদার্পণ করতে হবেই। আর নিজের প্রিয় প্রাণ সহ জীবন দাতার দরবারে দাড়িয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ আমলের পুরাপুরি প্রতিদান দেয়ার বাস্তব দৃশ্য তোমাদের অবলোকন করতে হবে।

আমাদের প্রতিদান লাভ অবশ্যম্ভাবী, এ ব্যাপারে সমস্ত সুধীমণ্ডলী ঐকমত্য পোষণ করেন। প্রচলিত কথায় যেমন বলা হয় যেমন কর্ম তেমন ফল, তেমনি দুনিয়ায় মানুষ যে কাজ করে তার প্রতিদানও পরকালে দেওয়া হবে। কোরআন মজীদে কেয়ামতের দিনকে ইয়াওমুদ্দীন (প্রতিদান লাভের দিন), ইয়াওমুল ফসল (মীমাংসার দিন) এবং ইয়াওমুল হিসাব (হিসাব নিকাশের দিন) বলা হয়েছে। এদিন আত্মীয়-স্বজন কোন উপকারে আসবে না, সেদিন শক্তি প্রয়োগের কোন অবকাশ থাকবে না, সেদিন মানুষ হবে সহায় সম্বলহীন। প্রত্যেকের সম্মুখে তাদের নিজ নিজ আমল পেশ করা হবে। ভাল মন্দ সবই তারা অবলোকন করবে। সূরা যিলযালে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"কেয়ামতের দিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে যাতে তারা তাদের আমল দেখতে পায়। সুতরাং যে ব্যক্তি অনু পরিমাণও পুণ্যময় কাজ করবে, তাকে তা দেখান হবে। আর যে ব্যক্তি অনু পরিমাণে খারাপ কাজ করবে, তাকেও তা দেখান হবে। —সূরা যিলযাল।

কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে নিজে একাকীই উপস্থিত হবে। কেউই সেদিন কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا *

"আল্লাহ তাআ'লার কাছে তাদের সংখ্যা গণনা করে রাখা হয়েছে, কেয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকেই তাঁর সম্মুখে একাকী উপস্থিত হবে।"

—সূরা মরিয়ম– ৬ রুকু।

মানুষ এ জগতে যা কিছু করে, তার অধিকাংশই সে দুনিয়ায় থাকতেই ভুলে যায়, তারপর পরকালে তা কিভাবে স্মরণ রাখবে? কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা তার সমস্ত আমল সম্পর্কে তাকে অবহিত করবেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ *

"যেদিন আল্লাহ তাআ'লা তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, সেদিন তিনি তাদের পার্থিব ক্রিয়াকর্মগুলো তাদেরকে অবহিত করবেন। আল্লাহ তাআ'লা তা সবই সংরক্ষণ করে রেখেছেন, কিন্তু তারা তা ভুলে গেছে।"

—সূরা মুজাদিলা – ১ম রুকু।



এখন প্রশ্ন হল, ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিদান দেয়ার ব্যবস্থা কেয়ামতের দিন করলেন কেন? মৃত্যুর পরে সাথে সাথেই কবরে কেন চূড়ান্ত মীমাংসার ব্যবস্থা করলেন না? এর জবাবে বলা যায়, আল্লাহ তাআ'লা হচ্ছেন মহা কৌশলী ও মহা জ্ঞানী। তাঁর প্রজ্ঞা ও ভবিষ্যৎদর্শিতার ইচ্ছা হচ্ছে, চূড়ান্ত ফয়সালা ও প্রতিদানের জন্য কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা। আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞানে এ বিষয়ে অনেক উপযোগিতা ও কল্যাণকারিতা নিহিত। আমরা ভাসমান দৃষ্টি ও সীমিত জ্ঞানে যা কিছু বুঝি তা হচ্ছে– এজগতে মানুষের সাথেই মানুষের সম্পর্ক বিদ্যমান। এ ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টজীবের সাথেও রয়েছে তার সম্পর্ক। আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে মানুষকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সাথে সদাচার ও উত্তম সম্পর্ক রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কারো জান ও মালের প্রতি যেন কোন জুলুম-অত্যাচার না করা হয়। এক সৃষ্টিকুলের প্রতি অন্য সৃষ্টিকুলের যে হক ও অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কেও শরীয়ত সকলকে অবহিত করেছে। মানুষের দায়িত্বে শুধুমাত্র অন্য মানুষের হক ও অধিকারই থাকে না বরং তার দায়িত্বে আল্লাহ তাআ'লারও অনেক হক ও অধিকার রয়েছে। সে হক ও অধিকারের বিশদ বিবরণ শরীয়তে বিদ্যমান। এ কথার পাশাপাশি আমাদেরকে এও বুঝতে হবে যে, নেক ও বদ আমল উভয়ই দু'শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথমতঃ মানুষ যেসব কাজ করে, তা করার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায় এবং তা করার পর মানুষ পুরস্কার বা শাস্তির উপযুক্ত হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, করার পর পরই তা শেষ হয়ে যায় না, বরং তার ফল বা ক্রিয়া অনবরত চলতে থাকে। আর এ আমলের কারণে তার কর্তাও অনবরত পুরস্কার বা শাস্তি লাভের পাত্রে পরিণত হয়। যেমন কেউ বক্তৃতা বা লেখা দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের প্রচার করল। আর এ প্রচারের ফলে দুনিয়ায় পুণ্যময় কাজ ও পরিবেশ সৃষ্টি হল। অথবা কেউ পানির কূপ খনন করল অথবা সরাইখানা নির্মাণ করল, অথবা অন্য কোন কাজ করল, যার সওয়াব বহুদিন জারি থাকে। সুতরাং এসব কাজের পুণ্য চলমান থাকা অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয়, তারপরও তার পুণ্য চলমান থাকবে। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে যদি কেউ খারাপ কাজ করে, অথবা কাউকে গুনাহের পথ বাতলে দেয়, অথবা এমন কোন পুস্তক প্রণয়ন করে যা মানুষকে গুনাহের কাজে উৎসাহিত করে। অথবা এমন কোন কাজ করে যার কারণে সর্বদা গুনাহ চলমান থাকে, তাহলে সর্বাবস্থায়ই তার আমলনামায় গুনাহ লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। এ ব্যক্তির মৃত্যু হলে পরও এর আমলনামায় গুনাহের পরিমাণ বাড়তে থাকবে এবং সে সর্বাধিক শাস্তির পাত্রে পরিণত হবে।

এর দ্বারা এটাই সুস্পষ্ট হল যে, জীবিত থাকাকালে যেমন মানুষের আমল তার আমলনামায় সর্বদা লেখা হতে থাকে, অনুরূপভাবে মৃত্যুর পরও ভাল হোক কি মন্দ হোক, তা তার আমলনামায় সংযোজিত হতে থাকে।

এখন বুঝা গেল, কবরের জীবনও একটি কর্মময় জীবন, যেসব আমলের কারণে পরকালে সে পুরস্কার বা শাস্তি পাবে, তা এখনও তার আমলনামায় জারি রয়েছে সুতরাং তার আমলনামায় লিখিত হয়ে চলেছে এমন আমলের পুরো প্রতিদান কিভাবে দেয়া যেতে পারে এবং চুড়ান্ত ফয়সালাও বা কিভাবে হতে পারে? এ ছাড়া মানুষের হক সম্পর্কীয় বিষয়েরও চুড়ান্ত ফয়সালা হওয়া প্রয়োজন। এ কারণেই কেয়ামতকে চুড়ান্ত ফয়সালার দিন ধার্য করা হয়েছে। কেননা কবরের জীবনে সমস্ত হকদার ও পাওনাদার উপস্থিত থাকবে না। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর সময়টি ভিন্ন ভিন্ন ও পৃথক। কবর জগতে আজ সে ব্যক্তির আগমন হয়েছে যে অন্য লোকের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করেছে, সে মজলুম ব্যক্তি এখনো জীবিত। সে হয়ত দশ বছর পর কবর জগতে গমন করবে। অথবা সে আরো যাদের প্রতি জুলুম করেছে, তারা হয়ত বিশ বছর পর পৌছবে। সুতরাং সুবিচারের দাবী হচ্ছে, ঘটনার বাদী ও বিবাদী উভয়ের ফয়সালা কালে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত থাকা। তা হলেই সুবিচার করা সম্ভব হয়। কেননা এটা না হলে কোন বা পক্ষের অনুপস্থিতিতে বিচার করা হলে অন্য পক্ষ তখন অভিযোগ করার সুযোগ পায়। আর উভয়ের উপস্থিতিতে বিচার কাজ সম্পন্ন করা হলে তখন কোন পক্ষই অবিচার বা তার হক ও পাওনা পুরাপুরি না দেয়ার অভিযোগ করতে পারে না। আর বিবাদীর একথাও বলার সুযোগ থাকে না যে, আমি উপস্থিত থাকলে হয়ত বাদী আমাকে ক্ষমা করতেন। মোটকথা বিভিন্ন উপযোগিতা ও কল্যাণকারিতার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআ'লা আমলের প্রতিদান দেয়ার জন্য কেয়ামতের দিনকে ধার্য করেছেন। এটা মানবকল্যানেরই দাবী। সুতরাং মানবকল্যাণ ও উপযোগিতার দাবী হল– প্রতিদান দেয়া ও ফয়সালার জন্য এমন এক নিদক্ষণ ধার্য হওয়া, যেদিন সকলে উপস্থিত থাকে। আর সেদিন সর্বপ্রকার আমল, তা নিজে করুক অথবা কোন বান্দার মাধ্যমে তার আমলনামায় যোগ হোক, লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হয়। আর এরূপ হলেই সকলের সম্মুখে ফয়সালা হতে পারে এবং সমস্ত আমলের প্রতিদানও পুরোপুরি দেয়া যায়। আর এ দিনক্ষণ তারিখকেই কেয়ামত বলা হয়। কেয়ামতের দিন এ পার্থিব জগৎ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে, সর্বপ্রকার আমল ও আমলের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটবে। আগের পরের সকল মানুষকে জীবিত করে উপস্থিত করা হবে। সেদিনই হবে চুড়ান্ত ফয়সালা এবং সেদিন সকলে নিজ নিজ আমলের প্রতিদান প্রাপ্ত হবে।

এখন আমাদের মনে যে প্রশ্নটি থেকে যায়, তা হচ্ছে– এ পার্থিব জগতেই কেন ফয়সালা হচ্ছে না এবং প্রতিদানও কেন দেয়া হচ্ছে না? এর জবাবে প্রথম কথা হচ্ছে, এ পার্থিব জগত হচ্ছে আমলের স্থান, এখানে মানুষকে পরীক্ষার জন্য আনা হয়। আমল করার স্থানেই যদি আমলের প্রতিদান দেয়া হয়, তাহলে ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্য জগত ও বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। আর পরীক্ষার উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়। এ দুনিয়ায় মানুষের আমল সর্বদাই



চলমান থাকে। পুণ্যময় বহু আমল দ্বারা অনেক সগিরা গুনাহ ক্ষমা হয়। আর এখানে গুনাহ হতে তাওবা করারও অবকাশ থাকে। এ কারণেই এ জীবনের পর পরকালের জীবনে ফয়সালা হওয়া এবং আমলের প্রতিদান দেয়াই যুক্তিযুক্ত। কেয়ামতের দিন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সকলের ফয়সালাও শেষ হয়ে যাবে। তখন প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ পরিণতি অনুযায়ী হয় জাহান্নামে, অথবা জান্নাতে গিয়ে উপনীত হবে। যেসব মুমিন গুনাহগার লোক বদ আমলের কারণে জাহান্নামে যাবে, পরবর্তীতে তাদেরকে আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় জাহান্নাম হতে বের করে ঈমানের কল্যাণে জান্নাতে প্রবেশ করান হবে। কিন্তু কাউকেই জান্নাত হতে বের করে অন্য কোথাও পাঠান হবে না। কেয়ামতের ফয়সালার পর জান্নাত লাভের ফয়সালাই হচ্ছে মানব জীবনের আসল সাফল্য। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

"প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদণ করবে। আর তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নামের আগুন হতে নিরাপদ রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করান হবে, সে-ই হবে সফলকাম। এ পার্থিব জীবন প্রতারণাময় সম্পদ ছাড়া আর কিছু নয়।"

—সূরা আলে ইমরান– ১৯ রুকু।

মানুষের আমলের ফয়সালা কেয়ামতের দিন হওয়া এবং জান্নাত বা জাহান্নাম অর্জনের আকারে তা লাভ করার বিশদ বিরণ কোরআন ও হাদীসের পাতায় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মুসলমান ছাড়া অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত্যুর পর আমলের প্রতিদান লাভের বিষয়ে কিছু কিছু অনুমান ও ধারণা বিদ্যমান। কিন্তু তাদের এ অনুমান ও ধারণা ভিত্তিহীন। এর মূলে সঠিক কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। এর কারণ হল, তারা এসব ধারণাসমূহকে নিজদের অলীক চিন্তা দ্বারা স্থির করে, যা আল্লাহ তাআ'লার রাসুলগণের শিক্ষা এবং তাদের বর্ণনাকৃত আকিদা-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন কোন কোন জাতির মধ্যে পুনর্জন্মবাদের চিন্তাধারা ও আকিদা বিশ্বাস প্রচলিত, যা সম্পূর্ণরূপে মানুষের মনগড়া বিষয়। তাদের ধারণা হচ্ছে, মৃত্যুর পর মানবাত্মা অন্য মানুষ বা প্রাণীর অবয়বে স্থান নিয়ে দুনিয়াতে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। আর এটা সর্বাদাই হয়ে থাকে। তাদের ভাষায় একেই পুর্নজন্মবাদ বলা হয়। তারা এ আকিদা বিশ্বাসকে আল্লাহর রাসূলদের নিদের্শিত কথা মেনে নিয়ে রচনা করেছে তা নয়। বরং এ আকিদা বিশ্বাস রচনা করার কারণ হচ্ছে, তারা এ পার্থিব জগতে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর দেখতে পাচ্ছে। কেউ শাসক, কেউ শাসিত, কেউ ধনশালী, কেউ গরীব, কেউ মনিব, কেউ ভৃত্য। এমনিভাবে মানুষের মধ্যে অনেক ব্যবধান বিদ্যমান। এহেন শ্রেণী বিভিন্নতা ও উচু-নীচু হওয়ার কি কারণ? এ বিভিন্নতার মূল দর্শনটি তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা যদি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জারিকৃত জীবন বিধান তথা শরীয়তকে জানত, বুঝত, তাহলে এহেন শ্রেণী

বিভিন্নতার অনেক কারণ তাদের কাছে ধরা পড়ত। তাই তারা অপারগ হয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে এ মনগড়া আকিদা রচনা করেছে যে, পূর্ব জন্মে যাদের প্রতি করুণা করা হয়েছে, তারই পরিণত ফল হচ্ছে এ ভাল ও মন্দ অবস্থা।

এসব গণ্ডমুর্খদের এ মনগড়া আকিদা বিভিন্ন দিক দিয়ে ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। এ আকিদা বিশ্বাসকে কিছু সময়ের জন্য সমর্থন করলেই একজন সাধারণ বুঝমান লোকের কাছে এ জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয় যে, আমলের প্রতিদান মূলতঃ তাকেই বলা যায়, যার সম্পর্কে প্রতিদান গ্রহণকারী জ্ঞাত হয় এবং বিশ্বাস করে যে, এ শাস্তি বা দুঃখ-কষ্ট আমি অমুক অমুক আমলের কারনে পাচ্ছি। শাস্তি বা শাস্তি ভোগকারী ব্যক্তি যদি না জানে যে, এটা অমুক আমলের কারণে হয়েছে, তাহলে তাকে প্রতিদান বলা অর্থহীন। দুনিয়াতে যারা বর্তমান আছে, তারা যদি এটা জানতে না পারে যে, এ শাস্তি বা শাস্তি অমুক স্থানের অমুক আমলের কারণে হয়েছে, তাহলে দুনিয়ার সুখ-শান্তি বা দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তিকে পূর্বজন্মের পরিণতির ফল কিভাবে ভাবতে পারে ? ঐ শাস্তি ভোগকারী ব্যক্তি যখনই জ্ঞাত হতে পারবে যে, এ শাস্তি অমুক আমলের কারণে হয়েছে, তখনই সে হবে লজ্জিত ও অবনমিত। সে তখন অনুশোচনা করবে, হায়! আমি যদি এ আমল না করতাম।

মোট কথা আসল সত্য হচ্ছে তা-ই, যা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি যা কিছু বলেছেন সঠিক বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকেই বলেছেন, নিজের মনগড়া কিছু বলেননি। অনুমান, ধারণা ও কল্পনাকে তিনি স্থান দেননি। এসবকে তিনি ভ্রান্ত, অলীক ও অর্থহীন বলেছেন।

এখন আমরা কোরআন মজীদ ও মহানবী (সঃ)-এর হাদীসের আলোকে কেয়ামত বিষয়ে বিশদ আলোচনা করবো। কেয়ামতের এ বিবরণ সত্য ও বাস্তব। এটাকে সত্য মনে করে নিজের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে প্রত্যেকেরই চিন্তা করা উচিত।

কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কেউ তা স্বীকার করুক বা না করুক, মানুক, বা না মানুক, আল্লাহ কেয়ামত অনুষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য, অবশ্যই তা বাস্তবায়িত হবে। কোরআন নাযিলের যমানাতেই কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে অনেক মানুষ অস্বীকার করত। আর বর্তমান যুগেও এ অবিসংবাদিত সত্য অস্বীকার করার অনেক লোকই বর্তমান। কোরআন নাযিলের যমানায় যারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করত; কোরআন মজীদ তার বিভিন্ন পাতায় তার জবাব দিয়েছে। যেমন এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"মানুষ আমাদের জন্য উদাহরণ বর্ণনা করেছে এবং নিজের জন্মবিষয় ভুলে গেছে। সে বলছে, আমাদের হাড় অস্থিমজ্জাসহ মাটিতে বিলীন হওয়ার পর তা আবার কে পুনরুজ্জীবিত করবে? —সূরা ইয়াসীন, ৫ম রুকু।



এ আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা মানুষের অর্থহীন দাম্ভিকতার অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছেন, মানুষ আল্লাহ তাআ'লার অসীম ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে বলছে যে, আমাদের হাড়গুলো মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর পুনরায় তা জীবিত করবে কে? এ কথাগুলো বলার সময় মানুষের নিজের জন্মের ব্যাপারে একটু চিন্তা করা উচিত ছিল। চিন্তা করলে তার মুখ থেকে এমন কথা প্রকাশ পেত না। কিন্তু সে নিজের সৃষ্টি ও জন্মের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। মানুষ তো এক ফোঁটা অপবিত্র পানি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। আর সে সৃষ্টির কর্তা তো আল্লাহ তাআ'লাই। তিনি যখন এক ফোঁটা পানি দ্বারা মানুষকে প্রথম বার সৃষ্টি করতে সমর্থ্য তখন দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করা তার ক্ষমতার কাছে কোন ব্যাপারই নয়। এটুকু চিন্তা করলেই মানুষ তার এ প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেত। তাই আল্লাহ তাআ'লা এ প্রশ্নের উত্তর দানে বলেন ঃ

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ *

"হে নবী! আপনি ওদেরকে বলে দিন, সে মহান সত্তাই তাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন, যিনি তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে পুরোমাত্রায় জ্ঞাত।" —সূরা ইয়াসীন, ৫ম রুকু।

অর্থাৎ যে মহান সত্তা প্রথমবার হাড়গুলোকে অস্তিত্বে রূপ দান করেছেন এবং তাতে প্রাণ দিয়ে একটি জীবন্ত অবয়ব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। তিনি সীমাহীন ক্ষমতাধর সত্তা। তার পক্ষে যেকোন কাজ করাই সহজ। দেহ ও হাড়ের অংশ এবং অস্থিমজ্জা যেখানেই থাক না কেন কিংবা বিলুপ্ত হোক না কেন, তার প্রতিটি অংশ ও অণু সম্পর্কে তিনি পুরাপুরি পরিজ্ঞাত। তিনি যে কোনভাবে সৃষ্টি করতে পুরাপুরি সক্ষম। চিন্তা করার বিষয়, যে মহান সত্তা এক ফোটা বীর্যকে বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত করার পর একটি জীবন্ত অবয়ব গঠন করে তাকে প্রাণবন্ত করে তুললেন, তার পক্ষে মৃত লাশগুলো বা অস্থিমজ্জা ও হাড় মাটির মধ্যে বিলুপ্ত হওয়ার পর পুনরায় জীবিত করা কি অসম্ভব? তিনি কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন না?

প্রথমবার অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে যিনি রূপ দান করেছেন, তার পক্ষে দ্বিতীয়বার পূর্ণ অবয়বে জীবিত করা সহজ হওয়া তো মানব বোধজ্ঞানেরই দাবী। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ *

"আর তিনিই মহান সত্তা যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন। আবার তিনিই তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আর এ পুনরুজ্জীবিতকরণ তার পক্ষে প্রাথমিক সৃষ্টি অপেক্ষা আরো সহজতর কাজ।" —সূরা রুম – ৩য় রুকু।

অর্থাৎ আত্ম উপলব্ধির ব্যাপার, যে মহান সত্তা কোন উদাহরণ, নকশা ও অবয়ব ছাড়াই প্রথমবার সৃষ্টি করলেন, তিনি কেন তাদেরকে দ্বিতীয়বার জীবিত করতে সক্ষম হবেন না? তার পক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয়বার সৃষ্টি দু'ই সমান। সাভাবিক চেতনা অনুভূতির দিক দিয়ে প্রথমবার সৃষ্টি করার তুলনায় দ্বিতীয়বার পুনরায় সৃষ্টি করাই তো সহজ হওয়া উচিত। যিনি প্রথম জীবন্ত অস্তিত দিয়ে প্রাণবস্তু রূপ দান করলেন, মৃত্যুর পর তিনি তাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করতে না পারা তো বিস্ময়ের কথা। তাই আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

"তারা কি লক্ষ্য করে না যে, তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি নভমণ্ডল ও ভুমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে সৃষ্টি করতে তিনি কিছু মাত্রও ক্লান্তি বোধ করেননি, বরং তিনি মৃতদেরকে জীবিত করতে পুরামাত্রায় সক্ষম। প্রত্যেক জিনিসের উপর তিনি ক্ষমতাবান।" —সূরা আহযাব – ৪র্থ রুকু।

অর্থাৎ যিনি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় বড় বড় জিনিসগুলো আপন ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পক্ষে কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করা অসম্ভব ও আর্শ্চাযের ব্যাপার? না, কখনো নয়, নিঃসন্দেহে তিনি তা করতে সক্ষম। আল্লাহ তাআ'লা উপমা পেশ করে বিষয়টি আরো খোলাশা করে বলেন ঃ

"আল্লাহ তাআ'লার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নির্দশন হচ্ছে, আপনি পৃথিবীকে দেখছেন, শুষ্ক হয়ে আছে। অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করি। ফলে তা আন্দোলিত ও উজ্জীবিত হয়। সুতরাং যিনি এ পৃথিবীকে জীবিত করেন, তিনিই মৃতকে জীবিত করে থাকেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।"

—সূরা হামীম সাজদা– ৫ম রুকু।

অর্থাৎ যে মহান ক্ষমতাধর আল্লাহ পৃথিবীর মাটি জীবিত করেন, তিনিই মৃতের দেহে দ্বিতীয়বার প্রাণ দিয়ে জীবত করবেন।

কোন এক সময় জনৈক সাহাবী নবী করীম (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআ'লা দ্বিতীয়বার তার সৃষ্টিকে কিভাবে জীবিত করবেন, বর্তমান সৃষ্টিকুলের মধ্যে কি এমন কোন উদাহরণ পাওয়া যায়? প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বলেন, তোমার কি কখনো এমন হয়নি যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের বন-জঙ্গলে ভ্রমণ করেছ, যখন তা শুকিয়ে মরে গিয়েছে। তারপর তুমি পুনরায় সেখানে ভ্রমণ করতে গিয়ে দেখলে যে, সে বনজঙ্গলের গাছ-পালা, তরুলতা জীবিত হয়ে সুশোভিত হয়ে উঠেছে। সাহাবী (রা) বললেন, হ্যাঁ এমন সব বনজঙ্গলে আমার ভ্রমণ হয়েছে। নবী করীম (সঃ) বললেন, এটাই হচ্ছে আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে মৃতকে দ্বিতীয়বার জীবিত করার নির্দশন। এভাবেই আল্লাহ তাআ'লা মৃতদেরকে দ্বিতীয়বার জীবিত করে থাকেন।

—মেশকাত।



কোরআন মজীদের কিছু কিছু স্থানে কেয়ামত অস্বীকাকারীদের প্রশ্ন উল্লেখ করে, তার জবাব দলিল প্রমাণ দ্বারা দেয়া হয়নি। বরং কেয়ামতে প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার দাবীকে পুণর্ব্যক্ত করেছে। যেমন সূরা আস্‌সাফ্‌ফাতে প্রথমতঃ অস্বীকারকারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারপর জবাবে দাবীকে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ

"যখন আমাদের মৃত্যু হবে এবং আমরা যখন মাটি ও হাড়ে পরিণত হবো, তারপরও কি আমাদের জীবিত করে উঠান হবে ? আমাদের পূর্ব পুরুষ বাপ দাদাগণকেও কি উঠান হবে ? হে নবী আপনি বলুন, হাঁ; তোমাদেরকে উঠান হবে এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত। নিঃসন্দেহে (উত্থিত হবার সময়) একটি প্রচণ্ড শব্দ হবে। আর তখনই তারা তা দেখতে পারবে। তখন তারা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভোগ, এটাই তো কর্মফল দিবস। এ-ই হচ্ছে ফয়সালার দিন, যা তোমরা অস্বীকার করতে।" —সূরা সাফ্‌ফাত, ১৬-২১।

সূরা সাবায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "আর কাফেররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলব যিনি তোমাদেরকে এ সংবাদ দেন যে, তোমরা ফেটে ও পচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পরও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে? সে কি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করছে না? অথবা সে পাগলের প্রবাদ বকছে। (সে কিছুই নয়) বরং যারা পরকালের প্রতি ঈমান আনে না; তারা গভীর বিভ্রান্তি ও বিপদের মধ্যে নিপতিত।"

—সূরা সাবা, ১ম রুকু।

সারকথা হচ্ছে, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ সত্য ও অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ তাআ'লার যখন ইচ্ছে হবে, তখনই শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। একে মিথ্যা বলার মত কাউকে পাওয়া যাবে না। কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়টি আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞানে নির্ধারিত হয়ে আছে। এ ব্যাপারে মানুষের সন্দেহ ও বির্তক করায় আল্লাহ তাআ'লা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তা প্রকাশ করবেন না। আল্লাহ তাআ'লা তাদের প্রশ্ন উল্লেখ করে প্রতুত্তরে বলেছেন ঃ

"তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বল প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে? হে নবী! আপনি বলুন, তোমাদের জন্য একটি দিনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তা একঘন্টা আগে অথবা পরেও হবে না।" —সূরা সাবা, ২য় রুকু।

এ অধম কিয়ামতের নিদর্শন ও আলামত বিষয়ে একখানা পুস্তিকা রচনা করেছে, যা 'নবী করীম (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী নামে পরিচিত। কেয়ামতের আলামত জানার জন্য সে পুস্তিকা অধ্যয়ন করুন।

এখন কেয়ামত যাদের উপর সংঘটিত হবে এবং কেয়ামতের অবস্থার বিবরণ সম্পর্কে লেখব। আল্লাহ তাআ'লাই তাওফিক এনায়েত করে থাকেন।

## যাদের বর্তমানে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামত খারাপ ও দুষ্ট লোকদের বর্তমানে সংঘটিত হবে। তিনি আরো বলেন, তখনও পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতখন পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহ বলার মত কোন লোক বর্তমান থাকবে। তিনি আরো বলেছেন, এমন কোন মানুষের জীবদ্দশায় কেয়ামত হবে না, যে আল্লাহ আল্লাহ বলে। —মুসলিম, মেশকাত।

এক হাদীসে আছে, যেহেতু মুসলমানের বর্তমানে কেয়ামত হবে অনুষ্ঠিত না, সেহেতু কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগে কোন একদিন আল্লাহ তাআ'লা এমন এক বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা মুসলমানদের বগলে লেগে প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণ হানি ঘটবে। তখন দুনিয়ায় শুধু খারাপ ও দুষ্ট লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। যারা (জনসম্মুখে প্রকাশ্যভাবে) নিলর্জ্জভাবে গাঁধার ন্যায় নারীদের সাথে ব্যভিচারি করবে। —তিরমিযী; মেশকাত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দাজ্জালকে হত্যা করার পর হযরত ঈসা (আ) দুনিয়াতে সাত বছর অবস্থান করবেন। এ যুগে দু' ব্যক্তির মধ্যে সামান্য পরিমাণও বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা সিরিয়ার দিক হতে এমন এক শীতল বায়ু প্রেরণ করবেন, যার কারণে সমস্ত মুসলমানের মৃত্যু ঘটবে। তখন ভূপৃষ্ঠে এমন কেউ বর্তমান থাকবে না, যার অন্তরে বিন্দুমাত্র ভাল বা ঈমান অবশিষ্ট আছে। এমনকি কোন মুসলমান যদি ঐ সময় কোন পাহাড়ের বদ্ধ গুহায় গিয়েও আশ্রয় নেয়, তাহলে সেখানেও ঐ শীতল বায়ু প্রবেশ করে তার জান কবজ করবে। এরপর দুনিয়ায় শুধু খারাপ ও দুষ্টলোক (কাফের-বেঈমান) ছাড়া কোন মানুষই থাকবে না। তাদের চরিত্র হবে পশু-পাখীর ন্যায়। অর্থাৎ পাখী ও পশুর ন্যায় তারা অন্যের রক্ত প্রবাহিত করবে। তাদের এ অবস্থা দেখে শয়তান মানব আকৃতি ধারণ করে তাদের কাছে এসে বলবে, আহ! তোমাদের হল কি? বাপ দাদা ও পূর্ব পুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগে তোমাদের কি কিছুমাত্রও লজ্জা হয় না? তারা বলবে তুমিই বল, আমরা কি করব? তখন শয়তান তাদেরকে দেব-দেবী ও মূর্তি পূজা শিক্ষা দেবে এবং তারাও মূর্তি পূজায় আত্মনিমগ্ন হবে। তারা যখন খুব আনন্দ-উল্লাস ও আমোদ-ফুর্তির মধ্যে মহা সুখে জীবন যাপন করবে, তখনই হযরত ইস্রাফীল (আ) শিংগায় ফুঁক দেবেন। সবলোকই শিংগার শব্দ শুনতে পাবে। যারা শুনবে, তারা হয়রান ও অস্থির হয়ে একবার মাথা লুটিয়ে দেবে, আর একবার মাথা উত্তলন করবে।

অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, সর্বাগ্রে যে লোক শিংগার শব্দ শুনবে, সে তখন উটের পানি পান করার হাউজে প্রলেপ দিতে থাকবে। এ লোক শিংগার আওয়াজ শুনে জ্ঞান হারাবে। এরপর অন্যান্য সব লোক বেহুঁশ হবে। এরপর আল্লাহ তাআ'লা শিশিরের ন্যায় গুড়ি গুড়ি বারি বর্ষণ করবেন। এ বৃষ্টির ফলে মানুষ কবরে দেহ সমেত জীবিত হবে।



অতঃপর দ্বিতীয়বার শিংগা ফুঁক দিলে সহসা সব মানুষ দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে। এরপর ঘোষণা করা হবে, ওহে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে চল। আর ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দেয়া হবে– এদেরকে থামাও, এদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তারপর ঘোষণা হবে, এ জনসমুদ্র হতে জাহান্নামীদেরকে পৃথক কর। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করবেন কতজন জাহান্নামী বের করব ? জওয়াব দেয়া হবে, প্রতি হাজার থেকে নয়শত নিরানব্বই জনকে বের কর।

অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, সেদিনটি এমন ভয়ংকর হবে, যার কারণে শিশুরাও বৃদ্ধে পরিণত হবে। এ দিনটি হবে খুবই বিপদ সংকুল দিন।

উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা জানা যায়, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় এ দুনিয়াতে কোন মুসলমান জিবিত থাকবে না। এ ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে আল্লাহ তাআ'লা সেসব লোককেই নিরাপদ রাখবেন, যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমানও ঈমান অবশিষ্ট থাকবে।

## কেয়ামতের দিন খন কাউকেউ জানান হয়নি

কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে, তা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই জানেন। তিনি ছাড়া কোন প্রাণীই তা অবগত নয়। কোরআন মজীদে শুধু বলা হয়েছে যে, কেয়ামত হঠাৎ সংঘটিত হবে। কিন্তু তার নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কে অবগত করান হয়নি। কোন এক সময় হযরত জিবরীল (আ) মানবরূপে আগমন করে সমবেত লোকজনের সম্মখে নবী করীম (সঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে ? প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, এ ব্যাপারে যার কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নকর্তার তুলনায় বেশী কিছু অবগত নয়। অর্থাৎ এ ব্যাপারে আমি এবং তুমি উভয়ই সমান। তা সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে আমার যেমন কোন ধারণা নেই, তেমনি তোমারও নেই।

একবার লোকেরা যখন নবী করীম (সঃ)-এর নিকট কেয়ামত কখন হবে জিজ্ঞেস করলো, তখন আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে আদেশ এল ঃ

"আপনি ঘোষণা করে দিন, এ বিষয়ে একমাত্র আমার প্রতিপালকই জানেন। তার সময় আল্লাহ তাআ'লা ছাড়া কেউ প্রকাশ করতে পারবে না। তখন আকাশ ও পৃথিবীতে বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে। তা তোমাদের কাছে হঠাৎ উপস্থিত হবে। তারা কেয়ামত সম্পর্কে এমনভাবে জিজ্ঞেস করছে, মনে হয় যেন আপনি সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করেছেন। আপনি বলুন, কেয়ামত হওয়ার সময় সম্পর্কে একমাত্রা আল্লাহ তাআ'লাই জ্ঞাত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" —সূরা আরাফ ২৩ রুকু।

## কেয়ামত হঠাৎ অনুষ্ঠিত হবে

কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ "বরং কেয়ামত তাদের কাছে হঠাৎ উপস্থিত হবে এবং তাদেরকে জ্ঞানহারা করবে। তখন তা প্রতিহত করার ক্ষমতা তাদের থাকবে না। এবং তাদেরকে (ঈমান আনার জন্য) কোন অবকাশও দেয়া হবে না।" —সূরা আম্বিয়া–৩য় রুকু।

এ আয়াত এবং এর পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কেয়ামত হবে হঠাৎ। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামত এমন অবস্থায় সংঘটিত হবে যে, তখন মানুষ ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য কাপড় খুলে দেখাশুনা করতে থাকবে। তখনো তা ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারটি চুড়ান্ত করে কাপড় ভাঁজ করতে পারেনি। ইতিমধ্যে হঠাৎ কেয়ামত সংঘটিত হবে। অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, কেয়ামত অবশ্যই এমন অবস্থায় হবে যে, এক লোক তার উটের দুধ দোহন করে ফিরতে থাকবে, কিন্তু এখনও তা পান করেনি। কেয়ামত এমন অবস্থায় অনুষ্ঠিত হবে যে, মানুষ তার হাউজ মেরামত করতে থাকবে, কিন্তু এখনো পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারেনি। এমন অবস্থায় হঠাৎ কেয়ামত সংঘটিত হবে যে, মানুষ আহারের জন্য গ্রাস তুলবে কিন্তু তখনও তা মুখে নিতে পারেনি। —বোখারী মুসলিম, মেশকাত।

অর্থাৎ বর্তমান যুগে মানুষ কাজ-কারবারে খুবই ব্যস্ত থাকে। এমনিভাবে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিনেও মানুষ দৈনন্দিন কাজ-কারবারের মধ্যে খুব ব্যস্ত থাকবে, তখন হঠাৎ কেয়ামত সংঘটিত হবে।

যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিনটি হবে শুক্রবার। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমআ'র দিন। এ দিনেই হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ দিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করান হয়েছে, এ দিনেই তাকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। আর এ জুমআ'র দিনই কেয়ামত সংঘটিত হবে। —মুসলিম, মেশকাত।

আর এক হাদীসে আছে; রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, জুমআ'র দিনই কেয়ামত সংঘটিত হবে। আল্লাহ তাআ'লার নিকটবর্তী প্রত্যেক ফেরেশতা এবং নভমণ্ডল ভূমণ্ডল, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র এরা সবই জুমআ'র দিনকে ভয় করে। কারণ তারা মনে করে, হয়ত আজই কেয়ামত হয় নাকি। —ইবনে মাজাহ।

## কেয়ামতের দিন যা হবে

### শিংগা ও শিংগায় ফুঁক

হযরত ইস্রাফীল (আ)-এর শিংগায় ফুঁকের দ্বারা কেয়ামতের সূচনা হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সূর হচ্ছে একটি শিংগা, যাতে ফুঁক দেয়া হবে। —তিরমিযী।



নবী করীম (সঃ) আরও বলেছেন, শিংগায় ফুঁক দানকারী ফেরেশতা যখন শিংগায় ফুঁক দেয়ার জন্য তা মুখে নিয়ে অপেক্ষমাণ, তখন আমি মৃত্যুর পর কিভাবে জীবন অতিবাহিত করব? ফেরেশতা তো শিংগায় মুখ লাগিয়ে এবং কান পেতে ও মাথা অবনত করে অপেক্ষায় রয়েছে যে, কখন ফুঁকের নির্দেশ দেয়া হয়? —তিরমিযী, মেশকাত।

কোরআন মজীদে শিংগাকে নাকুর নামে অভিহিত করে বলা হয়েছে ঃ

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ *

"অতএব যখন নাকুরে (শিংগায়) ফুঁক দেয়া হবে, তখন সেদিনটি হবে কাফেরদের জন্য খুবই কঠিন। সেদিনটি তাদের জন্য কিছু মাত্রও সহজ ও আরামপ্রদ হবে না।" —সূরা মুদ্দাসসির– ১ম রুকু।

কোরআন মজীদের অন্য এক সূরায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যত প্রাণী রয়েছে তারা সবাই অচেতন হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ যাকে চান (সে হবে না)। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে, সমস্ত মানুষ হঠাৎ উঠে দাঁড়াবে এবং দেখতে থাকবে।" —সূরা যুমার –৭ম রুকু।

কোরআন মজীদ ও হাদীসে দু'বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ যাকে চান সে বেহুঁশ হবে না। তারপর জীবিত সবার মৃত্যু হবে। আর পূর্বে যারা মারা গেছে, তাদের আত্মা অচেতন হয়ে পড়বে। এরপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে মৃতদের দেহে প্রাণের সঞ্চার হবে এবং যারা বেহুঁশ ছিল তাদের বেহুঁশী দূর হয়ে চেতনা ফিরে আসবে। —বয়ানুল কোরআন।

এ সময় সমস্ত মানুষ বিস্ময়কর ও অলৌকিক অবস্থা দেখে কিংকর্তব্য বিমূর হয়ে তাকিয়ে থাকবে। আর আল্লাহ তাআ'লার দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য খুব দ্রুত চলতে থাকবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

"আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন সহসা তারা কবর হতে উঠে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে দ্রুত পথ চলতে থাকবে। তখন তারা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠাল? প্রত্যুত্তরে বলা হবে, যা কিছু ঘটেছে তা পরম দয়ালু সত্তার প্রতিশ্রুতি, আর নবী-রাসূলগণ সত্য সংবাদই দিয়েছিলেন। অতঃপর হঠাৎ এক ভয়ংকার আওয়াজ হবে, এমনি সময়ে তাদের সকলকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।" —সূরা ইয়াসীন, ৪র্থ রুকু।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথম এবং দ্বিতীয়বারের ফুঁকের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যাপারে চল্লিশ সংখ্যার কথা বলেছেন। সমবেতগণ আবু

হোরায়রা (র)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ দ্বারা কি চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছুর বুঝান হয়েছে? প্রত্যুত্তরে হযরত আবু হোরায়রা (রা) নিজের অজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে বলেন, আমি জানি না (স্মরণ নেই) যে, নবী করীম (সঃ) চল্লিশ দিন বলেছেন, না চল্লিশ মাস অথবা চল্লিশ বছর বলেছেন ?

দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার পর আল্লাহ তাআ'লা আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করবেন। যার ফলে মানুষ কবর থেকে অনুরূপভাবে উত্থিত হবে যেমন মাটি হতে শাক-সবজী গজিয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, মানব দেহের প্রতিটি অংশও যদি বিগলিত হয়ে মাটির সাথে মিশে যায়, কিন্তু একটি হাড়ও অবশিষ্ট থাকে, তবে কেয়ামতের দিন এ হাড়কে ভিত্তি করেই মানব দেহ গঠিত হবে। সে হাড়টি হচ্ছে মেরুদণ্ডের হাড়। —বোখারী, মুসলিম।

কোরআন মজীদের সূরা যুমারের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, শিংগায় ফুঁক দেয়ার কারণে সমস্ত প্রাণী বেহুশ হয়ে পড়বে, কিন্তু যাকে আল্লাহ চান সে হবে না। এ প্রসঙ্গে তাফসীরকারকদের কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়।

কেউ বলেছেন শহীদগণের বেহুঁশ না হওয়ার কথা বুঝান হয়েছেন। কেউ বলেছেন, হযরত জিবরাঈল, মিকাঈল ইস্রাফীল ও আজরাঈল (আ)-এর বেহুশ না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ আরশবাহী ফেরেশতাগণকে এর অন্তভূর্ক্ত করেছেন।

কুরআন মজীদের لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ* "আজ কার রাজত্ব? আজ রাজত্ব তো একক ও পরাক্রমশালী আল্লাহর।"

আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মুয়ালেমুত তানযীল গ্রন্থকার লেখেছেন, সমস্ত প্রাণী ধ্বংস হওয়ার পর যখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, আজ রাজত্ব কার? তখন এর উত্তরে দেয়ার কেউ-ই থাকবে না। তখন আল্লাহ তাআ'লা নিজেই উত্তর দেবেন যে, আজকের রাজত্ব হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর, যিনি একক ও পরাক্রমশালী। অর্থাৎ আজ একমাত্র সে মহান আল্লাহ তাআ'লারই রাজত্ব ও শাসন বিদ্যমান। যার সম্মুখে সমস্ত শক্তি আজ পরাভূত, পার্থিব সমস্ত রাজত্ব ও সাম্রাজ্য তখন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তাদের সাথে আমিও হুশহারা হব। অনন্তর সর্বাগ্রে আমারই বেহুঁশী দূর হবে। তখন হঠাৎ আমি দেখতে পাব যে, হযরত মুসা (আ) আল্লাহ তাআ'লার আরশ ধরে এক পাশে দাড়িয়ে আছেন। আমি জানি না তিনি কি বেহুঁশ হয়ে আমার পূর্বেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন, না আদৌ জ্ঞান হারাননি। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন, اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ যাদের বেলায় আল্লাহ চান, তারা বেহুঁশ হবে না।" —বোখারী, মুসলিম।



## সৃষ্টিকূল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হওয়া

হযরত ইস্রাফীল (আ)-এর শিংগা ফুঁকের কারণে শুধু জীবিতগণই প্রাণ হারাবে না বরং সৃষ্টিকুলের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে তা ধ্বংসে পরিণত হবে। আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হবে, তারকারাজি খসে এবং আলোহীন হয়ে পড়বে। আর চন্দ্র সুর্যের আলোও বিলুপ্ত হবে। সমস্ত পৃথিবী সমতল ভূমিতে পরিণত হবে এবং পাহাড়গুলো নিজ নিজ স্থান হতে উড়ে গিয়ে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে। কোরআন ও হাদীসের নিম্নলিখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা এটাই প্রতিভাত হয়।

## কেয়ামতের দিন পাহাড় পর্বতের অবস্থা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ "মহা প্রলয়! মহা প্রলয় কি ? হে নবী! মহা প্রলয় কি তা আপনি জানেন কি? সেদিন সকল মানুষ দিশেহারা হয়ে পাগলের ন্যায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াবে। আর পাহাড়সমূহের অবস্থা হবে ধুর্নিত পশমের ন্যায়।

—সূরা আল কারিয়াহ।

উপরোক্ত আয়াতে আল কারিয়া (খট খট আওয়াজ করা) দ্বারা মহা প্রলয় বা কেয়ামতের কথা বুঝান হয়েছে। কারিয়া নামটি এজন্য রাখা হয়েছে যে, সেদিন ভয়-ভীতি এবং কঠিন আওয়াজে কান ঝনঝন করবে। সেদিন মানুষ দিশেহারা হয়ে কীটপতঙ্গের ন্যায় ছুটোছুটি করবে এবং অস্থির অবস্থায় হাশর ময়দানে জমায়েত হওয়ার জন্য স্বজোরে চলতে থাকবে। তারা এমন বিশৃঙ্খল অবস্থায় চলবে, যেমন কীট পতঙ্গ ছুটাছুটি করে আগুনের আলোয় এসে পড়ে। আর পাহাড়গুলোর অবস্থা এমন হবে যে, তা যেন ধুনা পশম ও তুলা। সেগুলো ধুনার পর যেমন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, অনুরূপভাবে পাহাড়গুলোও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়তে থাকবে।

সূরা মুরসিলাতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন- وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ * "আর পাহাড়গুলো যখন উড়তে থাকবে।"

সূরা নাবায় বলেন وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا* "আর পাহাড়গুলোকে পরিচালিত করা হবে এবং সে গুলো পরিণত হবে উজ্জল বালুকায়।"

সূরা নামলে বলেন ঃ "আর আপনি পাহাড়গুলো দেখছেন এবং মনে করছেন যে, এগুলো অটল ও স্থীর হয়ে হয়ে আছে, অথচ (কেয়ামতের দিন) সেগুলো মেঘমালার ন্যায় উড়তে থাকবে। এ কাজটি করবেন সে মহান আল্লাহ তাআ'লা, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সুদৃঢ় করে রেখেছেন।" —সূরা নামল, ৭ম রুকু।

অর্থাৎ হে নবী! আপনি বিরাট বিরাট পাহাড় ও পর্বতমালাকে দেখে ভাবছেন যে, এগুলো অটল অনড় ও চির স্থীর, কখনোই স্থানচ্যুত হবে না। কিন্তু এমন

একদিন আসবে, যেদিন এসব পাহাড় পূর্বত আল্লাহ তাআ'লার ধ্বংসলীলায় ধুনো পশম বা তুলার ন্যায় চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে উড়তে থাকবে। উড়তে থাকবে আকাশে উড়ন্ত মেঘমালার ন্যায়। মহান আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক জিনিস যথোপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি পাহাড় পর্বতমালাকে এমন ভারী ও স্থীর করে সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে পৃথিবী হেলতে দুলতে পারছে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ *

"আর তিনি পৃথিবীতে পাহাড়গুলো এজন্য বানিয়েছে, যাতে পৃর্থিবী তা নিয়ে হেলতে দুলতে না পারে।" অতঃপর এ পাহাড়গুলোকে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআ'লা কেয়ামতের দিন চূর্ণ বিচুর্ণ করে বাতাসের সাথে খণ্ড খণ্ড মেঘমালার ন্যায় উড়াবেন। এ হবে সে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার ক্রিয়া কৌশল, যার কোন কাজই হেকমত বা প্রজ্ঞা শূন্য নয়। সূরা ওয়াকিয়ায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا *

"আর পাহাড় পর্বতগুলো চুর্ণ-বিচুর্ণ হবে, অতঃপর তা পরিণত হবে উড়ান্ত ধুলো-বালির ন্যায়।"

## আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থা

কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের দিন আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হবে, তার বর্ণনায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "হে নবী! লোকেরা আপনার কাছে পাহাড় পর্বতমালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি তাদেরক বলুন, কেয়ামতরে দিন আমার প্রতিপালক এগুলোকে সমুলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীকে পরিণত করবেন সমতল ময়দানে। যাতে আপনি কোন বক্রতা ও উচ্চতা দেখতে পাবেন না। —সূরা তাহা ১০৫-১০৭।

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন মহাপ্রলয়ের কারণে পাহাড়-পর্বতগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেয়া হবে। আর সমগ্র পৃথিবীকে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হবে। কোথাও কোন অসমতল ভূমি থাকবে না, থাকবে না পাহাড় পর্বত, টিলা, উচ্চ ভূমি, মালভূমি ইত্যাদি। সূরা ইবরাহীমে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"সেদিন এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীর দ্বারা পরিবর্তন করা হবে এবং আকাশকেও পরিবর্তন করা হবে। আর মানুষ দণ্ডায়মান হবে একক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআ'লার সম্মুখে।" —সূরা ইবরাহীম- ৭ম রুকু।

এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, বর্তমান আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবর্তন করা হবে। তা বর্তমান অবয়ব ও রূপাকৃতিতে বহাল থাকবে না।



এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবর্তন করা হলে সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, মানুষ তখন পুলসেরাতের উপর থাকবে। —মুসলিম, মেশকাত।

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, এ আয়াতেকারীমায় আকাশ ও পৃথিবী পরিবর্তন হওয়ার যে কথা উল্লেখ রয়েছে, তা হিসাব নিকাশ হওয়ার পর তখনই হবে, যখন মানুষ জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশের জন্য পুলসেরাতে গিয়ে উপনীত হবে।

উপরোল্লিখিত আয়াতে যে, পৃথিবীকে সমতল ময়দানে পরিণত করার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে হিসাব নিকাশ শুরু হওয়ার পূর্বের অবস্থা। হযরত সাহল ইবনে সাআ'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন মানুষ এমন ভূমিতে সমবেত হবে, যার বর্ণ হবে সাদা ও মেটে রং বিশিষ্ট। এ সময় ভূমি ময়দার রুটির ন্যায় হয়ে যাবে। তাতে কোন নির্দশন বা চিহ্ন থাকবে না।

—বোখারী, মুসলিম।

কেয়ামত সংঘটন কালে আকাশে এ পরিবর্তন সূচিত হবে যে, তার তারকারাজি খসে পড়বে এবং আলোহীন হয়ে যাবে। আর চন্দ্র-সূর্যের আলোও নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে। আকাশ ফেটে তাতে দরজা সৃষ্টি হবে। যেমন সূরা নাবায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا *

"যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন তোমরা দলে দলে হাশর ময়দানে আল্লাহর দরবারে আসতে থাকবে। আর আকাশমণ্ডলী খুলে দেয়া হবে, তাতে থাকবে অনেক দরজা।" —সূরা নাবা - ১ম রুকু।

অর্থাৎ, সেদিন আকাশে ফাটল সৃষ্টি হয়ে এমন হবে যে, মনে হবে যেন অনেক দরজা সৃষ্টি হয়েছে। সূরা মুরসিলাতে বলা হয়েছে وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ "আর যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।" সূরা ফুরকানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا *

"যেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাগণকে অবতরণ করান হবে।" —সূরা ফুরকান - ৩য় রুকু।

সূরা হাক্কায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "অতএব যখন শিংগায় একটি মাত্র ফুঁক দেয়া হবে, তখন পৃথিবী ও পাহাড় উৎক্ষিপ্ত হবে এবং এক ধাক্কায় উভয়কে

চুর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে, সেদিন ঘটবে মহাপ্রলয়'। আর আকাশ বিদীর্ণ হয়ে সেদিন তা বিযুক্ত হয়ে পড়বে। ফেরেশতাগণ আকাশের কিনারায় অবস্থান করবে। আর আপনার প্রতিপালকের আরশ সেদিন আটজন ফেরেশতা বহন করবে।"

—সূরা হাক্কাহ – ১ম রুকু।

আকাশ যখন ফাটা শুরু করবে তখন ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তে চলে যাবে। সূরা আর রহমানে আল্লাহ তাআ'লা আকাশের অবস্থা বর্ণনায় বলেন ঃ

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ *

"যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, তখন তা হবে রক্ত গোলাপ বর্ণে রঞ্জিত চামড়ার ন্যায়।" —আর সূরা রহমান –৩৭।

সূরা মাআ'রিজে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, সেদিন আকাশ গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে। অর্থাৎ ফাটল ধরার সাথে সাথে তার রংও বিবর্তন হয়ে লাল বর্ণ ধারণ করবে। সূরা তুরে বলা হয়েছে। يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا "সেদিন আকাশ থর থর করে কাঁপতে থাকবে।"

সূরা ইনশিকাকে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে। আর এ দু'টোই তার করণীয়। আর যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার অভ্যন্তরে যা কিছু আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং শূন্য গর্ভ হয়ে পড়বে। সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে এবং এটাই হবে তার করণীয়। —সূরা ইনশিকাক – ১-৫।

আকাশ বিদীর্ণ হওয়া এবং পৃথিবী সম্প্রসারিত হওয়ার নির্দেশ তার প্রতিপালক আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে দেয়া হবে। এরা উভয়ই আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্টি। আর সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ পালন করাই সৃষ্টির অপরিহার্য কাজ। এরা উভয়ই আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ কার্যকরি করবে। এ কার্যকরি করাই হচ্ছে তাদের কর্তব্য। আর স্বীয় মালিকের সম্মুখে মাথা অবনত করে বিনাবাক্যে তার নির্দেশ মেনে চলাই হবে তাদের করণীয়।

পৃথিবীকে টেনে রবারের ন্যায় লম্বা করা হবে এবং দালান-কোঠা পাহাড়-পর্বত সব কিছু ধ্বংস করে তাকে একটি সমতল ময়দানে পরিণত করা হবে। যাতে পূর্বাপর সমস্ত মানুষ একই সময় দণ্ডায়মান হতে পারে, আর তাদের মধ্যে কোন ব্যবধান ও পর্দা না থাকে। পৃথিবী তার ভুগর্ভের সমুদয় জিনিস ও সম্পদ বাইরে উদগীরণ করে সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীর ভুগর্ভে যত প্রকার খনিজ সম্পদ এবং মৃত লাশ ছিল তা সহ সেসব জিনিস সে উদগীরণ করে ফেলবে, যা মানুষের কর্মের প্রতিদানের সাথে সংশ্লিষ্ট।



## চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজির অবস্থা

হযরত ইসরাফীল (আ) শিংগায় ফুঁক দিলে চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজিও তার বর্তমান বস্থায় স্থিতিশীল থাকবে না। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ *

"সূর্য যখন আলোহীন হয়ে পড়বে এবং তারকারাজি যখন ভেঙ্গেচুরে খসে পড়বে।" —সূরা তাকবীর।

আর এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ *

" আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে এবং তারকারাজি যখন খসে পড়বে।"

—সূরা ইনফিতার।

এ আয়াতগুলো দ্বারা কেয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হওয়া এবং তারকারসমূহ খসে পড়ার কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ *

"অতঃপর যখন তারকাসমূহ নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।" —সূরা মুরসিলাত।

সূরা কেয়ামাতে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ "মানুষ জিজ্ঞেস করে– কেয়ামতের (মহাপ্রলয়ের) দিন কোনটি? বলুন যখন নয়ন যুগল স্থির ও স্ফীত হবে এবং চন্দ্র হবে জ্যোতিহীন। জ্যোতিহীন হওয়ার কথা উল্লেখের পর বলা হয়েছে, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ "চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করা হবে।" অর্থাৎ চন্দ্রই শুধু জ্যোতিহীন হবে না, তার সাথে সূর্যকেও জ্যোতিহীন করা হবে। চন্দ্র জ্যোতিহীন হওয়ার ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হচ্ছে, আরবগণ চন্দ্রের হিসাব দ্বারা মাস ও দিনের হিসাব করতো। এ কারণে চন্দ্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হত।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন চন্দ্র সূর্যকে ম্লান করে দেয়া হবে। অর্থাৎ এ দু'য়ের উজ্জ্বলতাকে ম্রিয়মান করে দেয়া হবে। যার দরুন তা না আলো ছড়াবে, না তার আলো কোন বস্তুর উপর পতিত হবে।

ইমাম বায়হাকী (রা) 'আল বায়াছ আন নাশুর" গ্রন্থে হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু হোরায়রা (রা) নবী করীম (সঃ)-এর একটি বাণী উল্লেখ করে বলেছেন, চন্দ্র ও সূর্যকে জ্যোতিহীন করে কেয়ামতের দিন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। একথা শুনে হাসান বসরী (র) জিজ্ঞেস

করলেন, কি অপরাধে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে? আবু হোরায়রা (রা) বললেন, আমি শুধুমাত্র নবী করীম (সঃ) এর বাণী প্রচার করছি, আমি এর চেয়ে বেশী কিছু জানি না। একথা শুনে হাসান বসরী (র) চুপ হয়ে গেলেন।

—মেশকাত।

## কবর থেকে মানুষের পুনঃরুত্থিত হওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন জমিন ফাক করে সর্বাগ্রে আমাকে বের করা হবে। তারপর আবু বকর ও উমর (রা) কবর থেকে উঠবে। অতঃপর আমি বাকী কবরস্থানে যাব। তখন সে কবরস্থানের লোকদেরকে উঠিয়ে আমার সাথে জমায়েত করা হবে। তারপর আমি মক্কাবাসীদের জন্য অপেক্ষা করব। অবশেষে তাদেরকেও কবর থেকে উঠিয়ে আমার সাথী করা হবে। অতঃপর আমি মক্কা ও মদীনাবাসীদের মধ্যবর্তী স্থানে জমায়েত হব। —তিরমিযী।

যারা কবরে সমাহিত, তারা কাফের হোক বা মুসলমান, দ্বিতীয়বারের শিঙ্গার শব্দ শুনে কবর থেকে বের হয়ে উঠে দাড়াবে। আর যাদেরকে আগুনে জ্বালান হয়েছে অথবা নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে, কিম্বা যাদেরকে কোন হিংস্রপ্রাণী মেরে ফেলেছে, তাদের আত্মাকেও দেহ দান করা হবে। অবশেষে তারাও হাশর ময়দানে সমবেত হবে।

## মানুষ কবর থেকে উলঙ্গ ও খাতনাহীন অবস্থায় উত্থিত হবে

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি নবী করীম (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন মানুষকে উলঙ্গ পদে, উলঙ্গ দেহে এবং খাতনাহীন অবস্থায় কবর থেকে উঠিয়ে হাশর ময়দানে জমায়েত করা হবে। একথা শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নারী-পুরুষ সকলেই কি উলঙ্গ হবে? তারা কি একে অপরের প্রতি তাকাবে? (এ রূপ হলে তো খুবই লজ্জার ব্যাপার।) উত্তরে তিনি বললেন, হে আয়েশা! কেয়ামতের দিনটি এত কঠিন ও বিপদময় হবে যে, মানুষের মনে একে অপরের প্রতি তাকাবারও খেয়াল হবে না।

—বোখারী, মুসলিম।

আর এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন তোমরা উলঙ্গ পদে, উলঙ্গ দেহে ও খাতনাহীন অবস্থায় হাশর ময়দানে জমায়েত হবে। একথা বলে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ "প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় আমি যেরূপ সুচনা করেছি দ্বিতীয়বারও আমি তাদেরকে অনুরূপভাবে সৃষ্টি করব।" অতঃপর বললেন, কেয়ামতের দিন হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে সর্বাগ্রে পোশাক পরিধান করান হবে।



আলেমগণ লেখেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে এ কারণে সর্ব প্রথম কাপড় পড়ানো হবে যে, তিনি ফকীরকে সবার আগে প্রথম কাপড় দান করেছিলেন। অথবা এ কারণে যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার কারণে কাফেরদের দ্বারা আগুনে নিক্ষেপ করার সময় সর্বাগ্রে উলঙ্গ হয়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন সর্বাগ্রে যাকে পোশাক পরিধান করান হবে, তিনি হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আ)। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, আমার বন্ধুকে পোশাক পরিধান করাও। অনন্তর জান্নাত হতে দু'খানা চিকন-পাতলা ও নরম কাপড় এনে তাঁকে পরিধান করান হবে। তারপর পোশাক পরিধান করান হবে আমাকে।

—দারেমী, মেশকাত।

## কবর থেকে উঠে হাশর ময়দানের দিকে চলা

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন মানুষ তিন প্রকারে পথ চলে হাশর ময়দানে জমায়েত হবে। প্রথমঃ পায়ে হেটে চলা। দ্বিতীয়ঃ যানবাহনে আরোহন করে চলা, তৃতীয়ঃ একদল লোক অধঃমুখ হয়ে মুখের উপর ভর করে চলবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ রাসূল! তারা মুখের উপর ভর করে কিভাবে চলবে? উত্তরে তিনি বললেন, যে মহান সত্তা তাদেরকে পায়ের উপর ভর করে চলার শক্তি দেন, নিঃসন্দেহে তিনি তাদেরকে মুখের উপর ভর করে চলারও ক্ষমতা দেবেন। অতঃপর বললেন, তারা মুখের উপর ভর করে এমনভাবে চলবে যে, ভূমির উঁচুস্থান এবং কাঁটা হতে নিজেদেরকে মুখমণ্ডল দ্বারা নিরাপদ রাখবে।" —তিরমিযী, মেশকাত।

কাফেরদের এ অবস্থা হবে। কেননা দুনিয়ার জীবনে তারা নিজেদের মুখণ্ডলকে আল্লাহ তাআ'লার দরবারে উপস্থিত করার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার ও উপেক্ষা করত। গৌরব ও দাম্ভিকতায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদার জন্য মাথা মাটিতে রাখতে অস্বীকার করত। এ কারণে কেয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল দ্বারা পদযুগলের কাজ নেয়া হবে, যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। মুখমণ্ডলের মালিক ও সৃষ্টিকর্তাকে সেজদা করতে অস্বীকার করার মজা তখন তারা উপলব্ধি করতে পারবে। আল্লাহ তাআ'লা সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি তার সৃষ্টির দেহের প্রত্যেকটি অংশকে তার সেবার জন্য ব্যবহার করাতে পারেন। পার্থিব জগতে দেখা যায় যে, কিছু প্রাণী দু' পদে আর কিছু প্রাণী চার পদে ভর করে চলে। আর কোন কোন প্রাণী শুধু পেটে ভর করে চলে। যেমন কোরআন মজীদে আছে فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ "ওদের মধ্যে কিছু প্রাণী পেটে ভর করে চলে।"

যেসব লোকের একটি মাত্র হাত থাকে, তারা এক হাত দ্বারাই উভয় হাতের কাজ করে। আর যারা অন্ধ তাদের শ্রবণশক্তি ও অনুভূতি হয় খুব প্রখর ও

তীক্ষ্ণ। তারা তাদের দৃষ্টিক্ষমতার কাজ অনেকটা এর দ্বারাই সম্পন্ন করে থাকে। সুতরাং কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা কাফেরগণকে মুখের উপর ভর করে পরিচালানা করবেন, এটা যুক্তি ও বিবেকের কাছে অযৌক্তিক কিছু নয়।

## কাফেরগণ কবর হতে অন্ধ, বধির ও বোবা অবস্থায় উঠবে

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا *

"আমি তাদেরকে কেয়ামতের দিন অন্ধ, বধির ও বোবা অবস্থায় হাশর ময়দানে জমায়েত করব।" —সূরা বনী ইস্রাঈল –১২তম রুকু।

সূরা তাহায় আল্লাহ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জীবন হবে খুব সংকীর্ণ। আর কেয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় হাশর করাব। সে তখন জিজ্ঞেস করবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি কেন আমাকে অন্ধ করে কবর থেকে উঠিয়ে হাশর করালেন ? আমি তো দৃষ্টি ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলাম। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, হাঁ; এভাবেই হবে, কেননা তোমার কাছে আমার আয়াত ও নিদর্শন এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। এমনিভাবে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হবে। যারা সীমালংঘন করে এবং তার প্রতিপালকের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে না, আমি তাদেরকে এমনিভাবেই প্রতিদান দেব। আর পরকালের শাস্তি খুবই কঠিন ও চিরস্থায়ী।"
—সূরা তাহা – ৭ম রুকু।

যারা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত ধর্ম ইসলাম থেকে মুখ ফিরায়ে রাখে এবং আসল মালিকের বাণী শোনার পর তা গ্রহণ ও বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছে, শোনেও শোনেনি, দেখেও দেখেনি। এ কারণেই কেয়ামতের দিন তাদের শোনার, দেখার ও বলার শক্তি হরণ করে তাদেরকে বোবা-বধির ও অন্ধ করে উঠানো হবে। এটা হচ্ছে হাশর ময়দানের প্রাথমিক অবস্থা। এরপর হিসাব নিকাশ ও জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাদের অন্ধত্ব-বধিরতা ও নির্বাক অবস্থা দূর করা হবে, যাতে তারা হাশর ময়দানের কঠিন অবস্থা ও বিপদ-আপদ দেখে এবং বুঝে-শুনে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং হিসাব নিকাশের সময় কথা বলতে পারে।

## কাফেরদের চোখ হবে নীল বর্ণ

কেয়ামতের দিন কাফেরদের চোখের বর্ণ নীল হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন। "সেদিন আমি অপরাধীগণকে সমবেত করবো এমন অবস্থায় যে, তাদের চোখ নীল বর্ণ থাকবে। তারা পরস্পরে চুপে চুপে বলবে, তোমরা দুনিয়ায় শুধু দশ দিন অবস্থান করেছিলে। —সূরা তাহা – ৫ম রুকু।

অর্থাৎ কুৎসিত আকৃতি দেখাবার জন্য তাদের চোখ দু'টিকে নীল বর্ণ করা হবে।



## দুনিয়াতে বসবাসের সময়ের অনুমান

হাশর ময়দানে লোকেরা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, আমরা দুনিয়ায় ক'দিন ছিলাম? সেখানে কতকাল বসবাস করেছি? উপরের আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, তারা পরস্পর আস্তে আস্তে কথা বলবে। কেউ কেউ বলবে, আমরা দুনিয়াতে মাত্র দশদিন অবস্থান করেছি। পরকালের দীর্ঘতা এবং সেখানকার ভয়-ভীতিজনিত দৃশ্য অবলোকন করে দুনিয়ায় অবস্থান কালিন সময়কে এত কম মনে হবে যে, তারা ধারনা করবে, মাত্র দশদিনের বেশি অবস্থান করেনি। আর কতক লোক বলবে, আমরা দুনিয়াতে মাত্র এক দিনের বেশী ছিলাম না। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا *

"তারা যা কিছু বলছে, আমি তা ভালভাবেই অবগত আছি। তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের লোকেরা যখন বলে, তোমরা দুনিয়াতে এক দিনের বেশী ছিলে না।" —সূরা তাহা।

অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও অভিমত দেয়ার যোগ্য, সে বলবে, দশদিন কোথায়? দুনিয়াতে মাত্র একদিনই ছিলাম। এ বক্তাকে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলার কারণ হল– দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ও ধবংসশীল এবং আখেরাতের দীর্ঘস্থায়ীত্ব ও কাঠিন্যকে সে অন্য লোকের চেয়ে বেশী উপলব্ধি করতে পেরেছে। সূরা নাযিয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا *

"তারা যখন কেয়ামত অবলোকন করবে, তখন তাদের মনে হবে যে, দুনিয়ায় শুধু এক বিকেল বা একটি সকাল অবস্থান করেছি।" —সূরা নাযিয়াত।

আর এখন দুনিয়াতে বসে তোমরা তো বলছ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ "তোমরা সত্যবাদী হলে এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে ?" এও বলছো যে, কেয়ামত কখন হবে ? কিন্তু কেয়ামত যখন হঠাৎ এসে পড়বে, তখন মনে হবে– কেয়ামত খুবই দ্রুত এসে পরেছে, কিছু মাত্রও বিলম্ব হয়নি। আর এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, সেদিন অপরাধীগণ কসম করে বলবে, আমরা দুনিয়াতে এক ঘন্টার বেশী বসবাস করিনি। এমনিভাবে তারা উল্টো চলবে।" —সূরা রুম।

কেয়ামতের দিন কবর ও দুনিয়ায় অবস্থানের সময়কে খুবই স্বল্প মনে হবে। কেয়ামতের বিপদ মাথায় চেপে বসলেই মানুষ আফসোস করে বলবে, দুনিয়া ও কবরের জীবন খুবই দ্রুত অতিবাহিত হয়ে গেল। দুনিয়ায় আরও কিছু দিন থাকার সুযোগ পেলে এ দিনের জন্য কিছু সংগ্রহ করে রাখতে পারতাম। এখন তো বিপদ এসে মাথায় চড়েছে। তখন দুনিয়ার আরাম-আয়েশ বিলাসিতা ও দীর্ঘকায় জীবনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাবে। দুনিয়ার জীবনকে বিনা কাজে নষ্ট করা এবং দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম, পদমর্যাদা, আরাম, আয়েশ ইত্যাদিতে যে যুগ যুগ অতিবাহিত করেছে, এত বড় জীবনকেও এক ঘণ্টার জীবন হিসেবে উল্লেখ করবে। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন كذالك كانوا يوفكون অর্থাৎ এভাবেই দুনিয়ার জীবনে তারা উল্টো কথা বলত, বেহুদা ও অলীক ধ্যান-ধারণা পোষাণ করত। দুনিয়ার জীবনে তারা না সত্যকে স্বীকার করত, না এখনও সত্য বলছে। আল্লাহ বলেন ঃ

যাদের এলম ও ঈমান আছে, কেয়ামতের দিন তারা ঐসব লোককে বলবে, কবরে তোমাদের বসবাস করাটা পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লার কিতাবে নির্ধারিত ছিল। সুতরাং আজই হচ্ছে সেই পুনরুত্থান দিন, অথচ তোমরা তা জানতে না। —সূরা রুম- ৬ রুকু।

যারা ঈমানদার, তারা সেদিন ঐসব লোকদের কথা প্রত্যাখ্যান করে বলবে তোমরা মিথ্যা বলছ। এক ঘন্টা অবস্থানের কথাটা নিতান্ত ভুল। আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞান ও লাওহে মাহফুজে লিখিত সময় অনুযায়ী তোমরা দুনিয়া ও কবরে অবস্থান করেছ। তার বিন্দু পরিমানও কমবেশী হয়নি। যার যত বয়স নির্ধারিত ছিল, সে ততো বয়সই পেয়েছে। তারপর কবরে দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে এখন হাশর ময়দানে সমুপস্থিত। আজ হচ্ছে সেই দিন, যে দিনের আগমন ছিল সুনিশ্চিত। যেদিন সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান ছিল, কিন্তু তোমরা তা মানতে না এবং স্বীকার করতে না, এখন তা প্রত্যক্ষ করছ। দুনিয়াতে থাকতেই যদি এ দিনের বাস্তবতা সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করতে; তাহলে এখানকার জন্য ঈমান ও পূণ্যময় কাজ করে প্রস্তুত হয়ে আসতে।

## কেয়ামতের দিনে মানুষের অস্থিরতা

কেয়ামতের দিন মানুষ অস্থির, ব্যাকুল ও দিশেহারা হয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "জালেমগণ যা কিছু করছে, সে সম্পর্কে তুমি আল্লাহ তাআ'লাকে অমনোযোগী মনে করো না। তাদের শুধু সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হচ্ছে, যেদিন তাদের নয়ন যুগল হবে বিস্ফারিত এবং তারা মাথা উর্দ্ধে তুলে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দৃষ্টি তাদের নিজদের প্রতি ফিরে আসবে না। আর তাদের মন হবে তখন অস্থির, ব্যাকুল, অনুভুতিহীন।"

—সূরা ইবরাহীম- ৭ম রুকু।



কেয়ামতের দিন মানুষ কবর থেকে উত্থিত হয়ে কঠিন অস্থিরতা ও ব্যাকুলতায় উর্দ্ধমুখী হয়ে ভীতবিহবল অবস্থায় হাশর ময়দানে জমায়েত হবে। তারা বিস্ফারিতনেত্রে অবাক হয়ে দেখতে থাকবে অপলক ভাবে। তাদর মনে আদৌ কোন নিজস্ব অনুভূতি থাকবে না, তারা ভয়ভীতিতে জড়সর হয়ে থাকবে। সূরা হজ্জে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

"হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকে ভয় কর। নিঃসন্দেহ কেয়ামতের দিনের কম্পন বড়ই ভীবিষিকাময়। যেদিন তুমি তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক দুগ্ধপানকারী স্বীয় দুগ্ধ পোষ্যকে ভুলে যাবে। আর প্রত্যেক গর্ভধারিণী তার গর্ভপাত ঘটাবে। তুমি দেখবে, মানুষ নেশাখোরের মত পাগল পারা; আসলে তারা নেশাখোর নয়। তবে আল্লাহ তাআ'লার শাস্তি বড়-ই কঠিন।

—সূরা হাজ্জ ১ম রুকু।

কেয়ামতের দিনে দু'বার ভীষণ কম্পন হবে।✪১ প্রথমতঃ কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার কিছু পূর্বে, যা কেয়ামতের আলামতের মধ্যে পরিগণিত। আর দ্বিতীয় কম্পন হবে দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার পর; মানুষ যখন কবর হতে উত্থিত হয়ে দণ্ডায়মান হবে। এ আয়াতে যদি প্রথম ফুঁকের কথা বুঝান হয়ে থাকে, তাহলে দুগ্ধ পানকাররিণী স্বীয় শিশুর কথা ভুলা এবং গর্ভধারিণীর স্বীয় গর্ভপাত দ্বারা আসল মর্মই বুঝান হবে। আর দ্বিতীয় মর্ম বুঝান হলে হবে একটি উপমা বিশেষ। অর্থাৎ কেয়ামতের ভয়াবহতা ও কাঠিন্যতা এত মর্মান্তিক হবে যে, এসময় যদি নারীদের গর্ভে সন্তান থাকে, তাহলে তাদের গর্ভপাত ঘটে যাবে। আর যদি তাদের কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকে, তাহলে তাকেও সে ভুলে যাবে। এ সময় মানুষ এত অস্থির ও ব্যাকুল হবে যে, কোন দর্শক তাদেরকে দেখলে মনে করবে, এরা নেশা পান করে মাতলামী করছে। অথচ সেখানে নেশা পানের কোন ব্যবস্থাই নেই, বরং বিপদের কাঠিন্যতা তাদেরকে জ্ঞান হারা করে দেবে।

কেয়ামতের কঠিন অবস্থার বর্ণনায় কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

---

✪ ১. তাফসীরে জালালাইনে زلزلة الساعة -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়ের পর এক কঠিন ভূকম্পন সৃষ্টি হবে, যা হবে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার নিকটবর্তী সময়।

তাফসীরে মুয়ালিমুত তানযীলে বলা হয়েছে, যালযালার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অভিমত বিদ্যমান। আলকামা ও শায়াবী বলেছেন, এটা হচ্ছে কেয়ামতের আলামতের অন্তর্ভুক্ত। আরো কিছু কিছু লোক কেয়ামতের নিদর্শন বলে অভিমত দিয়েছেন। হাসান ও সুদ্দী (র) বলেছেন, এ ভূকম্পন হবে কেয়ামতের দিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, কেয়ামতের ভূকম্পন কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই হবে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ ভূকম্পন দুনিয়ায় সংঘটিত হবে। কেননা পুনরুত্থানের পর কোন গর্ভ হবে না। আর যাদের মতে কেয়ামতের দিন হবে, তারা বলেন, উদাহরণগুলোতে বর্ণিত বিষয় আসল নয় বরং উপমা বিশেষ নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে- ব্যাপারটা কোলের শিশুকে বৃদ্ধ করেছে। এর দ্বারা ঘটনার কাঠিন্যতা ও বিশেষ গুরুত্ব বুঝান হয়েছে।

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا *

"তোমরা যদি কুফরী কর তাহলে সেদিনের বিপদ হতে কিভাবে বাচঁবে, যেদিন শিশুকে বৃদ্ধে পরিণত করবে?" —সূরা মুযাম্মিল- ১ম রুকু।

অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ না করে কুফরী করে যদিও দুনিয়ার জীবনে নিরাপদ থাকতে পার, কিন্তু সেদিন কিভাবে তোমরা বাচঁবে? যে দিনের বিপদ ও কাঠিন্যতা অথবা ঐ দিনের দীর্ঘস্থায়িত্ব শিশুকেও বৃদ্ধে পরিণত করবে। সেদিনটি হবে শিশুকে বৃদ্ধ বানাবার মত মহা বিপদসংকুল ও দীর্ঘস্থায়ী। মুলতঃ সেদিন শিশু বৃদ্ধ হবে না বটে, কিন্তু তা এমন মহা বিপদের ও দীর্ঘায়ী দিন হবে, যাতে শিশুও বৃদ্ধে পরিণত হয়ে যায়।

## হাশর ময়দানে যা হবে

### মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল ও কালিমাময় হওয়া

হাশর ময়দানে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সমবেত হবে, কেউ-ই অনুপস্থিত থাকবে না। সেদিন ঈমানদার ও পুণ্যবানদের চেহারা হবে হাস্যোজ্জ্বল। তাদের মুখমণ্ডলে ভেসে উঠবে সুখ ও আনন্দের রক্তিমাভ আভা। পক্ষান্তরে যারা কাফের মুশরেক-মুনাফেক ও দুষ্ট-দুরাচার, তাদের চেহারা হবে কালীমাময়। তাদের মুখমণ্ডলে দুঃখ ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার নিদর্শন প্রকাশ পাবে। এ প্রসঙ্গে সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"সেদিন কিছু কিছু চেহারা হবে খুশীতে হাস্যোজ্জ্বল এবং কিছু লোকের চেহারা হবে কালীমাময়। তাদেরকে বলা হবে? তোমরা কি ঈমান গ্রহণের পর কাফের হয়েছিলে? সুতরাং আজ তোমরা কুফরী গ্রহণের কারণে শাস্তি ভোগ কর। আর যাদের চেহারা হবে হাস্যোজ্জ্বল, তারা থাকবে আল্লাহ তাআ'লার অবারিত রহমতের মধ্যে। আর সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী।

—সূরা আলে ইমরান -১১ রুকু।

হাশর ময়দানে কারো কারো চেহারায় ঈমান ও তাকওয়ার নূর উদ্ভাসিত হবে। তাদেরকে খুব সম্মানের সাথে খুশী ও আনন্দিত পরিলক্ষিত হবে। পক্ষান্তরে কারো কারো চেহারায় উদ্ভাসিত হবে কুফরী ও নেফাকীর কালিমা। তাদের মুখমণ্ডলে অপমান ও লাঞ্ছনার ভাব পরিলক্ষিত হবে। প্রত্যেকের বাহ্যিক অবস্থা হবে অভ্যন্তরীণ অবস্থার আয়না স্বরূপ। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

"সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল। আর অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন ধূলি ধূসর। যাকে কালীমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। আর তারাই হল কাফের ও পাপাচারী। —সূরা আবাসা- ৩৮-৪২।



হাশর ময়দানে আল্লাহর নেক বান্দাদের মুখমণ্ডল ঈমান ও পুণ্যময় কর্মের কারণে উজ্জ্বল হবে। তাদের চেহারা থেকে খুশী, আনন্দ ও প্রফুল্লতা প্রকাশ পেতে থাকবে। আর যেসব লোক দুনিয়ায় আল্লাহ তাআ'লাকে ভুলে ঈমান গ্রহণ করেনি এবং ঈমানের ভিত্তিতে পুণ্যময় কাজও করেনি, বরং কুফরীর দুষ্টামী-নষ্টামী ও অনাচার-পাপাচারে লিপ্ত ছিল। হাশর ময়দানে তাদের মুখমণ্ডল হবে ধূলো মলিন। তারা অপমান ও লাঞ্ছনাসহ উপস্থিত হবে। নিজেদের খারাপ কর্মের দরুন তারা অস্থির ও ব্যাকুল হবে; তারা ভীতবিহবল চিত্তে ভাবতে থাকবে যে, এখানে আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা হবে না। আমাদের মাথার উপর সে বিপদ ঝুলে আছে, যা আমাদেরকে পর্যদুস্ত করে ফেলবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَه "তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে বিপর্যয়মূলক ব্যবহার করা হবে।"

মহানবী (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন হযরত ইবরাহীম (আ) -এর সাথে তাঁর পিতা আযরের সাক্ষাৎ হবে। তখন আযরের মুখমণ্ডল হবে ধূল-মলিন ও কালিমায় আচ্ছন্ন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাকে বলবেন, আমি কি আপনাকে বলেছিলাম না যে, আমার কথা মেনে চলুন, আমার অবাধ্য হয়েন না। প্রত্যুত্তরে তার পিতা বলবে, আজ আর আমি তোমার অবাধ্য হব না, যা বলবে তা-ই করবো। অনন্তর হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তাআ'লার কাছে আবেদন করবেন, হে আল্লাহ! আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মহা বিচারের দিন আপনি আমাকে অপমানিত ও লজ্জিত করবেন না। আজ আমার পিতা ধ্বংস হচ্ছে; এর চেয়ে আমার জন্য অধিক লজ্জার ব্যাপার আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। তোমার পিতা জাহান্নামের শাস্তি হতে কোনক্রমেই রেহাই পাবে না। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার পায়ে কি? তিনি তাকিয়ে দেখবেন, একটি শকুন তাঁর পা জড়িয়ে আছে। অতঃপর সে শকুনের পা ধরে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। —বোখারী, মুসলিম।

আল্লাহ তাআ'লা নিজ কুদরতে আযরকে শুকুনের আকৃতিতে রূপান্তরিত করবেন, যেন হযরত ইবরাহীম (আ) অন্যান্যদের কাছে লজ্জা না পান এবং তিনি পিতাকে নাযেহাল অবস্থায় দেখে মর্মাহত না হন। সুবহানাল্লাহ! চিন্তার বিষয়, কার পিতার পরিণতি এরূপ হল। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তাআ'লার বন্ধু। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে তার আদর্শ অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তিনিই আল্লাহর ঘর কাবা শরীফ পুনর্নির্মাণ করেছেন। তাঁর পিতার ব্যাপারেও তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। সুতরাং যেসব পীর-ফকীর ও মোল্লারা নিজেদের বংশীয় কৌলিন্যের জন্য গৌরব প্রর্দশন করে এবং খারাপ ও অন্যায় কাজকে পৈতৃক সম্পর্ক দ্বারা আবৃত রেখে পরকালে ক্ষমালাভের আশা করে, তাদের অবস্থাটি এ হাদীসের আলোকে চিন্তা করার বিষয়।

## হাশর ময়দানে ঘামের বিপদ

হযরত মেকদাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হাশর ময়দানের মহা বিচারের দিন সূর্য মানুষের এত নিকটবর্তী হবে যে, তাদের থেকে তা মাত্র এক মাইল দূরে থাকবে।✪১ আর মানুষ তাদের খারাপ আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে। সুতরাং কারো ঘাম হবে পায়ের হাঁটু পর্যন্ত, কারো রানের উপর উরু পর্যন্ত, কারো হবে কোমর পর্যন্ত। আর কারো কারো অবস্থা এই হবে যে, পা হতে মুখ পর্যন্ত আপাদমস্তক তারা ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। তাদের ঘাম লাগামের ন্যায় মুখের মধ্যে প্রবেশ করবে। —মুসলিম।

অন্য এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, হাশর ময়দানে মানুষের এত বেশী পরিমাণে ঘাম বের হবে যে, তা বের হওয়া কখনো শেষ হবে না। মানুষ তখন বলবে, হে প্রতিপালক! এ ঘামের বিপদের তুলনায় আমাকে জাহান্নামে প্রেরণ করাও অনেক সহজতর শাস্তি। হাশর ময়দানের কঠিন শাস্তি অবলোকন করে মানুষ এরূপ বলবে। অথচ জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা তাদের জানা আছে। —তারগীব তারহীব, মুস্তাদরেক হাকেম।

## হাশর ময়দানে সমবেতদের বিভিন্ন অবস্থা

### ভিখারীদের দুরাবস্থা ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মানুষ মানুষের কাছে ভিক্ষা চেয়ে এ অবস্থায় পৌছে যে, কেয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডলে কিছুমাত্রও মাংসপেশী থাকবে না। —বোখারী, মুসলিম।

অর্থাৎ ভিখারীদেরকে কেয়ামতের দিন লজ্জিত ও অপমানিত করার জন্য এ অবস্থা করা হবে। তাদের মুখমণ্ডলে হাড় ছাড়া আদৌ কোন মাংস থাকবে না। ফলে সমস্ত লোক তাদেরকে দেখে বুঝতে পারবে যে, এরা দুনিয়ার জীবনে ভিক্ষা করে নিজেদের মান-ইজ্জতকে বিনষ্ট করেছিল। আর আজকের দিনেও তাদের কোন মান-সম্মান নেই। তারা লাঞ্ছিত ও অপমাণিত অবস্থায় রয়েছে।

✪ ১. পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কেয়ামতের দিন চন্দ্র-সূর্য আলোহীন হবে। আকাশে ফাটল ধরবে। সুতরাং প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সূর্য আলোহীন হওয়ার পরও হাশর ময়দানের এক মাইল দূরবর্তীতে অবস্থান করে কিভাবে তাপ দিবে?

এ প্রশ্নের উত্তর হল প্রথম কথা সূর্য আলোহীন হওয়ায় তার তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া অপরিহার্য নয়। আর যদি একথা মেনেও নেওয়া হয় যে, আলোহীন হওয়ার সাথে সাথে তাপমাত্রারও পরিসমাপ্তি ঘটবে, তাহলে দ্বিতীয় জওয়াব হল সূর্যকে হাশর ময়দানে পুনরায় আলো ও তাপ প্রদান করে মানুষের মাথার উপরে মাত্র একমাইল দূরে রাখা হবে, অবশেষে তাকে আলোহীন করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যাতে সূর্যের পূজারীগণের শিক্ষা হয় এবং তারা বুঝতে পারে যে, এটি যদি বাস্তবিকই পূজা লাভের যোগ্য হত, তাহলে সে জাহান্নামের অনল কুণ্ডে পতিত হত না। মোটকথা কোরআন ও হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখাই হচ্ছে আসল কথা– বাস্তব অবস্থা ও-বিন্যাস যা-ই হোক না কেন।



### স্ত্রীদের কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের পরিণতি ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কারো দু'জন স্ত্রী থাকলে যদি সে তাদের মধ্যে ভারসাম্যমূলক সুবিচার ও আচরণ না করে, তাহলে কেয়ামতের দিন সে একটি পাজর ভাঙ্গা অবস্থায় হাশর ময়দানে উপস্থিত হবে। —তিরমিযী।

### কোরআন মজীদ শিখার পর ভুলে যাওয়ার পরিণতি ঃ

হযরত সায়াদ ইবনে উবায়দাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ কোরআন মজীদ পড়া শিখার পর অলসতার কারণে তা ভুলে গেলে, পরকালে সে হাত-কাটা অবস্থায় আল্লাহ তাআ'লার সাথে সাক্ষাৎ করবে। —আবু দাউদ।

আরবী ভাষায় ইজযাম শব্দটির অর্থ হচ্ছে, হাত ও পায়ের আংগুল বিনষ্ট হওয়া। কোন কোন সুধিজন বলেছেন, সে ব্যক্তির দন্তরাজি পড়ে যাবে। অর্থাৎ দাতহীন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। বাহ্যিক দিক দিয়ে শেষোক্ত মর্মটিই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কেননা কোরআন মজীদ পাঠ করলেই স্মরণ থাকে। আর পাঠের কাজে জিহবা ও দাত ব্যবহার করা হয়। সুতরাং দাত না থাকাটাই তার উপযুক্ত শাস্তি।

অন্য এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আমার কাছে আমার উম্মতের গুনাহের কাজগুলো পেশ করা হলে কোরআন মজীদের কোন সূরা বা আয়াত শিক্ষা নেয়ার পর তা বিস্মৃত হওয়ার তুলনায় বড় কোন গুনাহের কাজ দেখিনি। —তিরমিযী।

### বেনামাযীর পরিণতি ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় করে না, পরকালে নামায তার জন্য নূর, দলিল এবং নাজাত লাভের উপকরণ হবে না। বরং কেয়ামতের দিন তার হাশর হবে ফেরআউন, কারুন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে। —আহমদ, দারেমী।

### হত্যাকারী ও নিহতের পরিণতি ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে এমনভাবে পাকড়াও করবে যে, হত্যাকারীর মাথার চুল ও ললাট তার হাতে ধরা থাকবে। তখন নিহত ব্যক্তির গর্দানের শিরা থেকে রক্ত বের হতে থাকবে। আর নিহত ব্যক্তি আল্লাহ তাআ'লার দরবারে এই বলে অভিযোগ জানাবে যে, হে আমার প্রতিপালক! এ লোক আমাকে হত্যা করেছিল। এভাবে সে হত্যাকারীকে নিয়ে আরশের কাছে পৌছবে। —তিরমিযী, নাসাঈ।

### হত্যাকাণ্ডে সাহায্যকারীর পরিণতি ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ কোন মুমিন ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডে সাধারণ একটা শব্দ উচ্চারণ করেও যদি সাহায্য করে

থাকে, তাহলে কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ তাআ'লার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার নয়ন যুগলের মাঝখানে লেখা থাকবে ঃ

اَئِسَ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ *

অর্থাৎ এলোক আল্লাহ তাআ'লার রহমত হতে বঞ্চিত হয়েছে।

—ইবনে মাজা, মেশকাত।

**ওয়াদা ও চুক্তি ভঙ্গকারীর পরিণতি ঃ**

হযরত সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক চুক্তি ভঙ্গকারীর জন্য এক একটি নিশানা থাকবে। আর সে নিশানা তার গুজ্যদ্বারে লাগান থাকবে। —মুসলিম।

অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যার প্রতারণা যত বড় হবে, তার নিশানও হবে সে পরিমাণে উন্নত। সাবধান! যে ব্যক্তি মানুষের সেবক পদে অধিষ্ঠিত হয়, তার প্রতারণা ও হটকারিতা থেকে বড় প্রতারণা আর কিছু নেই। কেননা সে প্রতারণা করলে সমস্ত জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে তার প্রতারণাই সর্বাপেক্ষা বড়।

**শাসক ও রাজা-বাদশার পরিণতি ঃ**

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি দশজন লোকের আমীর বা শাসক কিংবা পদস্থ অফিসার হলে, কেয়ামতের দিন হাত গর্দানের সাথে বাঁধা অবস্থায় সে হাশর ময়দানে উপস্থিত হবে। যদি সে অধীনস্তদের সাথে সুবিচার করে থাকে, তাহলে সুবিচার এসে তার বাঁধা হাত বন্ধনমুক্ত করবে। আর যদি সে তাদের প্রতি জুলুম করে থাকে, তাহলে জুলুম এসে তাকে ধংস করবে। —মেশকাত, দারেমী।

আর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে শাসক মানুষের মধ্যে হুকুম করে বা শাসন করে, সে কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, একজন ফেরেশতা তার গর্দান ধরে (টেনে-হেঁচড়ে) তাকে হাশর ময়দানে দাঁড় করাবে। অতঃপর সে আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করে আল্লাহ তাআ'লার হুকুমের অপেক্ষায় থাকবে। আল্লাহ তাআ'লা যদি তাকে নীচে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন, তাহলে তাকে দোযখের এমন গহবরে ফেলা হবে, যার তলদেশে পৌছতে গড়াতে গড়াতে চল্লিশ বছর সময় লাগবে। জালেম শাসকগণেরই এ দুরাবস্থা হবে। অতএব তাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।

—আহমদ, ইবনে মাজা।

**যাকাত না দেয়ার পরিণতি ঃ**

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যাকে আল্লাহ তাআ'লা ধন-সম্পদ দান করেন, কিন্ত সে তার সম্পদের যাকাত আদায় করে না,



কেয়ামতের দিন তার ধন সম্পদকে মাথায় ঝুটি বিশিষ্ট সাপে পরিণত করা হবে। যার চোখের উপর দু'টি তিলক থাকবে। সে সাপকে কণ্ঠহার রূপে তার গলায় পরিধান করান হবে। অতঃপর সে সাপ তার উভয় গণ্ডে কামড় দিয়ে বলবে, আমিই তোমার ধন ভাণ্ডার, অতঃপর নবী করীম (সঃ) কোরআন মজীদের এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

যার অর্থ– "যারা আল্লাহ তাআ'লা প্রদত্ত ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে কৃপণতা করে তারা যেন এ ধারণা না করে যে, এ (কৃপণতা) তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং তা তাদের জন্য খুবই অমঙ্গজনক। অতিসত্বর কেয়ামতের দিন একে কণ্ঠহার বানান হবে যাতে তারা কৃপণতা করছে।" —বোখারী, মেশকাত।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের যেসব মালিক হক (যাকাত) আদায় করে না, তাদের সে স্বর্ণ ও রৌপ্য জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে তখতী (পাত) বানান হবে। আর ঐ তখতী (পাত) জাহান্নামের আগুনে গরম করে তা দ্বারা তার পাঁজরে, ললাটে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। ঐ তখতী ঠাণ্ডা হলে পুনরায় তা জাহান্নামের আগুনে গরম করে দাগ দেয়া হবে। এভাবে বারবার তাকে উক্ত তখতী দ্বারা দাগ দেয়া হবে। এ শাস্তি হবে সে দিনভর যেদিনটি হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অর্থাৎ হাশর ময়দানে ঐ দিনে সমস্ত মানুষের পরিণতির সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার এ শাস্তি চলতে থাকবে। অতঃপর পরিশেষে এ বিপদ হতে মুক্তি পেয়ে সে হয় জান্নাত, অথবা জাহান্নামের আপন গন্তব্য পথে চলা শুরু করবে।

উপস্থিত সাহাবী (রা)দের মধ্য জনৈক সাহাবী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উটের যাকাত না দিলে তার বিধান কি হবে ? নবী করীম (সঃ) বললেন, উটের মালিক যদি তার উটের হক (যাকাত) আদায় না করে, তাহলে তারও কঠিন শাস্তি হবে। উটের হকসমূহের মধ্যে একটি হক হচ্ছে, যে দিন উটকে পানি পান করান হয়, সেদিন তার দুগ্ধও দোহন করতে হবে, তা হলে তাকে উন্মুক্ত হাশর ময়দানে ঐ উটের নীচে শোয়ান হবে। আর তার মোটা তাজা সমস্ত উটগুলো সেখানে উপস্থিত করা হবে, একটি বাচ্চা উটও সেখানে অনুপস্থিত থাকবে না। সেগুলো তাকে খুড় দ্বারা পাঁ দ্বারা আঘাত করতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে। এক পাল দলিত মথিত করে যাবার পর আর এক পাল এসে তাকে অনুরূপভাবে দলিত মথিত করতে থাকবে। পঞ্চাশ হাজার বছরের দিনটিতে মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তাকে এভাবেই শাস্তি দেয়া হবে। অবশেষে হয় সে জাহান্নামে, অথবা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আবার জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! গরু-ছাগলের যাকাত না দেয়া হলে তার শাস্তি কি হবে ? নবী করীম (সঃ) বললেন, গরু-ছাগলের যে মালিক তার হক (যাকাত) আদায় করবে না; তাকে কেয়ামতের দিন উন্মুক্ত ময়দানে শোয়ান হবে। সেখানে তার গরু-ছাগলগুলো সব উপস্থিত হবে, কোন

একটিও অনুপস্থিত থাকবে না। আর সেগুলো শিংবিহীন এবং ভাঙ্গা শিংবিশিষ্টও হবে না। অতঃপর এ গরু-ছাগলগুলো তাকে পা দ্বারা দলিত এবং শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে, আর পদযুগলের খুড় দ্বারা করবে দলিত মথিত। এক পাল এভাবে করে চলে যাবে, তারপর আর এক পাল এসে আবার তাকে দলিত মথিত এবং শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। পঞ্চাশ হাজার বছরের দিনটিতে মানুষের মধ্যে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তি এভাবে শাস্তি পেতে থাকবে। অবশেষে হয় সে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করবে —মেশকাত।

**কেয়ামতের দিন সর্বাধিক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ঃ**

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি ঢেকুর দিলে তিনি বললেন, তুমি কম কম- ঢেকুর দাও। কেননা কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী সময় সে ব্যক্তিই ক্ষুর্ধার্ত থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী সময় পেট ভরে রাখে। —শরহে সুন্নাহ, মেশকাত।

**দু'মুখা ব্যক্তির শাস্তি ঃ**

হযরত আম্মার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় দু'চেহারা বিশিষ্ট হবে। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যে এক দলের কাছে যেয়ে তাদের প্রশংসা করে এবং অন্য দলের কুৎসা গায়। আবার অন্য দলের কাছে গিয়ে তাদের প্রশংসা করে এবং প্রথম দলের কুৎসা গায়। কেয়ামতের দিন তাকে দু'টি আগুনের জিহবা দেয়া হবে। —দারেমী, মেশকাত।

**মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা এবং আড়ি পেতে গোপন কথা শোনার শাস্তি ঃ**

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "যে নিজের পক্ষ হতে রচনা করে মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, তাকে কেয়ামতের দিন দু'টি চুলের মধ্যে গিরা দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্ত সে কক্ষনোই গিরা দিতে সক্ষম হবে না। অতএব তাকে শাস্তির মধ্যে রাখা হবে। আর কোন ব্যক্তি যদি কোন দলের এমন কোন কথা শোনার জন্য আড়ি পাতে যা তারা তাকে শোনাতে চায় না, তাহলে কেয়ামতের দিন তার কানে সিসা গলিয়ে ঢেলে দেয়া হবে। আর কেউ কোন প্রাণীর ছবি অংকন বা বানালে কেয়ামতের দিন তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে, আর তাকে ঐ প্রাণীর আত্মা দান করে জীবিত করার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে কক্ষণোই সে প্রাণীর আত্মা প্রদানে সক্ষম হবে না।" —বোখারী; মেশকাত।

**জিল্লতি বা লাঞ্ছনার পোশাক ঃ**

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় গর্ব-অহংকার করা ও খ্যাতিলাভের জন্য পোষাক পরিধান করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা তাকে লাঞ্ছনা ও জিল্লতির পোশাক পরিধান করাবেন।" —আহমদ, আবু দাউদ।



**অন্যের ভূমি হরণকারীর শাস্তি ঃ**

রাসূলুললাহ (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ ভূমিও বিনা অধিকারে হরণ বা ভোগ দখল করে, কেয়ামতের দিন তাকে ভূমির সপ্ত স্তরের সর্বনিম্ন স্তরে ধসিয়ে দেয়া হবে। —বুখার-মেশকাত।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে আধহাত পরিমাণ জমিও জবর দখল করে নিলে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা তাকে ভুতলের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত খনন করতে বাধ্য করবেন। অতঃপর কেয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের বিচার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তার গলায় সপ্ত স্তরের ভুমি কণ্ঠহাররূপে ঝুলিয়ে দেয়া হবে।" —আহমদ, মেশকাত।

**ইলমেদ্বীন গোপন করার শাস্তি ঃ**

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কারো কাছে যদি কোন দ্বীনী এলমের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, আর তা জানা থাকা সত্ত্বেও যদি সে তা গোপন রাখে, তাহলে কেয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরিধান করান হবে। —তিরমিযী, আবু দাউদ, আহমদ।

যেহেতু সে এলমের বিষয়ে না বলে মুখ বন্ধ করে রেখেছিল, এ কারণে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি চয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ মুখে আগুনের লাগাম পরান হবে।

**গোস্‌সা হজমকারীর পুরস্কার**

হযরত সাহল (রা) স্বীয় পিতা মুয়াজ (রা) থেকে শুনে বলেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি গোস্বাকে হজম করে, অথচ কারণ অনুযায়ী তা করার ক্ষমতা তার রয়েছে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা সমস্ত মানুষের সামনে তাকে ডেকে বলবেন, তোমার মনে যে হুরকে পেতে চায়, তুমি তাকে গ্রহণ কর। —তিরমিযী, আবূ দাউদ।

**মক্কা মদীনায় মৃত্যুবরণকারীর পুরস্কার ঃ**

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনায় বসতি স্থাপন করে সেখানকার দুঃখ-কষ্টকে ধৈর্যের সাথে বরণ করে নেয়; কেয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে সাক্ষ্য দেব এবং সুপারিশ করব। আর যে ব্যক্তি মক্কা বা মদীনায় মৃত্যুবরণ করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা তাকে নিরাপদ ব্যক্তিদের মধ্যে সামিল করে উঠাবেন। —বায়হাকী -শোয়াবুল ঈমান।

**হজ্জের সফরের সময় মৃত্যুবরণকারীর পুরস্কার ঃ**

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, জনৈক সাহাবী (রা) নবী করীম (সঃ)-এর সাথে হজ্জে গমন করে আরাফার ময়দানে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ বাহন থেকে পড়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে মৃত্যু ঘটে। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমরা একে বড়ই পাতার পানি দ্বারা গোসল করাও। আর তার

এহরামের দু'খানা কাপড় দ্বারাই তাঁকে কাফন পরাও। কিন্তু তার দেহে সুগন্ধ লাগাবে না এবং তার মাথাও ঢাকবে না। কেননা কেয়ামতের দিন সে হজ্জের তালবিয়া (১) পাঠ করতে করতে কবর থেকে উঠে হাশর ময়দানে উপস্থিত হবে। —বোখারী।

**শহীদগণের মর্যাদা ও পুরস্কার ঃ**

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহর পথে (জিহাদে) কেউ আহত হলে, আর আল্লাহ-ই ভাল জানেন যে, কে তার পথে জখম হয়েছে। অর্থাৎ মনের নিয়তের অবস্থাটি আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন। সে কেয়ামতের দিন ঐ কাঁচা জখমসহ এমনভাবে উত্থিত হবে যে, তার জখম হতে তখনো রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। আর সে রক্তের রং লাল বর্ণই হবে এবং তা থেকে মেশকের সুগন্ধ পাওয়া যাবে। —বোখারী, মুসলিম।

**অন্ধকারে মসজিদে গমনকারীদের পুরুষ্কার ঃ**

হযরত বুরায়দাহ্ (রা) বলেন, রাসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "রাতের অন্ধকারে যারা মাসজিদে গমন করে, তাদেরকে এ সুসংবাদ দাও যে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে পুরাপরিভাবে নূর দান করা হবে।"—তিরমিযী, আবু দাউদ।

**মুয়াজ্জিনের পুরস্কার**

হযরত মুয়াবীয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "নামাযের জন্য যারা আযান দেয়, কেয়ামতের দিন তাদের গর্দান সবার চেয়ে বেশী লম্বা হবে।"

—মুসলিম।

**আল্লাহ প্রেমিকের পুরস্কার ঃ**

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন, "যারা আমার মহব্বতের কারণে একে অপরকে ভালবাসে, কেয়ামতের দিন তাদের জন্য নূরের মিম্বর (আসন) হবে। তাদের এমন সম্মান ও মর্যাদা দর্শনে নবী এবং শহীদগণও লোভাতুর হবেন (কেননা তারা তো নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে নূরের মিম্বরে বসবেন। আর নবী-রাসূল ও শহীগণ অন্যান্য লোকদের সুপারিশের জন্য ব্যস্ত থাকবেন।")

—তিরমিযী মেশকাত।

**আরশের ছায়ায় যারা থাকবেন ঃ**

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তাআ'লা হাশর ময়দানে নিজের আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন। যখন সে ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তারা হলেন ঃ

(১) মুসলমানদের সুবিচারক ও ইনসাফগার শাসক ও বাদশা।

(২) সেই যুবক যে আল্লাহ তাআ'লার বন্দেগীতে জীবন অতিবাহিত করেছেন।



(৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় মসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত মসজিদের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকে। অর্থাৎ তার অন্তর থাকে মসজিদে, দেহ থাকে বাইরে।

(৪) যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালবাসেন এবং সেই মহব্বতের জন্যই তারা একত্রিত হন। এবং সেই মহব্বতের কথা স্মরণ রেখেই পরস্পর থেকে পৃথক হন।

(৫) যে ব্যক্তি নিভৃতে একাকী অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে এবং তার ভয়ে নয়ন যুগল হতে অশ্রু প্রবাহিত হয়।

(৬) যে ব্যক্তিকে কোন পরমা সুন্দরী ও অভিজাত শ্রেণীর মহিলা ব্যভিচারের জন্য আহ্বান জানালে সে সুস্পষ্টভাষায় এ জওয়াব দেয় যে, আমি আল্লাহ তাআ'লা কে ভয় করি।

(৭) যে ব্যক্তি এমন সংগোপনে দান করে যে, তার বাম হাত জানে না তার ডান হাত কি দান করেছে। —বোখারী, মুসলিম।

**নূরের টুপি যিনি পাবেন ঃ**

হযরত মুয়াজ জুহায়নী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন অধ্যয়ন করে এবং তদানুযায়ী আমল করে, কেয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন এক নূরের টুপি পরান হবে, যার জ্যোতি সূর্যের সেই কিরণের চেয়েও উত্তম হবে, যে কিরণ দুনিয়ার তোমাদের ঘরে প্রবেশ করে। এখন তোমরাই বল যে, তাদের পিতা-মাতার অবস্থাই যখন এমন হবে, তখন কোরআন মজীদ অধ্যয়ন করে তদানুযায়ী যে আমল করে, তার সম্মান ও মর্যাদা কত উন্নত হতে পারে? —আহমদ আবু দাউদ।

**হালাল উপার্জকের পুরস্কার ঃ**

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল ও বৈধ পন্থায় এজন্য দুনিয়ার সহায়-সম্পদ রোযগার করে যে, সে নিজে ভিক্ষা করা থেকে বেঁচে থাকবে, নিজের পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করবে এবং নিজের পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ করবে। সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লার সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করবে যে, তার চেহারা হবে চতুর্দশী পুর্ণিমার শশির ন্যায় আলোকউজ্জ্বল। আর কোন ব্যক্তি যদি বৈধ পন্থায় এ জন্য দুনিয়ার সহায় সম্পদ রোযগার করে যে, সে অন্যান্য লোকের তুলনায় বেশি সম্পদ সঞ্চয় করবে এবং অন্যান্য লোকদের উপর গৌরব ও অহংকার প্রদর্শন করবে, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লার সাথে তার এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ হবে যে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত থাকবেন।

—বায়হাকী– শোয়াবুল ঈমান।

## আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব কোন উপকারে আসবেনা

হাশর ময়দানে প্রত্যেক লোকই থাকবে আত্মরক্ষার চিন্তায় বিভোর, কেউ কারো উপকারে আসবে না। একে অপর থেকে দূরে পালিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন পিতা দেবেন না পুত্রের কোন প্রতিদান। আর পুত্রও পিতার কোন দাবী পূরণ করতে পারবে না।' সূরা লুকমান।

কেয়ামতের দিনটি হবে খুবই বিপদ সংকুল ও নিঃসঙ্গ দিন। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে উপকারে আসে। কিন্তু কেউ যেন নির্বোধের ন্যায় মনে না করে যে, কেয়ামতের দিনও এরা উপকারে আসবে। এ ধারণা নিতান্ত ভুল। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ *

"যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না এবং একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদও করবেনা।" —সূরা মুমিনুন।

সূরা আবাসায় আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ *

"সেদিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন মানুষ স্বীয় ভাই, পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থেকে পালিয়ে যাবে।' —সূরা আবাসা।

অর্থাৎ কারো প্রতি সহমর্মিতা-সমবেদনা প্রকাশ করা তো দূরের কথা আপন আপন নিকটাত্মীয় থেকেও তারা দূরে পালিয়ে যাবে।

### বন্ধুও শত্রুতে পরিণত হবে ঃ

মহা বিচারের দিন একমাত্র সৎকর্মই মানুষের উপকারে আসবে। মানুষ সব চেয়ে বেশি ভরসা করে নিজ আত্মীয়-স্বজনের উপর। উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মানুষ মহাবিচারের দিন তার নিকটাত্মীয়দের থেকেও দূরে পালিয়ে যাবে। এরপর আসে বন্ধু-বান্ধবদের কথা। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ *

"এক বন্ধু অপর বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করবে না, অথচ একজন অপর জনকে দেখবে।" —সূরা মায়ারিজ, ১ম রুকু।



অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ *

"আল্লাহভীরু লোক ব্যতীত বন্ধুরা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে।" —সূরা যুখরফ- ষষ্ঠ রুকু।

### মানুষ আত্মীয়-স্বজনসহ সবকিছু দিয়েও নাজাত পেতে চাবে ঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "সেদিন অপরাধীরা নিজেদের শাস্তির পরিবর্তে নাজাতের জন্য নিজেদের সম্প্রদায়দেরকে, স্ত্রী, ভাই, এমনকি গোত্রীয় লোকজনকে যাদের সাথে সে বসবাস করত এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই মুক্তিপণরূপে দিতে চাইবে। কিন্তু তা কখনও গ্রহণ করা হবে না।

—সূরা মায়ারিজ, ১ম রুকু।

অর্থাৎ মহা বিচারের দিন মানুষ নিজে বাঁচার জন্য আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ জাতি-গোষ্ঠী, এমনকি সমস্ত পৃথিবীটাকে মুক্তিপণরূপে দিয়ে বাঁচতে চাইবে। আর তা দিতে সন্তুষ্ট চিত্তেই সম্মত থাকবে। কিন্তু তা কখনও করতে পারবে না। সেখানে আমল ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। সেদিন আত্মীয়-স্বজনরা কেন অপরের মুক্তির জন্য নিজেকে বিপদে ফেলতে চাইবে। মনে করুন কারো কাছে যদি কিছু থেকেও থাকে এবং অন্যকে বাঁচাবার জন্য কেউ যদি নিজকে উৎর্সগ করার জন্য প্রস্তুতও থাকে, তবু তা গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"যারা কুফরী ধর্ম ও মতবাদ গ্রহণ করে কুফরী অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তাদের কেউ যদি মুক্তিপণ স্বরূপ পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দিয়েও নিজে রেহাই পেতে চায়, তবে তা গ্রহণ করা হবে না। —সূরা আলে ইমরান।

## পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসার আবেদন

আল্লাহ তাআ'লা মহাবিচার দিনের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ "আপনি যদি সে সময় দেখতে পেতেন, যখন অপরাধীগণ নিজেদের প্রতিপালকের সম্মুখে মাথা অবনত করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা সবকিছু দেখলাম এবং শুনলাম, আপনি আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠান। আমরা সেখানে সৎকর্ম করব। আমাদের মনে এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। (তখন আপনি এক মর্মান্তিক দৃশ্য অবলোকন করবেন।)

তাদেরকে কখনই দুনিয়ায় ফেরত পাঠান হবে না। যদি পাঠানও হয় তাহলেও তারা পুনরায় দুনিয়ায় বসবাসকালে আল্লাহদ্রোহী আচরণ করবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ *

"যদি তাদেরকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠান হয়, তাহলে পুনরায় তারা গুনাহের কাজই করবে, যা নিষেধ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে তারা বড়ই মিথ্যাবাদী।"

**নেতাদের প্রতি দোষারোপ ঃ**

অবশেষে কাফেরগণ সবদিক বন্ধ দেখে তাদেরকে যেমন নেতা ও দলপতিগণ বিভ্রান্ত করেছে, তেমন তারাও তাদের প্রতি অভিশাপ দিতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"হে নবী! আপনি যদি সে সময়ের অবস্থাটি দেখতেন, যখন কাফের জালেমগণ নিজেদের প্রতিপালকের কাছে দাঁড়িয়ে একে অপরের প্রতি দোষারোপ করবে। এদের মধ্যে যারা দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর লোক, তারা উচুশ্রেণী ও নেতৃস্থানীয়দেরকে বলবে, তোমরা যদি না থাকতে তবে দুনিয়ায় থাকাকালে আমরা অবশ্যই ঈমান আনতাম। একথা শুনে নেতৃস্থানীয়রা দুর্বলদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে যখন হেদায়েত ও দ্বীনের কথা এসেছে, তখন কি আমরা তোমাদেরকে তা থেকে বিরত রেখেছিলাম? বরং তোমরা নিজেরাই অপরাধী হয়েছিলে। অতঃপর দুর্বল লোকেরা নেতৃস্থানীয়দেরকে বলবে– না, আমরা স্বেচ্ছায় অপরাধ করিনি বরং দিবা-রাতে তোমাদের প্রতারণা ও চালবাজিই আমাদেরকে বিপথগামী করেছে। তোমরা আমাদেরকে আল্লাহ তাআ'লার সাথে কুফরী করতে এবং তার সাথে শরীক করতে নির্দেশ দিতে। —সূরা সাবা, ৪র্থ রুকু।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বাতিলের অনুসারী এবং কুফর ও শিরকী আদর্শের নেতা ও অনুসারীদের মধ্যে পরকালে আল্লাহ তাআ'লার দরবারে যে বিতর্ক হবে তা-ই আগাম তুলে ধরেছেন। অনুসারীরা নেতাদেরকে বলবে তোমরাই আমাদের সর্বনাশ করেছ। আমাদেরকে তোমরাই আল্লাহদ্রোহী বানিয়েছ। নেতারা বলবে, আমরা কখন তোমাদেরকে কুফরী ও শিরকী করার জন্য বাধ্য করেছি? তোমরা নিজেরাই তো কুফরী করেছ এবং নিজেরাই তো অপরাধী হয়েছ। একথা শুনে অনুসারীরা বলবে, তোমরা আমাদের বাধ্য করনি বা হাত ধরে বিরত রাখনি বটে। কিন্তু তোমাদের কারসাজি, প্রতারণা ও প্রচারণার কারণে আমরা সত্য গ্রহণ করতে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী হতে বিরত রয়েছি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

"তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অনুসারীগণ তাদের নেতাদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের কাছে খুব ঘনঘন যাতায়াত করতে। (যার কারণে আমরা তোমাদের কথা মেনে চলেছি)। তখন নেতাগণ বলবে, (আমাদের দোষ কি) তোমরা বরং নিজেরাই ঈমান আননি। আমরা তো তোমাদের প্রতি কোন জোর জবরদস্তী করিনি, বরং তোমরা ছিলে একটি বিদ্রোহী সম্প্রদায়। সুতরাং আমাদের সকলের উপরই প্রতিপালকের বিধান প্রযোজ্য হয়েছে। আমাদের সবাকেই কর্মফলের স্বাদ নিতে হবে। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছি এবং আমরাও বিভ্রান্ত ছিলাম। —সূরা সাফফাত– ২য় রুকু।

উপরোক্ত আয়াতে নেতা ও অনুসারীদের মধ্যে বির্তক ও অভিযোগের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ মানুষ ও অনুসারীরা নেতাগণকে এ বলে



দোষারোপ করবে যে, তোমরা আমাদের কাছে খুব ঘন-ঘন যাতায়াত করতে এবং বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখা দ্বারা আমাদেরকে অসত্য গ্রহণ করতে প্ররোচিত করতে। বাতিলের দলে যোগদান করতে আহ্বান জানাতে এবং ঈমান গ্রহণ করা হতে বিরত রাখতে। প্রত্যুত্তরে নেতারা বলবে, আমরা তোমাদেরকে কিভাবে প্ররোচিত করলাম এবং কিভাবে ঈমান গ্রহণ করা হতে বিরত রাখলাম? আমরা তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশের পথে কোন বাধা দেইনি, বরং তোমরা নিজেরই জ্ঞান বুদ্ধি ও সুবিচারের সীমালংঘন করেছিলে। তোমরা নসীহতকারীদের কথা মাননী। ফলে আমাদের বিভ্রান্তি ও ধূম্রজালে আবদ্ধ হয়েছ। পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে জ্ঞান খাটিয়ে কাজ করলে আমাদের কথায় কান দিতে না এবং আল্লাহ তাআ'লার নবী রাসূলদের কথা হতেও মুখ ফিরিয়ে থাকতে না। আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম। সুতরাং পথভ্রষ্টদের থেকে কি আশা করা যায়। তারা তো অন্যকে পথভ্রষ্ট করবে। এখন তোমরা আমরা উভয়ই শাস্তি ভোগ করব।

এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের আর এক স্থানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "সুতরাং তারা সকলেই সে দিন শাস্তিতে অংশ গ্রহণ করবে। আমি অপরাধীদের সাথে এমনই ব্যবহার করি। যখনই তাদের কাছে বলা হত যে, আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তখনই তারা গৌরব-অহংকার করে (তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকত)। আর তারা বলতো, আমরা কি একজন পাগল কবির কথায় আমাদের মাবুদগণকে পরিত্যাগ করব?" —সূরা সাফফাত– ২য় রুকু।

নেতা হোক বা সাধারণ অনুসারী হোক যারাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' -এর মতবাদকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ তাআ'লাকে মাবুদরূপে স্বীকার করাকে নিজের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করে। আর আল্লাহ তাআ'লার রাসূলকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে, কিংবা তাঁকে পাগল কবি বলেআখ্যায়িত করে, তাদের সকলকেই সেদিন চিরস্থায়ী কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করা হবে। এটা কখনো হবে না যে, পথভ্রষ্টকারী বেঈমান নেতাদেরকে শুধু শাস্তি দেয়া হবে, আর তাদের অনুসারী ও সাধারণ লোকদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। বরং নেতা; অনুসারী ও সাধারণ বেঈমান-কাফের সকলকেই জাহান্নামের অনলকুণ্ডলে চিরস্থায়ীভাবে নিক্ষেপ করা হবে।

**নেতাদের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি ঃ**

হাশর ময়দানে কাফেরদের নেতা তাদের অনুসারীদের দায়-দায়িত্ব বহন করতে অস্বীকার করবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ *

"যাদের কথা অনুযায়ী অন্যরা চলত অর্থাৎ নেতাগণ তাদের অনুসারীদের দায়-দায়িত্ব বহন করতে তখন অস্বীকার করবে, যখন তারা অশান্তি প্রত্যক্ষ করবে। আর সেদিনই তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হবে।"—সূরা বাকারা- ১৬৬।

মহাবিচারের দিন নেতারা তাদের অনুসারীদের প্রতি অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ প্রকাশ করবে। তারা তাদেরকে কোনরূপ সাহায্য-সহানুভূতি প্রদর্শন করবে না এবং তা করতে সক্ষমও হবে না। সেদিন নেতাদের কথায় যারা চলত এবং তাদের প্রস্তাবমালাকে যারা হাত নেড়ে সমর্থন জানাত, তারা নেতাদের প্রতি যারপর নেই গোস্‌সা হবে। যেমন কোরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে অনুগামীদের ক্রুদ্ধ ও গোস্‌সার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

"সাধারণ অনুসারীরা বলবে, আমাদের যদি একবার দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন হয়, তাহলে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব; যেমন আজ তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ তাআ'লা তাদের কার্যাবলীকে পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখাবেন। তারা কখনো অনলকুণ্ড হতে বের হতে পারবে না।" —সূরা বাকারা - ১৬৭।

কোরআনে করীম হাশর ময়দানের বিভিন্ন অবস্থা ও সর্বনাশা অবস্থা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। সেখানে সহমর্মিতা ও সমবেদনা প্রকাশ তো দূরের কথা, একজন অপরজনকে দেখে দূরে পালাবে। তারাই হবে হতভাগা যারা কুরআনের দাওয়াতকে গ্রহণ করেনি, মন দিয়ে তা শোনেনি এবং তার উপদেশাবলীকে জীবনে বাস্তবায়িত করেনি।

## হাশর ময়দানে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সর্বোচ্চ সম্মান লাভ

### শাফাআ'ত, মাকামে মাহমুদ, উম্মতে মোহাম্মাদীর উচ্চাসন

হাশর ময়দানে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স) শাফাআ'তের মর্যাদা ও মাকামে মাহমুদ লাভ করবেন এবং তৎসঙ্গে উম্মতে মুহাম্মদীও উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবে।

হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন হাশর ময়দানে আমিই হব সমস্ত আদম সন্তানের নেতা, কিন্তু এজন্য আমি কোন গৌবর ও অহংকারবোধ করছিনা। (বরং নেয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যেই তা বলা হল।) আমার হাতে থাকবে আল্লাহ তাআ'লার হামদের (প্রশংসার) ঝাণ্ডা। এজন্যও আমি গৌরব করছি না। সেদিন প্রত্যেক আদম সন্তান এবং অন্যান্য সবাই আমার ঝাণ্ডাতলে থাকবে। আর কেয়ামতের দিন কবর হতে সর্বাগ্রে আমিই উত্থিত হব। এটা আমি গৌরব অহংকার করার জন্য বলছি না (বরং সত্য প্রকাশ ও নেয়ামতের শুকরিয়ার জন্য বলছি)। —তিরমিযী, মেশকাত।



অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন হাশর ময়দানে আমি হব নবীদের অগ্রগামী নেতা এবং তাদের মুখপাত্র ও শাফাআ'তের অধিকারী। এটা গৌরর অহংকার ছাড়াই বর্ণনা করছি। —তিরমিযী, মেশকাত।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে কোন এক দাওয়াতের মজলিসে ছিলাম। নবী করীম (সঃ)-এর খেদমতে একখানা বকরীর রান পেশ করা হল। তিনি রানের গোশত পছন্দ করতেন। তা হতে তিনি কামড়িয়ে কিছু গ্রহণ করলেন আর বললেন, কেয়ামতের দিন আমি সমস্ত মানুষের নেতা হব। তা প্রকাশ হওয়ার পদ্ধতি তোমাদের জানা আছে কি? অতঃপর তিনি নিজেই প্রত্যুত্তরে বললেন, আল্লাহ তাআ'লা পূর্বের ও পরের সমস্ত মানুষকে একটি উন্মুক্ত ময়দানে জমায়েত করবেন। তখন একজন দর্শক সবাইকে দেখতে পাবেন এবং একজন ঘোষক তার আহবান সবাইকে শোনাতে পারবেন। তখন আকাশের সূর্য হবে তাদের নিকটবর্তী। এ সময় মানুষ এত কঠিন বিপদ ও অস্থিরতার মধ্যে থাকবে যা ধৈর্য-সহিষ্ণুতার অতীত।

এহেন ব্যাকুলতা ও অস্থির অবস্থায় মানুষ পরস্পর বলাবলি করবে, তোমরা কিরূপ বিপদগ্রস্ত তা সুস্পষ্ট, অতএব তোমাদের কেউ কি এমন কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে সন্ধান করে আনতে পারে না, যে প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। অতঃপর একজন অপরজনকে বলবে, তোমাদের আদি পিতা আদম (আ) এ কাজের যোগ্য ব্যক্তি। তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে আবেদন কর। অতএব তাঁর কাছে এসে লোকেরা বলবে, হে আদম! আপনি সমস্ত মানুষের আদি পিতা। আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মধ্যে তাঁর আত্মাকে ফুঁকিয়ে দিয়েছেন। আর ফেরেশতাগণকে আপনার প্রতি সম্মান প্রর্দশনের নির্দেশ দিলে তারা আপনাকে সেজদা করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ দেন। সুতরাং, আপনি কি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করবেন না ? আপনি নিজেই তো দেখছেন যে, আমরা কত মর্মান্তিক বিপদে রয়েছি। তখন আদম (আ) বলবেন, তোমরা বিশ্বাস কর, আমার প্রতিপালক আজ এতটা গোস্‌সা অবস্থায় আছেন যে, এর পূর্বে বা পরে কখনো তিনি এত গোস্‌সা হননি। আমার প্রতিপালক আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমার দ্বারা তার আদেশ লংঘন হয়েছে। (তাই আজ আমি নিজের চিন্তায় অস্থির।) আল্লাহ আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা হযরত নূহ (আ)-এর কাছে গেলে তিনি হয়তো তোমাদের উপকার করতে পারেন।

অতঃপর লোকেরা হযরত নূহ (আ)-এর কাছে গিয়ে আবেদন করবে, আপনি হচ্ছেন দুনিয়ার মানুষের কাছে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার প্রথম রাসূল। আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে শোকর গুজার বান্দা বানিয়েছেন। আপনি নিজেই

দেখছেন যে, আমরা কত মর্মান্তিক বিপদে আছি এবং আমাদের অবস্থা কত শোচনীয়। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করবেন ?

হযরত নূহ (আঃ) প্রত্যুত্তরে বলবেন, তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমার প্রতিপালক আজ এতটা গোস্‌সা হয়েছেন যে পূর্বে তিনি কখনো এত গোস্‌সা হননি। আর আজকের পরও তিনি কখনো এতটা গোস্বা হবেন না। আর এটাও বাস্তব কথা যে, আমি আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করেছিলাম, এজন্য আমার জবাবদিহির আশংকা রয়েছে। আল্লাহ আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। হযরত ইবরাহীমের (আ) কাছে গেলে হয়ত তিনি তোমাদের উপকার করতে পারেন। এরপর লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসবে এবং তাঁকে বলবে, আপনি আল্লাহর নবী এবং আল্লাহর নির্বাচিত বন্ধু। আমাদের জন্য আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি নিজেই আমাদের দুরাবস্থা অবলোকন করছেন। তখন হযরত ইবরাহীম (আ) বলবেন, তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমার প্রতিপালক আজ এতটা গোস্‌সা হয়েছেন যা এর পূর্বে কখনো হননি এবং পরেও কখনো হবেন না। আমি দ্বীনি প্রয়োজনে তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলাম। আমি ভয় করছি যে, এজন্য কখন আমাকে ধরা হয়। একথা বলে তিনি তার মিথ্যা বলার বিষয়গুলো উল্লেখ করবেন। অবশেষে তিনি বলবেন, আল্লাহ আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে যাও। হয়ত তার দ্বারা তোমরা উপকৃত হতে পারবে। তখন লোকেরা হযরত মূসা (আ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, হে মূসা! আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনাকে আল্লাহ তাআ'লা রিসালত দান করে এবং আপনার সাথে বাক্যালাপ করে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি নিজেই তো আমাদের দুরাবস্থা দেখছেন। তখন হযরত মূসা (আ) বলবেন, তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমার প্রতিপালক আজকের ন্যায় এতটা গোস্‌সা আর কখনো হননি এবং ভবিষ্যতেও এমন গোস্‌সা কখনো হবেন না। বাস্তব কথা হল আমি এক লোককে হত্যা করেছিলাম, যাকে হত্যা করার কোন নির্দেশ আল্লাহ আমাকে দেননি। সুতরাং আল্লাহ আমাকে বাঁচাও! আল্লাহ আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। হয়ত তিনি তোমাদেরকে উপকার করতে পারেন। অতঃপর লোকেরা হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে যাবে এবং তাকে বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং তার বাণী যা তিনি আপনার মাতা মরিমের কাছে পৌছায়েছেন। আপনি দোলনায় থাকতেই মানুষের সাথে কথা বলেছেন। এটা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব। আপনি আমাদের দুরাবস্থা নিজ চোখেই দেখছেন। আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি



বলবেন, তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ তাআ'লা আজ এতটা গোস্‌সা হয়েছেন, যা ইতিপূর্বে কখনো হননি এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবেন না। একথা বলার পর নবী করীম (সঃ) হযরত ঈসা (আ)-এর কোন পদস্খলনের কথা উল্লেখ করেননি; যা স্মরণ করে তিনি সুপারিশ করতে অস্বীকার করবেন। বরং হযরত ঈসা (আ) বলবেন, হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে যাও (তিনি তোমাদের উপকার অবশ্যই করবেন)। নবী করীম করীম (সঃ) বলেন, অতঃপর লোকেরা আমার কাছে আসবে এবং বলবে হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীকুলের শেষ নবী (সঃ), আল্লাহ তাআ'লা আপনার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেছেন। আমরা দুরাবস্থায় আছি তাতো আপনি নিজেই দেখছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। একথা শুনে আমি রওয়ানা হব এবং আরশের নিম্নদেশে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদায় রত হব। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা আমার কাছে তাঁর উত্তম প্রশংসা ও নীতিবাক্য তুলে ধরবেন, যা আমার পূর্বে কারো কাছে প্রকাশ করেননি। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ওহে মুহাম্মদ! মাথা উত্তোলন কর এবং তোমার যা ইচ্ছে প্রার্থনা কর, তোমার দাবী পূরণ করা হবে। আর তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশও গ্রহণ করা হবে। অতঃপর আমি মাথা উত্তোলন করে, আবেদন করব; হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের প্রতি দয়া করুন। হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের প্রতি দয়া করুন। হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের প্রতি দয়া করুন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ওহে মুহাম্মদ! তোমার উম্মতের যেসব লোকের কোন হিসাব নিকাশ নেই তাদেরকে নিয়ে জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাও। এ দরজা ছাড়া অন্য দরজা পথেও প্রবেশ করা তাদের ইচ্ছাধীন বিষয়।

অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, তাঁর নামে শপথ! জান্নাতের দরজা এতটা প্রশস্ত হবে যে, মক্কা-মদীনার মধ্যে যতটা ব্যবধান। অর্থাৎ মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব সমান হবে জান্নাতের প্রশস্ততা। অথবা তিনি বলেছেন, মক্কা ও বসরার মধ্যবর্তী স্থানের সমান জান্নাতের দরজার প্রশস্ততা। —বোখারী, মুসলিম, আত্‌তারগীব আত্‌তারহীব।

হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) শাফায়াতের বিবরণ দান করার পর কোরআন মজীদের এ আয়াতটি পাঠ করেনঃ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا* (অতিসত্বর আপনার প্রতিপালক আপনাকে মাকামে মাহমুদের দণ্ডায়মান করাবেন।) অতঃপর বললেন, এটাই হচ্ছে সে মাকামে মাহমুদা যা তোমাদের নবীর সাথে তা প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়েছে। —বোখারী, মুসলিম।

### উম্মতের মুহাম্মদীর পরিচিতি ঃ

হযরত আবুদ্‌দারদা (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল হযরত নূহ (আ)-এর উম্মত হতে শুরু করে আপনার উম্মত পর্যন্ত দুনিয়ায় বিপুল মানুষের আগমন হয়েছে। এত মানুষের মধ্যে কেয়ামতের ময়দানে আপনার উম্মতকে আপনি কিভাবে চিনতে পারবেন? জবাবে হযরত করীম (সঃ) বললেন, অযুর প্রভাবে তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে এবং হস্ত ও পদযুগল হবে শুভ্র। উম্মতে মুহাম্মদী ছাড়া এমন নির্দশন অন্য কোন উম্মতের হবে না। আমি তাদেরকে এ কারণে চিনতে পারব যে, তাদের আমলনামা সর্বাগ্রে তাদের ডান হাতে দেয়া হবে। আরও চিনবার নির্দশন হল, তাদের মৃত নাবালক সন্তানেরা তাদের সম্মুখে দৌড়া-দৌড়ি করতে থাকবে।

—আহমদ, মেশকাত।

## হাউজে কাওছার

হাশর ময়দানে বিপুল সংখ্যক বড় বড় হাউজ থাকবে। নবী করীম (সঃ) বলেন, প্রত্যেক নবীর জন্যই এক একটি হাউজ থাকবে। আর প্রত্যেক নবীই যার পানকারীদের সংখ্যা বেশি হবে সেজন্য গৌরব বোধ করবেন। প্রত্যেক নবীর হাউজ থেকে তার নিজ নিজ উম্মতগণ পানি পান করবে। আমি আশা করি সর্বাধিক সংখ্যক লোক আমার কাছে পানি পান করার জন্য আসবে (কারণ অন্যান্য নবীর উম্মতের তুলনায় উম্মতে মুহাম্মদীর সংখ্যা হবে সর্বাধিক)।

—তিরমিযী।

হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কেয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করবেন? নবী করীম (সঃ) বললেন, হাঁ; আমি তোমার জন্য সপারিশ করব। আমি আরয করলাম– হাশর ময়দানে আমি আপনাকে কোথায় ন্ধান করব? তিনি বললেন, প্রথমত আমাকে পুলসেরাতের কাছে সন্ধান করবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সেখানে আপনাকে না পেলে কোথায় সাক্ষাত করব? তিনি বললেন আমলনামা পরিমাপের জন্য দাঁড়িপাল্লার স্থানে সন্ধান করবে। আমি বললাম, সেখানেও না পেলে আমি আপনার সাক্ষাতের জন্য কোথায় যাব? তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, হাউজে কাওছারের কাছে আমাকে সন্ধান করবে। এ তিনটি স্থানের কোন একটি স্থানে অবশ্যই আমাকে পাবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

### রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাউজে কাওছারের বৈশিষ্ট্য ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার হাউজে কাওছারটি এত লম্বা ও প্রশস্ত হবে, যার এক দিক হতে অন্য দিকে যাওয়ার জন্য এক মাসের সময়ের প্রয়োজন হবে। হাউজটি সমান চৌকোণ বিশিষ্ট। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ত সমান। তার পানি দুধের চেয়েও শুভ্র এবং তার



সুঘ্রাণ মেশকের চেয়েও উত্তম হবে। আর তার লোটা বা পান পাত্রগুলো আকাশের তারকার সংখ্যার সম পরিমান হবে। কেউ আমার হাউজে কাওছারের পানি একবার পান করলে সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। —বোখারী, মুসলিম।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার হাউজে কাউছার দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততার দিক দিয়ে এত বিরাট হবে যে, তার একদিক হতে অপর দিকের ও দূরত্ব হচ্ছে ওমান হতে এডেনের দূরত্ব ও ব্যবধানের চেয়েও বেশি। তোমরা বিশ্বাস কর, তার পানি বরফের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও অতিশয় মিষ্টি। আর তার বরতনগুলো আকাশের তারকার সংখ্যার চেয়েও অধিক। অন্যান্য নবীর উম্মতগণ আমার হাউজে কাউছারের কাছে আসলে আমি তাদেরকে বিতাড়িত করব। যেমন দুনিয়ায় অন্য লোকের উটকে নিজের হাউজে পানি পান করা হতে বিতাড়িত করা হয়। সাহাবী (রাঃ)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ দিন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন ? নবী করীম (সঃ) বললেন, অবশ্যই চিনতে পারব। কেননা সেদিন তোমাদের একটি বিশেষ নিদর্শন হবে। সে নিদর্শন অন্য কোন উম্মতের হবে না। আর তা হল তোমরা হাউজে কাউছারের নিকট আমার কাছে এমন অবস্থায় আসবে যে, তখন অযুর প্রভাবে তোমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে এবং পদ ও হস্তযুগল হবে (কনুই পর্যন্ত ও পদযুগল গিরা পর্যন্ত) শুভ্র। —মুসলিম।

অন্য এক বর্ণনা মতে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আকাশের তারকার সংখ্যা পরিমাণ হাউজে কাউছারের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অগণিত পেয়ালা পরিলক্ষিত হবে। —মুসলিম, মেশকাত।

নবী করীম (সঃ) আরও বলেছেন, আমার হাউজে কাউছারের দু'টি প্রবাহমান প্রণালী থাকবে, যার মাধ্যমে জান্নাতের নহর হতে পানি প্রবাহিত হয়ে হাউজে কাউছারের পানি বৃদ্ধি করবে। সে প্রণালী দু'টির একটি হবে স্বর্ণের এবং অপরটি হবে রৌপ্যের প্রণালী। —মুসলিম।

### সর্বাগ্রে হাউজে কাউছারে উপনীত ব্যক্তিগণ ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার হাউজটি এত বিরাট হবে যে, এডেন থেকে ওমান পর্যন্ত মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান হবে তার দৈর্ঘ্য। আর পানি হবে বরফের চেয়েও অতিশয় ঠাণ্ডা এবং মধুর চেয়ে অতিশয় সুমিষ্ট। আর মেশকের চেয়ে অতিশয় সুগন্ধ বিশিষ্ট। তার পেয়ালা হচ্ছে আকাশের তারকার সংখ্যার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। কেউ এ থেকে একবার পানি পান করলে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। আমার এ হাউজের কাছে সর্বাগ্রে যারা উপস্থিত হবে তারা হচ্ছে মুহাজিরদের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তিগণ। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি অবস্থায় উপস্থিত হবে? নবী করীম (সঃ) বললেন, দুনিয়ায় যাদের মাথার চুল এলোমেলো ছিল, আর পরিশ্রম ও ক্ষুধা ও ক্লান্তির কারণে

যাদের চেহারা পরিবর্তিত হয়েছিল, তাদের জন্য রাজা-বাদশা ও শাসকদের দরজা থাকত রুদ্ধ। উত্তম ও সুন্দরী রমনীদেরকে তাদের কাছে বিয়ে দেয়া হত না। তাদের জিম্মা ও দায়িত্বে কারো কোন হক থাকলে তা যথাযথভাবে আদায় করা হত। আর তারা কারো কাছে পাওনা থাকলে, তা পুরাপুরি ফিরায়ে দেয়া হত না বরং কিছু হ্রাস করা হত। —আত্তারগীব আত্তারহীব।

অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের অভাব-অনটন এতটা প্রকট ছিল যে, মাথার চুল পারিপাটি করার এবং পরিধানের কাপড় পরিষ্কার-পরিছন্ন রাখার মত আর্থিক ক্ষমতাও তাদের ছিল না। বাহ্যিকভাবে পারিপাটি ও সুমার্জিত্ব হয়ে চলার দিকে তাদের মনে কোন প্রবণতাও ছিল না। এর প্রতি তারা খেয়ালও করতেন না, এজন্য সময় ব্যয় করাকেও তারা পছন্দ করতেন না। পরকালের চিন্তা ও কাজে ব্যাঘাত হয় এমন কোন কাজ তারা করতেন না। দুনিয়ায় তাদের দুঃখ দুর্দশা ও চিন্তা-ভাবনা তাদেরকে এতটা বিষণ্ন রাখত যে, পরিপাটি করার খেয়ালই তাদের মনে উদয় হত না। তাদের চেহারায় ফুটে থাকত দুঃখ দৈন্যতার ছাপ। দুনিয়ার মানুষ তাদেরকে এতটা তুচ্ছ জ্ঞান করত যে, দুনিয়ার মজলিস ও অনুষ্ঠানে তাদের দাওয়াত দেয়া তো দূরের কথা, সেসব স্থানের দরজা থাকত তাদের জন্য রুদ্ধ। আর ধনাঢ্য ও কুলিন পরিবারের মেয়েদেরকেও আল্লাহর এসব খাস বান্দাদের সাথে বিয়ে দেয়া হত না। কিন্তু পরকালে তাদের সম্মান ও মরতবা হবে সবার চেয়ে উন্নত। তারাই সর্বাগ্রে হাউজে কাউছারের কাছে উপস্থিত হবেন। অন্যান্য লোকেরা তাদের পরে এসে এ পবিত্র হাউজে পানি পান করবে। তবে শর্ত হল ঈমানদার ও পুণ্যবান বান্দা হতে হবে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-কে যখন এ হাদীস শোনান হল যে, হাউজে কাউছারে সর্বাগ্রে গরীব মুহাজিরগণ উপস্থিত হবেন। যাদের মাথার চুল এলোমেলো থাকত এবং সুন্দরী ও কমনীয় নারীদেরকে তাদের কাছে বিয়ে দেয়া হত না। আর তাদের জন্য ধনীলোকদের দরজা থাকত রুদ্ধ। এ হাদীস শুনে তিনি খুব ভীতবিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং বলে উঠলেন, আমি তো এমন নই। আমার বিবাহবন্ধনে রয়েছে আবদুল মালেকের কন্যা ফাতেমা। আমার জন্য তো দুয়ার উম্মুক্ত রাখা হয়। সুতরাং এখন থেকে আমার কাজ হবে আমি কখনো মাথা ধৌত করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত ধূলা মলিন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি দেহ ধৌত করব না। —আত্তারগীব আত্তারহীব।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) ছিলেন মুসলিম জাহানের একজন ন্যায় পরায়ন আল্লাহভীরু খলীফা। যাকে খোলাফায়ে রাশেদার মধ্যে গণ্য করা হয়। তার পরকালের চিন্তা ও আল্লাহভীরুতার বহু ঘটনা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবে বিদ্যমান।

### হাউজে কাউছার হতে যারা বিতাড়িত হবে ঃ

হযরত সাহল ইবনে সাহদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একথা নিশ্চিত মনে করবে যে, কেয়ামতের দিন হাউজে কাউছারের কাছে তোমরা



আমার সম্মুখীন হবে। (পানি পান করার জন্য তোমরা সেখানে উপস্থিত হবে।) যারা আমার নিকট দিয়ে গমন করবে, তারা আমার হাউজের পানি পান করবে। আর যারা পানি পান করবে, তারা কখনও পিপাসাকাতর হবে না। আমার কাছে পানি পান করার জন্য এমন কিছু লোকের আগমন হবে, যাদেরকে আমি চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে। কিন্তু তারপর আমার ও তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে। তারা তখন পানি পান করা হতে বঞ্চিত হবে। আমি তখন বলব এরা আমার লোক, এদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে কেন? তাদেরকে আসতে দেয়া হোক। তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, এরা আপনার অবর্তমানে ধর্মের ব্যাপারে কি কি নতুন নতুন বিদায়াত সৃষ্টি করেছে। একথা শুনে আমি বলব, আমার থেকে তোমরা দূর হও দূর হও, যারা আমার পর দ্বীনের মধ্যে নানা রকম বিদয়াত ও নতুনত্ব সৃষ্টি করছ। —বোখারী, মুসলিম।

কেয়ামতের দিন প্রচণ্ড রৌদ্রতাপের কারণে মানুষ যখন তৃষ্ণাকাতর হয়ে ছটফট করতে থাকবে, তখন বিদয়াত সৃষ্টিকারীদের অবস্থা কতই না খারাপ ও বিপর্যদস্ত হবে। তারা হাউজে কাউছারের নিকট এসে পানি পান করতে চাইলে পানি পান করতে দেয়া হবে না। তাদেরকে ধাক্কিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে। সৃষ্টিকুলের দয়ার প্রতীক মহানবী (সঃ) তাদের বিদ্য়াত সৃষ্টির অবস্থা শুনে তাদেরকে 'দূর হও, দূর হও' বলে তাড়িয়ে দেবেন।

কোরআন-হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে এবং তা থেকে যা কিছু উদ্ভাবন হয়, সে অনুযায়ী জীবন যাপনের মধ্যেই রয়েছে ইহকাল-পরকালের কল্যাণ।

এ যমানার মানুষ ধর্মের মধ্যে হাজার প্রকার বিদ্য়াত সৃষ্টি করে রেখেছে। দ্বীনের মধ্যে কোরআন সুন্নাহর বিপরীত নতুনত্ব সৃষ্টি করে তার প্রচলন ঘটিয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়া অর্জন করা এবং নফসের দাবী পূরণ করে কিছু স্বার্থ হাসীল করা। দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার বিদ্য়াত রুসুম রেওয়াজে ভরে গেছে। এসব বিদায়াতী লোকদেরকে দ্বীনের কথা বুঝান হলে এবং বিদ্য়াত গুনাহের কথা বলা হলে তারা তা খারাপ মনে করে থাকে। আমাদের সরল সোজা কথা হচ্ছে, যে কোন কাজই করা হোক না কেন, নবী করীম (সঃ) যা কিছু বলেছেন এবং যা কিছু করেছেন সে অনুযায়ীই আমল করতে হবে।

বর্তমান যুগে অগণিত পীর-ফকীরগণ শত সহস্র প্রকার বিদয়াত সৃষ্টি করে দ্বীনের নামে নতুন এক বাজার সৃষ্টি করে রেখেছে। তারা এ বাজার থেকে খাজনা উসল করে। তাদের কাছে এসব কাজের দলিল প্রমাণ চাওয়া উচিত বা জিজ্ঞেস করা উচিত যে, এসব কাজ নবী করীম (সঃ) করেছেন কি না? অথবা কোরআন হাদীসের কোন কিতাবে আছে কি না? কিংবা নবী করীম (সঃ) এসব কাজ করা পছন্দ করেছেন কি না ?

জন্ম-মৃত্যু ও বিয়ে শাদীর ব্যাপারে মহিলাগণ এবং পীর-ফকীরগণ বিরাট বিরাট বিদ্য়াত ও শরীয়তের বিপরীত রুসুম রেওয়াজ সৃষ্টি করে রেখেছে। সুয়ম

পালন, চেহলাম পালন, কবরের উপর মূল্যবান গিলাফ বিছান, কবরকে গোসল দান, কবরের উপর আতর-গোলাপ ছিটান ও আগর বাতি জালান ইত্যাদি নানা রকম বিদ্‌য়াত সমাজে প্রচলন করা হয়েছে। এসব বিদয়াতের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। হাশর ময়দানে প্রচণ্ড তৃষ্ণা-কাতর অবস্থায় তারা কি হাউজে কাউছার হতে বিতাড়িত হতে প্রস্তুত? তা তাদের চিন্তা করা উচিত। কবরকে কেন্দ্র করে উরসের গরম বাজারের কথা তো আছেই। তদুপরি কবরকে সেজদা করা, পীর ফকীরকে সেজদা করা শুধু বিদয়াতই নয় বরং সুস্পষ্ট শিরকী কাজ। এ কাজ করলে ঈমান থাকে না। অতএব আমাদের চিন্তা করা উচিত এ যুগের পীর-ফকীরেরা নিজেরা কোথায় গিয়ে পৌছেছে এবং তাদের মুরীদগণকে ওরা কোথায় নিয়ে পৌছিয়েছে।

## স্বীয় পিতার নাম ধরে ডাকা হবে

হযরত আবি দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামসহ তোমাদের নাম ধরে ডাকা হবে। (অর্থাৎ হে খালেদের পুত্র আবদুল্লাহ বলে ডাকা হবে।) সুতরাং তোমরা ভাল নাম রাখবে। —আবু দাউদ, আহমদ।

সমাজে কথিত আছে যে, কেয়ামতের দিন মাতার নাম উল্লেখসহ ডাকা হবে। একথা ঠিক নয় বরং মনগড়া কথা। ইমাম বোখারী (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে 'পিতার নামে ডাকা হবে' এ শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, কেয়ামতের দিন পিতার নাম উল্লেখ করেই ডাকা হবে। মুয়ালিমুত তানযীল' গ্রন্থে মাতার নাম উল্লেখ করে ডাকার তিনটি কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এসব কথা তার নিজস্ব ও মনগড়া, শুধু সমাজে প্রচলিত থাকার কারণে লেখা হয়েছে। গ্রন্থকার তিনটি কারণ উল্লেখের পর লেখেছেন যে, এ কথার বিপরীতে বিশুদ্ধ হাদীস বর্তমান। সুতরাং হাদীসের বিপরীত এবং ভিত্তিহীন কথা গ্রহণ করা যায় না।

## কেয়ামত মানুষকে সম্মানিত ও অপমানিত করবে

হাশরের ময়দানে দুনিয়ার অনেক অবহেলীত লোক হবে সম্মানীত। আর অনেক গর্বিত ও অহংকারী ধনশালী লোক হবে অপমানিত। কেয়ামত হচ্ছে সম্মানিত ও অপমানিত হওয়ার দিন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ *

"যখন মহা প্রলয় সংঘটিত হবে। তা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও মিথ্যার লেশ নেই। সে মহাপ্রলয় (কেয়ামত) কতককে করবে হীন ও অপমানিত, আর কতককে করবে সম্মানিত ও উন্নত।" —সূরা ওয়াকিয়া, ১ম রুকু।



কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে তাদের আমল অনুযায়ী মান-মর্যাদা নির্ণয় করা হবে। সেদিন ছোট-বড়, মান-মর্যাদা ও অপমানের মানদণ্ড হবে আমল। নেক আমলের কারণে মানুষ হবে সম্মানিত, আর বদ আমলের কারণে মানুষ হবে হীন ও অপমানিত। মোটকথা আমলই হবে মান-অপমানের মানদণ্ড। দুনিয়ায় যেসব দাম্ভিক অহংকারী ধনশালী ও গৌরবময় লোককে সম্মানিত ভাবা হত, তাদেরকে জাহান্নামের অতল গহবরে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের কৌলুণ্য চৌধুরীপনা ও তালুকদারিত্বে কোনই কাজ হবে না। সব মাটির সাথে মিশে যাবে। কোরআনের ভাষায় তখন তাদের মুখেই ফুঠে উঠবে।

مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ط هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطَانِيَهْ *

অর্থাৎ আমাদের ধন-সম্পদ ও বিষয় সম্পত্তি দ্বারা কোনই উপকার হল না, আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সব কিছু আজ ধ্বংস হয়ে গেল। —সূরা হাক্কা - ২য় রুকু।

হাশর ময়দানে এরূপ অনুশোচনায় কোনই কাজ হবে না। দুনিয়াতে অনেক লোক বিনয় ও নম্র অবস্থায় জীবন যাপন করে থাকে, তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হত। তাদেরকে নীচ জাত ও নীচ বংশের ভাবা হত। তারা নিজেদের সম্মান ও গৌরবের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করত না। তারা যেহেতু আল্লাহ তাআ'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করত, এ কারণে কেয়ামতের দিন তাদের কেউ মেশকের টিলায়; কেউ নূরের মিম্বরে, আবার কেউ আরশের ছায়াতলে মহা সম্মানের সাথে অবস্থান করবেন। অতঃপর তাদের মধ্যে অনেকে বিনা হিসাবে, অনেকে হিসাবান্তে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা জান্নাতের বালাখানায় চির আনন্দময় পরিবেশে থাকবেন। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

اُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلَامًا *

"এসব লোক ঈমান ও ধৈর্য সঞ্চিতার কারণে এমন বালাখানায় অবস্থান করবে, যাতে তারা লাভ করবে অভিবাদন ও শান্তি।" —সূরা ফুরকান- ৬ রুকু।

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, দুনিয়াতে যারা অপরিমিত পানাহার ও বিপুল ধন সম্পদের মধ্যে বিলাস-বহুল জীবন যাপন করত, তারা অনেকেই পরকালে উলংগ ও বুভুক্ষ অবস্থায় থাকবে। সাবধান! দুনিয়ায় অনেকে নিজদেরকে সম্মানিত বানিয়ে নিয়েছে। আসলে তারা নিজেদেরকে হীন ও অপমানিত করছে। (পরকালে তাদের কোনই পাত্তা থাকবে না।) আর দুনিয়ায় এমনও অনেক মানুষ আছে, যারা নিজদেরকে বিনয়তা ও নম্রতার কারণে হীন ও তুচ্ছ করে রেখেছে। মূলত তারা নিজদেরকে সম্মানিত করে তুলছে। কেননা তাদের বিনয়তা ও নম্রতা তাদেরকে জান্নাতে পৌছে দেবে। —আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হাশরের দিন অনেক মোটা তাজা ও ভারী লোক আল্লাহ তাআ'লার কাছে মশা-মাছির সমতুল্যও ওজন হবে না (সেদিন তাদের কোন মর্যাদাই থাকবে না)। অতঃপর রাসূল (স) বললেন, তোমরা কোরআন মজীদের এ আয়াতটি পাঠ কর।

فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا *

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোন পরিমাপ যন্ত্রই কায়েম করব না। —বোখারী, মুসলিম, মেশকাত।

বর্তমান দুনিয়ায় এমন অনেক মনিব রয়েছে, যাদের অনেক চাকর-চাকরাণীও দাস-দাসী বিদ্যমান। তারা তাদেরকে গালিগালাজ ও মারপিট করে। অনেকে ধন দৌলতের নেশায় অধিনস্ত লোকদেরকে অযথা এবং কথায় কথায় নির্যাতন করে। কিন্তু হাশর ময়দান হচ্ছে সঠিক বিচার-ফয়সালার দিন। সেখানে অনেক চাকর-চাকরানী ও তুচ্ছ লোকও হবে সম্মানিত ও উন্নত। আর অনেক সম্মানিত ও পজিশনওয়ালা আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তি হবে হীন তুচ্ছ ও অপমানিত। তারা অপমানিত-লাঞ্ছিত হয়ে অবশেষে হবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। দুনিয়ার যশখ্যাতি লাভ ও গৌরব অর্জনের জন্য যারা বারবার নির্বাচনের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং সম্মান ও গৌরব লাভের আশায় যারা আল্লাহ তাআ'লার বিধানকে করে পদদলিত, এমন লোকদের পরিণাম কি দাড়াবে? তারা যেন নিজেদের অবস্থান বুঝে নেয়।

## পার্থিব নেয়ামতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ

আল্লাহ তাআ'লা মানুষকে সন্তান-সন্ততিসহ নানা প্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ প্রদান করেছেন। কেয়ামতের দিন সেসব সুখের উপকরণ ও নেয়ামত সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রশ্ন করা হবে। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ * "সেদিন তোমাদের সুখের উপকরণ ও নেয়ামত সম্পর্কে তোমাদের কাছে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" —সূরা তাকাছুর।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন সুখের উপকরণসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে সুস্বাস্থ্য ও শীতল পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আর জিজ্ঞেস করা হবে– আমি কি তোমার দেহকে সুস্থ সাবলীল রাখিনি? আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি দান করিনি ? —তিরমযী, মেশকাত।

আল্লাহ তাআ'লা মানুষকে যা কিছু দান করেছেন, তা তার অধিকার ছাড়াই দান করেছেন। সুতরাং তার অনুদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার অধিকারও তাঁর



রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা আমার দেয়া সুখের উপকরণ ও নেয়ামতসমূহ সর্বদা উপভোগ করেছ, সুতরাং সেসব নেয়ামতের কি হক আদায় করেছ? আমার কতটা এবাদাত করেছ? এসব নেয়ামতসমূহ ব্যবহারের বিনিময়ে তোমরা কি নিয়ে এসেছ ?

এ জিজ্ঞাসাবাদ হবে খুবই কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ। যারা আল্লাহ তাআ'লার নেয়ামত সমূহের শুকরিয়ায় পুণ্যময় কর্ম করে এবং পরকালের জিজ্ঞাসাবাদের কথা স্মরণ করে ভীত কম্পিত থাকে, তাঁরাই হচ্ছে ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে তারাই হচ্ছে হতভাগা পাপিষ্ট ও চির দুঃখী, যারা আল্লাহ তাআ'লার নেয়ামতসমূহের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয় এবং তার নেয়ামতসমূহের মধ্যে থাকে সর্বদা নিমজ্জিত, কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে কিছুমাত্র খেয়ালও তাদের মনে উদয় হয় না। আল্লাহর সমীপে একটু মাথাবনত করার চিন্তাও তাদের হয় না।

এ জগতে মানুষের কল্যাণে রয়েছে আল্লাহ তাআ'লার অগণিত উপকরণ ও নেয়ামতসমূহ। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا * "যদি তোমরা আল্লাহ তাআ'লার নেয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও, তা হলে তোমরা তা গণনা করতে পারবে না।" এ কথার পরপরই আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ * "নিশ্চয়ই মানুষ বড় জালেম ও অকৃতজ্ঞ।" —সূরা ইবরাহীম- ৫ম রুকু।

চিন্তা করুন মানুষ কত বড় নির্বোধ। মানুষ একে অপরের দ্বারা উপকৃত হলে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। কারো কাছে থেকে কিছু পেলে তার কাছে সে অবনমিত হয়ে থাকে, তার সম্মুখে খুব আদবের সাথে দণ্ডায়মান হয়। অথচ এ উপকারকর্তা বা দাতা ব্যক্তি বিনা স্বার্থে দেয় না, বরং কোন কর্মের বিনিময়ে দেয় অথবা ভবিষ্যতে কিছু পাওয়ার আশায় দিয়ে থাকে। আল্লাহ তাআ'লা হচ্ছেন মানুষের সৃষ্টিকর্তা– মালিক ও অভাবমুক্ত সত্ত্বা। তিনি মানুষকে যা কিছু নেয়ামত দান করেন, তা বিনা স্বার্থে ও বিনিময় ছাড়াই দান করেন। কিন্ত মানুষ তার বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে এবং তার সম্মুখে সেজদাবনত হতে চায় না। এটা তার জন্য বিড়ম্বনা ও অকল্যাণ ছাড়া কিছুই নয়। মানুষ আল্লাহ তাআ'লার প্রতিটি নেয়ামতের মুখাপেক্ষী, তার কতটা নেয়ামত সে গণনা করবে। মানব দেহের সুখ-শান্তি ও সুস্থতার কথাই চিন্তা করুন। আল্লাহর এ নেয়ামত পাওয়া মানুষের জন্য যে, কত বিরাট সৌভাগ্যজনক, তা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায়। পিপাসা পেলেই মানুষ ডগ ডগ করে ঠাণ্ডা পানি পান করে। এ পানি কে সৃষ্টি করেছেন? সে সৃষ্টিকর্তার বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা এবং তার কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার জন্য আমরা কি কিছুমাত্র চিন্তা-ভাবনা করি? বাস্তবিকই এটা চিন্তা করার বিষয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন মানুষ তার হিসাব নিকাশের স্থান হতে এক পা-ও অগ্রসর হতে

পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচটি বিষয়ে তার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে। সেগুলো হল, (১) জীবন কালের সওয়াল– মানুষ তার বয়সকে কি কর্মে নিমগ্ন রেখে কাটিয়েছে? (২) যৌবন কাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে– যৌবন কালকে সে কি কাজে ব্যয় করেছে? (৩) ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি সে কিভাবে অর্জন করেছে? (৪) ধন-সম্পদ সে কোন কাজে ব্যয় করেছে ? (৫) দ্বীনি ইলম কতটুকু ছিল এবং সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? তা-ও জিজ্ঞেস করা হবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন মানুষের তিনটি দফতর হবে। একটি দফতরে তার পুণ্যময় কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে। আর একটি দফতরে লিপিবদ্ধ থাকবে তার গুনাহসমূহ। আর একটি দফতরে আল্লাহর সেই নেয়ামতসমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে, যা দুনিয়ার জীবনে তাকে দান করা হয়েছিল। এ সময় আল্লাহ তাআ'লা সবচেয়ে ক্ষুদ্র নেয়ামত সম্পর্কে বলবেন, আমার এ নেয়ামতের মূল্য তার নেক আমল হতে গ্রহণ কর। সুতরাং সে নেয়ামত তার মূল্যের বিনিময়ে সমস্ত নেক আমলসমূহ নিয়ে নেবে। তারপর সে নেয়ামত বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনার সম্মানের শপথ করে বলছি, আমি আমার মূল্য পুরাপুরি আদায় করিনি। এরপর তার কোনই পুণ্য থাকবে না কিন্তু তার নেয়ামতসমূহ থাকবে (যার মূল্য পরিশোধ হবে না)। যা কিছু পুণ্য ছিল তা পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। কেননা সবচেয়ে ক্ষুদ্র নেয়ামতটি তার মূল্যের বিনিময়ে সব পুণ্য নিয়ে গেছে। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা যদি কোন বান্দার প্রতি দয়া করতে চান, অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করে জান্নাত দান করতে চান, তখন বলবেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমার পুণ্যকর্ম বর্ধিত করেছি এবং তোমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছি। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত নবী করীম (সঃ) এ স্থলে আল্লাহ তাআ'লার বাণী উল্লেখ করে বলেছেন, "আমি তোমাকে আমার নেয়ামতসমূহ দান করেছিলাম।" — আত্তারগীব অত্তাবহীব।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কেয়ামতের দিন মানুষকে ছাগল শাবকের ন্যায় (মূল্য ও মর্যাদাহীন অবস্থায়) উপস্থিত করে আল্লাহ তাআ'লার সম্মুখে দণ্ডায়মান করান হবে। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, আমি তোমাকে বিপুল শান্তির উপকরণ ও নেয়ামতরাজি দান করেছিলাম। তুমি তা কিভাবে ব্যবহার করেছ ? সে বলবে, হে আমার প্রতিপাকলক! আমি ধন সম্পদ সঞ্চয় করে তা দ্বারা বিপুল অংকের মুনাফা অর্জন করেছি। তা বহুগুণে বর্ধিত করেছি। প্রথম যা ছিল তার তুলনায় অনেকগুণ বর্ধিত আকারে দুনিয়ায় রেখে এসেছি। সুতরাং আমাকে অনুমতি দিন, আমি তা নিয়ে এসে আপনার কাছে উপস্থিত করি। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, এখান থেকে ফিরে যাওয়ার কোন বিধান নেই, দুনিয়ার জীবনে এখানের জন্য যা কিছু পাঠিয়েছ, তা-ই দেখাও। এ কথার উত্তরে সে আবার বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে তা দ্বারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছি। প্রথম অবস্থার



তুলনায় বহুগুণ বেশি সম্পদ দুনিয়ায় রেখে এসেছি। আমাকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠান, আমি সব সম্পদ আপনার দরবারে এনে হাজির করব। মোটকথা সে এভাবেই বলতে থাকবে। যেহেতু সে দুনিয়ার জীবনে এখানকার জন্য কোন কিছুই প্রেরণ করেনি। সুতরাং পরিণতিতে সে শূন্য হস্তরূপে পরিগণিত হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়। —তিরমিযী, মেশকাত।

## অন্যান্য নবীদের উম্মতের বিরুদ্ধে উম্মতে মুহাম্মাদীর সাক্ষ্য

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের ময়দানে হযরত নূহ (আ)-কে উপস্থিত করা হবে। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি আমার বিধান মানুষের কাছে পৌছিয়েছ? তখন হযরত নূহ (আ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার বিধান আমার উম্মতের কাছে আবশ্যই পৌছিয়েছি, এতে মিথ্যার লেশ মাত্রও নেই। অতঃপর তার উম্মতগণকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা বলতো নূহ কি তোমাদের কাছে আমার বিধান পৌছিয়েছে? তখন তারা বলবে, আমাদের কাছে কোন ভীতি প্রদর্শন কারী আসেনি। এরপর হযরত নূহ (আ)-কে বলা হবে, তোমার দাবীর অনুকূলে কি কোন সাক্ষী আছে ? তিনি বলবেন, আমার সাক্ষী হচ্ছেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর উম্মতগণ।

এটুকু বলার পর নবী করীম (সঃ) স্বীয় উম্মতগণকে সম্বোধন করে বললেন, এরপর তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে এবং তোমরা সাক্ষ্য প্রদানে বলবে, নিশ্চয় হযরত নূহ (আ) তার সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ তাআ'লার বিধান পৌছিয়েছেন। অতঃপর নবী করীম (সঃ) কোরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করেন ঃ

"আমি তোমাদেরকে এমন এক উম্মত বানিয়েছি, যারা মধ্যমপন্থার অনুসারী। যাতে তোমরা অন্যান্য উম্মতের লোকদের বিরুদ্ধ সাক্ষী হতে পার। আর তোমাদের বিরুদ্ধে রাসূল (সঃ) সাক্ষী হবেন।" (সূরা বাকারা) —বোখারী, মেশকাত।

ইমাম আহমদ (র)সহ অন্যান্য রাবীদের বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হযরত নূহ (আ)-এর উম্মত ছাড়া অন্যান্য নবীদের উম্মতগণও স্ব স্ব নবীর তাবলীগ ও হেদায়েতের বাণী প্রচারের কথা অস্বীকার করবে। তারা বলবে, আমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছান হয়নি। তাদের নবীদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা কি আল্লাহর বিধান মানুষের কাছে পৌছাওনি ? তাঁরা বলবেন, আমরা পৌছিয়েছি। তখন তাদের কাছে সাক্ষী তলব করা হলে তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতগণকে সাক্ষীরূপে পেশ করবেন। তখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে বলা হবে– এ বিষয়ে আপনি কি বলেন? তিনি বলবেন, হা আমি নবীদের দাবীকে সত্যায়িত করছি। উম্মতে মুহাম্মদীর কাছে জিজ্ঞেস করা হবে এ বিষয়ে তোমরা কি জান? জবাবে তারা বলবে, আমাদের কাছে আমাদের

নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এসেছেন। তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, সব নবী-রাসূলগণই নিজ নিজ উম্মতের কাছে আল্লাহ তাআ'লার বিধান পৌছিয়েছেন।
—তাফসীর দুররে মানছুর, ১ম খণ্ড।

উপরোক্ত لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ "যাতে তোমরা অন্যান্য নবীদের উম্মতদের ব্যাপারে সাক্ষি হতে পার।" এ আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে– হযরত নূহ (আ) ছাড়াও অন্যান্য নবী-রাসূলগণের উম্মতের বিরুদ্ধে উম্মতে মুহাম্মদীর সাক্ষ্য প্রদান করা । এখানে এ প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে, অন্যান্য নবীদের তুলনায় উম্মতে মুহাম্মাদী কখনো বেশি সত্যবাদী ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তা হলে নবীদের সততাকে উম্মতে মুহাম্মদীর সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করার কি অর্থ হয় ?

প্রত্যুত্তর হচ্ছে, সততা ও গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে নবীগণের মান সর্ব উর্ধ্বে। যেহেতু পরকালের এ মামলায় দু'টি গ্রুপ হবে। এ কারণে সেখানে সুবিচারের জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন। তাই সাক্ষীগণ যদিও নবীদের তুলনায় নিম্নমানের হবে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য ও সততার গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা স্বয়ং মহানবী (সঃ)-ই বলেছেন। যেমন কোন সরকারী পদস্ত কমকর্তা কোন বেয়াদব চাপরাশির মামলার গ্রুপ হলে তখন সর্বোচ্চ বিচারকের আদালতে ঐ পদস্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্য চাওয়া হয়। যদিও পদস্ত কর্মকর্তার তুলনায় চাপরাশী ব্যক্তির মান অনেক নিম্নে হয়। অতঃপর সাক্ষ্য সততার ভিত্তিতেই বিচার করা হয়। এর দ্বারা আর এক জিজ্ঞাসারও জবাব পাওয়া যায়।

জিজ্ঞাসাটি হল– যারা নবুয়ত ও বিধান পৌছানোর কথা অস্বীকার করে, তারা তখন একথাও বলতে পারে যে, আমরা যখন নবীগণকে সত্যবাদী স্বীকার করিনি তখন উম্মতে মুহাম্মদীকে কেন সত্যবাদীরূপে সমর্থন করব ?

এ উত্তর হল, এরূপ কোন কথা বলারই তাদের কোন অধিকার থাকবে না। কেননা বাদী যখন সাক্ষী পেশ করে তখন যদি বিবাদী সাক্ষীগণকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে পারে তখনই সাক্ষীগণকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সাক্ষী পেশ হওয়ার পর বিবাদীর শুধু একথা বলাই যথেষ্ট হবে না যে, আমি তাদেরকে সত্যবাদী মনে করি না। আর এটাও অবিসংবাদিত বিষয় যে, বিবাদী তাদেরকে সত্যরাদী মনে করুক বা না করুক, বিচারের জন্য বিচারকের কাছে তারা সত্যবাদী হওয়াই যথেষ্ট।

## নবীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ

হাশর ময়দানে আল্লাহ তাআ'লা যেমন প্রত্যেক নবীর উম্মতগণের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তেমনি নবীদের কাছেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ *



"যাদের কাছে নবী-রাসূল পাঠান হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করব এবং নবী রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করব।"—সূরা আরাফ, ১ম রুকু।

আল্লাহ আরও বলেন ঃ "আর যেদিন তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে– তোমরা নবীদের আহবানে কি উত্তর দিয়েছিলে, সুতরাং সেদিন তাদের থেকে সমস্ত বিষয় বিলীন করা হবে। তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।"
—সূরা কাসাস – ৭ম রুকু।

অর্থাৎ উম্মতদের নিকট নবীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমারা তাঁদের ঈমান ও নেক আমলের দাওয়াতে কি উত্তর দিয়েছিলে? তখন তারা কোন্ উত্তরই দিতে পারবে না। কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"সেদিন আল্লাহ তাআ'লা সব নবী-রাসূলকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরা উম্মতদের পক্ষ থেকে কি জবাব পেয়েছিলে? তখন তাঁরা বলবেন, আমাদের কোন কিছুই জানা নেই। নিঃসন্দেহে আপনি সমস্ত গোপন বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। —সূরা মায়েদা– ১৫ রুকু।

নিজ নিজ উম্মতের সম্মুখেই নবী-রাসূলদের কাছে এ জিজ্ঞাসাবাদ হবে। বলা হবে, তোমরা যখন এদের সত্যের দাওয়াত দিয়েছিলে, তখন তারা তোমাদেরকে কি জবাব দিয়েছিল? এ সময় মহান আল্লাহ তাআ'লার মহত্ত্ব ও প্রতিপত্তি প্রকাশ পাবে। তখন তার প্রতিপত্তির কারণে সকলেই ভীত হয়ে পড়বে। সীমাহীন ভয় ভীতির কারণে তাঁরা আল্লাহ তাআ'লার সম্মুখে বলবে جَوَابًا لَاعِلْمَ لَنَا "আমাদের কোন জ্ঞান নেই।" তাদের মুখ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু বের হবে না।

## রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাক্ষ্য

মহা বিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কেও একজন অন্যতম সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

"যখন প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব, তখন কি অবস্থা হবে।"
—সূরা নিসা– ৬ রুকু।

এ আয়াত দ্বারা প্রত্যেক উম্মতের নবী এবং প্রতিটি যুগের পুণ্যবান বিশিষ্ট লোকের সাক্ষী প্রদানের কথা বুঝান হয়েছে। তারা মহাবিচারের দিন মানুষের বাধ্যতা ও অবাধ্যতা অবস্থা সর্ম্পকে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। উপরোক্ত আয়াতে "আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব।" কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে– অন্যান্য নবীদের ন্যায় আপনিও নিজ উম্মতের অবস্থা ও আমল-আখলাক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। এখানে هٰؤُلَاءِ (তাদের) শব্দ দ্বারা অন্যান্য নবীদের প্রতি ইঙ্গিতের

সম্ভাবনা বিদ্যমান। এ অবস্থায় মর্মার্থ হবে– বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) অন্যান্য নবীদের সততা এবং দায়িত্ব পালন সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন, যখন তাদের উম্মতগণ তাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবে।

এখানে এ মর্মার্থ হওয়ারও সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে যে, هٰٓؤُلَآءِ (তাদের) শব্দ দ্বারা কাফেরদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াত (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) এতে করা হয়েছে, এ অবস্থায় অর্থ হবে– অন্যান্য নবীগণ নিজ উম্মতের কাফেরদের কুফরী সম্পর্কে যেরূপ সাক্ষ্য প্রদান করবেন. অনুরূপ আপনিও তাদের খারাপ আমল সম্পর্কে সাক্ষী হবেন। ফলে তাদের কুফরী ও পথ ভ্রষ্টতার বিষয়টি প্রকটভাবে প্রমাণিত হবে।

## হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ

হাশর ময়দানে হযরত ঈসা (আ)-এর কাছেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"যখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ওহে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুকি কি লোকদেরকে একথা বলেছ যে, তোমরা আল্লাহ তাআ'লাকে বাদ দিয়ে আমাকে এবং আমার মাতাকে মা'বুদরূপে গ্রহণ কর ?" —সূরা মায়েদা– শেষ রুকু।

তখন হযরত ঈসা (আ) উত্তরে যে কথা বলবেন তা কোরআনের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

"হযরত ঈসা (আ) বলবেন, আপনি সর্বপ্রকার দোষমুক্ত ও পবিত্র সত্তা। আমার পক্ষে সে কথা বলা কোনক্রমেই শোভনীয় নয় যে কথা বলার কোন অধিকার আমার নেই। এরূপ কোন কথা আমি যদি বলে থাকি, তাহলে অবশ্যই আপনার তা জানা আছে। আমার অন্তকরণের কথা তো আপনি ভাল জানেন। কিন্তু আপনার জ্ঞানে যা কিছু আছে, তা আমার জানা নেই। নিঃসন্দেহে আপনি গোপন বিষয় ভালভাবে অবগত। আমি তাদেরকে কেবল সে কথাই বলেছি, যা আপনি আমাকে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হল, তোমরা একমাত্র আল্লাহরই এবাদাত করবে যিনি হচ্ছেন আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। আমি তাদের মধ্যে যতদিন ছিলাম, ততদিনই আমি তাদের পর্যবেক্ষক ছিলাম। কিন্তু আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিছেন, তখন আপনিই ছিলেন তাদের রক্ষক ও পর্যবেক্ষক। আপনি প্রতিটি বস্তু ও বিষয় সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তো দেয়ার অধিকার আছে, কেননা তারা আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে তারও অধিকার আপনার রয়েছে। কেননা আপনি হচ্ছেন প্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময় সত্তা।" —সূরা মায়েদা, শেষ রুকু।



এ আয়াতে যদিও ক্ষমার কথা উত্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু যারা কাফের ও মুশরেক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের ক্ষমা লাভের বিধান নেই। খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা কুফরী ও শেরকী করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, নিঃসন্দেহে তারা জাহান্নামী হবে। কেননা তারা নিজেদের নবীর হেদায়াত বর্জন করে পথভ্রষ্ট ও কাফের হওয়ার কারণে অবশ্যই তাদেরকে চিরন্তন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

## ফেরেশতাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ

মহাবিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লা কাফের মুশরেকদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের কাছেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন যে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের পূজা অর্চনা করার জন্য বলেছ কি না? এ বিষয়ে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ *

"মহাবিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লা সবাইকে জমায়েত করবেন। অতঃপর ফেরেশতাগণকে সম্বোধন করে বলবেন, এরা কি তোমাদের পূজা অর্চনা ও বন্দেগী করত?" —সূরা সাবা, ৫ম রুকু।

এ দুনিয়ায় অনেক কাফের মুশরেক ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তাআ'লার পুত্র মনোনীত করে তাদের কল্পিত প্রতিমূর্তি ও ভাস্কর্য বানিয়ে তার পূজা অর্চনা করে থাকে। কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেন, প্রতিমা পূজার সূচনা হয়েছে ফেরেশতা পূজা দ্বারা। মহাবিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লা কাফের মুশরেকদেরকে শুনিয়ে ফেরেশতাদের কাছে জিজ্ঞেস করবেন, এসব লোকেরা কি তোমাদের পূজা অর্চনা করত? এ জিজ্ঞাসার অর্থ হচ্ছে– তোমরা তো তাদেরকে এরূপ করতে বলনি এবং তাদের এ কাজে তোমরা খুশিও ছিলে না। আর এ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, ফেরেশতাদের নেতিবাচক উত্তরটি তাদেরকে শোনান হবে যে, আমরা তাদেরকে আপনার সাথে শেরক করার কোন নির্দেশ দেইনি এবং তাদের শেরকি কাজে আমরা সন্তুষ্টও ছিলাম না। যাতে মুশরেকরা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারবে যে, আমাদের আমলের জন্য আমরাই দায়ী। আমাদের আমলের বোঝা অন্য কারো উপর চাপান যাবে না। আমাদের আমলের ফল আমাদেরই ভোগ করতে হবে।

উপরোক্ত জিজ্ঞাসার জবাবে ফেরেশতাগণ যে উত্তর প্রদান করবেন কোরআনের ভাষায় তা নিম্নরূপ ঃ

"প্রত্যুত্তরে ফেরেশতাগণ বলবে, হে প্রভু! আপনি পবিত্রময়। তারা নয়, আপনিই আমাদের অভিভাবক। তারা বরং জিনদের এবাদাত করত। তাদের অধিকাংশ তাদের প্রতিই ঈমান রাখত।" —সূরা সাবা– ৫ম রুকু।

অর্থাৎ কোন দিক দিয়েই আপনার সত্তা শেরক মিশ্রিত হতে পারে না। এ দোষ থেকে আপনার সত্তা মুক্ত ও পবিত্র। অতএব আপনার শানে আমরা এমন কথা বলতে পারি না এবং এমন কাজে খুশিও থাকতে পারি না। আপনার খুশি হওয়ার মধ্যেই আমাদের খুশি নিহিত। এসব অপদার্থদের সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই। এরা আসলে আমাদের পূজা-অর্চনা করত না বরং তারা শয়তানের এবাদাত বন্দেগী করত। শয়তান তাদেরকে যেদিকে চালাতো. তারাও সে দিকেই চলত। তাতে তারা ফেরেশতাদের নাম উচ্চারণ করুক বা কোন নবী-রাসূল কিম্বা ওলী শহীদ কিংবা পীর ফকীরদের নাম বলুক না কেন। তাদের মূল চালক ছিল শয়তান। বিভিন্ন নামের ধোঁকা দিয়ে সে তাদেরকে পরিচালিত করত।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "আজ তোমাদের মধ্যে কেউ আর কারো উপকার করার অধিকারী হবে না এবং কারো ক্ষতিও করতে পারবে না। তখন আমি জালেমদেরকে (কাফের মুশরেক) বলব, তোমারা অগ্নি শাস্তি উপভোগ কর, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে ।" —সূরা সাবা- ৫ম রুকু।

## জিনদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ

হাশর ময়দানে আল্লাহ তাআ'লা জিনদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِاسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ *

"যেদিন আল্লাহ তাআ'লা সকলকে জমায়েত করবেন, সেদিন তিনি বলবেন, হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষের মধ্যে বহু লোককে নিজেদের অনুগত করেছিলে।"

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "মানুষের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একে অপর থেকে উপকৃত হয়েছি। আমরা সে নির্ধারিত মেয়াদে উপনীত হয়েছি, যে সময়কে আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" —সূরা আনআ'ম- ১৫ রুকু।

দুনিয়ায় যারা বিভিন্ন দেব-দেবী ও মূর্তির পুজা অর্চনা করে, তারা মূলত দুষ্ট জিন ও শয়তানেরই পূজা করে থাকে, আর মনে করে যে, তাদের দ্বারা আমাদের উপকার হবে। তাই তারা তাদের উদ্দেশ্যে নজর নেয়াজ ও নৈবদ্য পেশ করে। তাদের চতুর্দিকে নর্তন-কুর্দন করে গান গায়, বিভিন্ন বাজনা বাজায়। পূর্বকালে বর্বর যুগের নিয়ম ছিল যে, বিপদ-আপদকালে তারা জিনদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত। মহাবিচারের দিন যখন জিনদেরকে এবং তাদের যারা পূজা অর্চনা করত তাদেরকে ডাকা হবে, তখন মুশরেকগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক!



আমরা তো সাময়িক কার্যক্রম সুসম্পন্ন করেছি। মৃত্যুর নির্ধারিত দিনটি আগমনের পূর্বেই পার্থিব প্রয়োজনার্থে আমরা একে অপর থেকে কাজ নেয়ার একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলাম।

আল্লাহ তাআ'লা তখন যা বলবেন কোরআন মজীদের ভাষায় তা নিম্নরূপ ঃ "আল্লাহ তাআ'লা তখন বলবেন, জাহান্নামের আগুনই হচ্ছে তোমাদের বাসস্থান। তাতে তোমরা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। তবে আল্লাহ তাআ'লার যা ইচ্ছে হয়। আপনার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। এমনিভাবে আমি জালেমদের একজনকে অপরজনের সাথে সাক্ষাত করাব, তাদের কৃতকর্মের কারণে।

—সূরা আনআ'ম, ১৫ রুকু।

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ "হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি? যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাত এবং তোমাদেরকে এ দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করত। তখন তারা স্বীকার করে নেবে যে, আমরা গুনাহের কথা স্বীকার করছি। পার্থিব জীবনে তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। তারা নিজেরাই স্বীকার করবে যে, তারা কাফের ছিল।' —সূরা আনআ'ম, ১৬ রুকু।

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট যে, জিন ও মানুষ উভয় সম্প্রদায়কে একত্রেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, তোমাদের কাছে কি নবী-রাসূলগণের আগমন ঘটেনি? এর উত্তরে তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে এবং বলবে, হাঁ আমাদের কাছে নবী-রাসূলগণ এসেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের কথা শুনিনি এবং মানিনি, সুতরাং আমরাই অপরাধী। এ আয়াতেই উল্লেখ হয়েছে যে, তারা নিজেরা কাফের হওয়ার কথা স্বীকার করবে। কোরআন মজীদের আর এক আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, তারা বলবে مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ "আমরা মুশরেক ছিলাম না।" সুতরাং উভয় আয়াতের বক্তব্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

এ দ্বন্দ্বের উত্তর হচ্ছে– প্রথমত তারা কাফের মুশরেক হওয়ার কথা অস্বীকার করবে। কিন্তু আমলনামা হাতে পাওয়ার পর এবং সাক্ষী উপস্থিত হওয়ার পর তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে। মানুষের নিয়ম হচ্ছে প্রথমত তারা অপরাধ স্বীকার করে না। কিন্তু যখন তারা দেখে যে, স্বীকার না করে কোন উপায় নেই, স্বীকার করলে হয়ত মুক্তি পাওয়া যাবে, তখনই তারা অপরাধ স্বীকার করে। কিন্তু হাশর ময়দানে কাফের মুশরেকগণ নিজদের অপরাধ স্বীকার করলেও নাজাত পাবে না।

## মুশরেকদের অপরাধ অস্বীকার

হাশর ময়দানে মুশরেকরা দুনিয়ায় শিরক ও কুফরী করার কথা অস্বীকার করবে। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"সে দিনটি স্মরণযোগ্য, যে দিন আমি সকলকে একত্রিত করব। অতঃপর আমি মুশরেকদেরকে বলব, তোমরা যাদেরকে মাবুদ ধারণা করে আমার সাথে শরীক করতে, তারা আজ কোথায়? অতঃপর তাদের ফেৎনার বিষয় এরূপ হবে যে, তারা বলবে, আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তিনিই আমাদের প্রতিপালক, দুনিয়ায় আমরা মুশরেক ছিলাম না। —সূরা আনয়াম- ৩ রুকু।

এরপর আল্লাহ বলেন,

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَّبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ *

"লক্ষ করুন তারা আপন সত্তার প্রতি কিভাবে মিথ্যারোপ করছে। যাকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছিল এখন তা সবই অদৃশ্য হয়ে গেছে।"

মহাবিচারের দিন কাফের মুশরেকগণ শিরক ও কুফরীর কথা অস্বীকার করলেও তারা নাজাত পাবে না। তাদের আমলনামা ও সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা তাদের শিরক-কুফরীর অপরাধ প্রমাণ হবে। প্রমাণ হওয়ার পরই তারা অপরাধ স্বীকার করবে। যেমন সূরা আনয়ামের ১৬তম রুকুতে উল্লেখ হয়েছে যে, স্বীকার করার পরও তারা চিরন্তন শাস্তি হতে নাজাত পাবে না।

## যাদের পূজা করত তারাও অস্বীকার করবে

কাফের মুশরেকগণ আল্লাহ তাআ'লার সত্তা, গুণাবলী ও ক্ষমতায় যাদেরকে অংশী সাব্যস্ত করত, তারাও মহা বিচারের দিন তাদের এবাদাত করার কথা অস্বীকার করবে। এ বিষয়ে কোরআন মজীদের আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "তাদের অংশীদারগণ বলবে, তোমারা আমাদের এবাদাত বন্দেগী করতে না। এ ব্যাপারে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআ'লাই যথেষ্ট। তোমরা যে, আমাদের এবাদাত করতে সে ব্যাপারে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অমনোযোগী।" —সূরা ইউনুস- ৩য় রুকু।

## হিসাব-নিকাশ, বিচার, আমল ও ওজনের বিবরণ

আমলের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ "প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরাপুরিভাবে তার আমলের প্রতিদান দেয়া হবে।"

### নিয়তের ভিত্তিতে বিচার ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন সর্বাগ্রে যেসব লোকের বিচার ফয়সালা করা হবে, তাদের মধ্যে এমন এক



ব্যক্তি থাকবেন যাকে জিহাদে নিহত হওয়ার কারণে শহীদ মনে করা হয়। তাকে কেয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাকে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের কথা স্মরণ করান হবে। ফলে তারও সেসব নেয়ামতের কথা মনে পড়বে। আল্লাহ তাআ'লা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি আমার এসব নেয়ামতসমূহ কি কি কাজে ব্যবহার করেছ? প্রত্যুত্তরে সে বলবে, আমি আপনার পথে লড়াই করতে করতে অবশেষে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তোমার এ কথা সত্য নয়। তুমি আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য লড়াই করনি বরং তোমাকে মানুষ যাতে বীর পুরুষ বলে সে সুনামের জন্য লড়াই করেছ। সুতরাং দুনিয়ায় তোমার সুনাম ও যশখ্যাতি লাভ হয়েছে। (এখন তোমার কোন প্রতিদান নেই।) অতঃপর তাকে অধঃমুখে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে। অতএব আল্লাহর হুকুম সাথে সাথে বাস্তবায়িত করা হবে।

তাদের মধ্যে আর এক ব্যক্তি থাকবে যার বিচার ফয়সালা সর্বাগ্রে করা হবে। যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং বিশুদ্ধভাবে কোরআন মজীদ পাঠ করেছে। কেয়ামতের দিন তাকে উপস্থিত করা হবে। তারপর আল্লাহ তাআ'লার প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ তাকে স্মরণ করান হলে তা তার মনে পড়বে। আল্লাহ তাআ'লা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি আমার এসব নেয়ামত কোন কোন কাজে ব্যবহার করেছ? প্রত্যুত্তরে সে বলবে, আমি ইলমে দ্বীন অর্জন করেছি, এবং তা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছি। আর আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। (তুমি আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইলম শিক্ষা এবং কোরআন মজীদও পাঠ করনি,) বরং মানুষ তোমাকে আলেম বলবে সেজন্য ইলম শিক্ষা করেছ এবং তোমাকে কারী বলবে সেজন্য কোরআন পাঠ করেছ। তুমি এসব উদ্দেশ্য দুনিয়াতেই লাভ করেছ। তোমার মনের নিহিত উদ্দেশ্য ও নিয়ত অনুযায়ী তুমি তা পেয়েছ। অতঃপর তাকে অধঃমুখী করে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম দেয়া হবে এবং সে হুকুম সাথে সাথে বাস্তবায়িত হবে।

তাদের মধ্যে আর এক ব্যক্তি থাকবে যার বিচার ফয়সালা সর্বাগ্রে হবে। তাকে আল্লাহ তাআ'লা পার্থিব জীবনে অনেক কিছু দান করেছিলেন। বিভিন্ন ধন সম্পদ দান করে তাকে সুখী সমৃদ্ধশালী করেছিলেন। কেয়ামতের দিন তাকে হাশর ময়দানে আল্লাহ তাআ'লার বিচারালয়ে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ তাকে স্মরণ করান হলে সবই তার মনে পড়বে। তখন আল্লাহ তাআ'লা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসব নেয়ামত কি কি কাজে ব্যয় করেছ? সে লোক বলবে, যেসব কল্যাণকর খাতে ব্যয় করনে আপনি সন্তুষ্টি হন, সেসব খাতের কোনটিই আমি ছাড়িনি, বরং সব খাতেই ব্যয় করেছি। আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার ধন সম্পদ আপনার পথে ব্যয় করেছি। আল্লাহ তাআ'লা

বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। (আমার সন্তোষ লাভের জন্য তুমি ব্যয় করনি) বরং তোমাকে যাতে মানুষ দানবীর বলে সে জন্য তুমি ব্যয় করেছ। দুনিয়ায় তোমার মনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। (এখানে তোমার কোন প্রতিদান নেই।) অতঃপর তাকে অধঃমুখী করে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম হবে। আর সে হুকুম যথাযথভাবেই তামিল হবে। —মুসলিম।

এ হাদীসটি সুনানে তিরমিযী গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে অতিরিক্ত একথা সংযোজিত হয়েছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রা) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করার ইচ্ছা করলেন, তখন হাশর ময়দানের দৃশ্য তার সম্মুখে ভেসে উঠল। সে দৃশ্য অবলোকনে তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়লেন। অতঃপর তাঁর চেতনা ফিরে আসলে তিনি পুনরায় হাদীস বর্ণনা শুরু করলে আবার চেতনা হারিয়ে ফেললেন। আবার চেতনা ফিরে পেলে তিনি পুনরায় হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন। সেবারেও তিনি চেতনা হারালেন। তারপর চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেন।

এ হাদীসটি হযরত মুয়াবীয়া (রা)-কে শুনান হলে তিনি বললেন, এ তিন ব্যক্তির সাথে যখন এমনি ব্যবহার করা হবে, তখন অন্যান্য খারাপ নিয়তের মানুষের ব্যাপারে ভাল ব্যবহার করার কোন আশাই করা যায় না। এরপর মুয়াবীয়া (রা) এতটা কাঁদলেন যে, দর্শকমণ্ডলী মনে করল যে, আজই তাঁর প্রাণ চলে যাবে। —তিরমিযী।

হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবু ফুযালা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। সেদিন আল্লাহ তাআ'লা সমস্ত লোককে সমবেত করবেন। সেদিন একজন ঘোষক উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, কেউ যদি আল্লাহর জন্য কোন নেক আমল অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্য করে, তবে তার উচিত সে যেন এ আমলের প্রতিদান আল্লাহ তাআ'লা ছাড়া অন্যদের থেকে গ্রহণ করে। —আহমদ মেশকাত।

মুহাদ্দিস বায়হাকী (র) শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে এক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা যেদিন মানুষের আমলের প্রতিদান দেবেন, সেদিন নেককারদেরকে বলবেন, "তোমরা দুনিয়ায় যাদেরকে দেখাবার জন্য আমল করতে তাদের কাছে যাও, গিয়ে দেখ তাদের কাছে তোমাদের সে আমলের কোন প্রতিদান বা কল্যাণ পাওয়া যায় কি না। —মেশকাত।

### নামাযের হিসাব ও নফলের মাহাত্ম্য ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে তার নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে। সুতরাং নামায যদি সঠিকভাবে পাওয়া যায়, তা হলে সে সাফল্য লাভ করবে। আর যদি নামায ভালভাবে না পাওয়া যায়, তা হলে সে হবে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর ফরয নামাযে কোন কমতি বা ঘাটতি থাকলে



তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কি না তা সন্ধান কর। বান্দার কোন নফল নামায পাওয়া গেলে, সে নফল দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। নামাযের হিসাব গ্রহণের পর তার অন্যান্য আমলের হিসাব নেয়া হবে। —আবু দাউদ, মেশকাত।

আর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নামাযের হিসাব গ্রহণের পর অনুরূপভাবে যাকাতেরও হিসাব গ্রহণ করা হবে। তারপর এভাবেই গ্রহণ করা হবে অন্যান্য আমলসমূহের হিসাব। —আবূ দাউদ, মেশকাত।

### যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন মানবমণ্ডলীকে একই ময়দানে সমবেত করা হবে। তখন জনৈক ঘোষক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করবে যে, তারা কোথায় যাদের পাজর বিছানা হতে বিচ্ছিন্ন থাকত। (অর্থাৎ যারা রাতে শয্যা ত্যাগ করে নামায ও অন্যান্য বন্দেগীতে মশগুল থাকত তারা কোথায় ? এ ঘোষণা শুনে সমবেতদের মধ্য থেকে এ গুণাবলীর লোকেরা উঠে দাড়াবে, যাদের সংখ্যা হবে খুবই কম। এরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। অতঃপর অন্যান্য লোকের হিসাব গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হবে। —মেশকাত, বায়হাকী।

হযরত উমামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার প্রতিপালক আমার কাছে অঙ্গীকার করেছেন যে, তোমার উম্মতের মধ্যে হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের আদৌ কোনরূপ শাস্তি হবে না। এদের প্রত্যেক হাজারের সাথে থাকবে আরো সত্তর হাজার যারা এদের ফযিলতের মাধ্যমে পার পেয়ে যাবে। আর আমার প্রতিপালকের কুদরতী হাতের তিন মুঠো উম্মত ও হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

—তিরমিযী, আহমদ।

শাফাআ'ত বিষয়ক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, হাশরের দিন আমি আরশের নিচে স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সেজদারত হব। তখন আল্লাহ তাআ'লা আমাকে তার এমন কিছু হামদ বা প্রশংসা বাক্য বলে দেবেন, যা পূর্বে কাউকে তিনি বলেননি। তারপর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উত্তোলন কর, তোমার যা ইচ্ছে তা-ই চাও, তোমার আবেদন মঞ্জুর করা হবে। তুমি তোমার উম্মতের জন্য সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। সুতরাং আমি মাথা উত্তোলন করে বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত। হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত। হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে যে, হে মুহাম্মদ! তোমার উম্মতের সে সব লোকদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে ডান দিকের দরজা

দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান, যাদের কোন হিসাব নিকাশ হবে না। (অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, সে মহান সত্তার শপথ যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ । জান্নাতের দরজাগুলো এতটা প্রশস্ত হবে, মক্কা ও বাহরাইনের মধ্য যতটা দূরত্ব বিদ্যমান।
—বোখারী, মুসলিম।

### সহজ হিসাব ঃ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কোন এক নামাযের পর নবী করীম (সঃ)-কে এভাবে দোআ' করতে শুনেছি। اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا "হে আল্লাহ! আমার থেকে সহজ হিসাব গ্রহণ কর।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হিসাব সহজ হওয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন, সহজ হিসাব হল– আমলনামার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তা মাফ করে দেয়া। (কোন প্রকার তল্লাসী ও সন্ধান না করা।) যার চুলচেরা বিচার করে হিসাব গ্রহণ করা হবে। তার ধ্বংস অনিবার্য।
—আহমদ, মেশকাত।

### কঠিন হিসাব ঃ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, হাশরের ময়দানে যার থেকে সঠিকভাবে হিসাব গ্রহণ করা হবে, তার ধ্বংস অনিবার্য। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا অর্থাৎ "যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তার হিসাব অতিসত্তর সহজে নেয়া হবে"। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কিছু কিছু হিসাবদাতাও নাজাত লাভ করবে। এ কথার জবাবে নবী করীম (সঃ) বললেন, সহজ হিসাব হওয়ার অর্থ হল– বান্দার সম্মুখে শুধু আমলনামা পেশ করার পর পরই তাকে ছেড়ে দেয়া। (কোন হিসাব নিকাশ না হওয়া।) কিন্তু যার হিসাবে খুবই সূক্ষ্মভাবে হবে, তার ধ্বংস অনিবার্য। —বোখারী, মুসলিম।

## মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তাআ'লার বিশেষ অনুগ্রহ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা মুমিনদেরকে তার নিকটবর্তী (হাশর ময়দানের লোকদের থেকে আড়াল) করে বলবেন, তোমার কি অমুক গুনাহের কথা মনে পড়ে? তোমার কি অমুক গুনাহের কথা মনে পড়ে? সে উত্তরে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! সে গুনাহের কথা আমার স্মরণ আছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লা তার থেকে গুনাহের স্বীকারোক্তি নেবেন। তখন সে মনে মনে বিশ্বাস করবে যে, আমার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, দুনিয়ায় আমি তোমাকে আড়াল করে রেখেছিলাম। তোমার গুনাহসমূহ প্রকাশ হতে দেইনি। আর এখন আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। এরপর তার পুণ্যময় আমলনামা তার হাতে দেয়া হবে। কিন্তু কাফের ও মুনাফেক লোকদের ব্যাপর



গোপন রাখা হবে না বরং সমস্ত লোকদের সম্মুখেই স্বজোরে ঘোষণা দিয়ে বলা হবে, এরা নিজেদের প্রতিপালক সম্পর্কে নানা প্রকার মিথ্যারোপ করত। তোমরা জেনে রাখ, জালেমদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। —বোখারী, মুসলিম।

### কোন মাধ্যম ছাড়াই সামনা সামনি আল্লাহর জিজ্ঞাসার জবাব দিতে হবে

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই, যে স্বীয় প্রতিপালকের সাথে হিসাবের ব্যাপারে কথা বলবে না। তার এবং তার প্রতিপালকের মধ্যে কোন মাধ্যমও আড়াল থাকবে না। এ সময় মানুষ যার যার ডান দিকে তাকালে, নিজের আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। আর বাম দিকে তাকালে কেবল তা-ই দেখতে পাবে, যা সে পূর্বে করে পরকালের জন্য পাঠিয়েছে। আর সম্মুখ দিকে তাকালে দেখতে পাবে জাহান্নাম। (অতঃপর নবী করীম (সঃ) বললেন) অতএব তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। যদি এক টুকরা খেজুরও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পার, তা করে জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। —বোখারী, মুসলিম।

## কারো প্রতিই অবিচার করা হবে না

### যার যার পাপ-পূর্ণকে অতি সুক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করা হবে

হাশর ময়দানে বান্দার বিচার করণে কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হবে না। কোরআন মজীদে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

فَالْيَوْمَ لَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّامَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ *

"সেদিন (মহা বিচারের দিন) কোন মানুষের প্রতি জুলুম করা হবে না। তোমরা দুনিয়ায় যা কিছু করতে, কেবল মাত্র সেসব কর্মেরই প্রতিদান লাভ করবে।"
—সূরা ইয়াসীন – ৪র্থ রুকু।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "কোন ব্যক্তি অণু-পরমাণু পরিমাণ পুণ্যময় কাজ করলে তাকে তা মহা বিচারের দিন দেখান হবে। আর কেউ অণু-পরমাণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তা-ও তাকে দেখান হবে।
—সূরা যিলযাল।

সূরা মুমিনে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَاظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ *

"আজকের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা কিছু কামাই করেছে তার প্রতিদান দেয়া হবে। কারো প্রতিই আজ অবিচার করা হবে না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ খুবই দ্রুতগামী।"
—সূরা মুমিন– ২য় রুকু।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "কেউ পার্থিব জীবনে অণু-পরমাণু পরিমাণে পুণ্যের কাজ করলে মহা বিচারের দিন সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণে খারাপ কাজ করলে তা-ও তাকে দেখান হবে।" —সূরা যিলযাল।

সূরা মুমিনে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَاظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ *

"আজকের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা কিছু কামাই করেছে, তার প্রতিদান দেয়া হবে। কারো প্রতি আজ অবিচার করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী —সূরা মুমিন- ২য় রুকু।

## বান্দার হক

হাশর ময়দানে আল্লাহ তাআ'লার হক যেমন- নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে হিসাব গ্রহণ করা হবে। অনুরূপভাবে বান্দার হক সম্পর্কেও হিসাব নেয়া হবে। দুনিয়া কেউ কারো হক নষ্ট করলে বা আত্মসাত করলে অথবা কারো প্রতি জুলুম-অত্যাচার করলে, তারও হিসাব ও বিচার হবে। বুজুর্গানেদ্বীন বলেছেন, মহাবিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লার হক সম্পর্কে অপরাধী হয়ে তার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া ততটা বিপদজনক নয়, যতটা বান্দার হক আত্মসাত করা এবং তার প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা বিপদজনক। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা হচ্ছেন মহান ও অভাবমুক্ত সত্তা। তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর হকের ব্যাপারে ক্ষমা লাভ করার আশা করা যায়। কিন্তু বান্দা হচ্ছে অভাবী ও প্রয়োজনশীল প্রাণী। তাদের এক একটি পুণ্য দ্বারা উপকৃত হওয়া ও মুক্তি লাভের আশা থাকবে। এ কারণে মহাবিচারের দিন বান্দার কাছ থেকে ক্ষমা লাভ এবং তার দাবী ছেড়ে দেয়ার আশা করা নিরর্থক। মহা বিচারের দিন টাকা-পয়সা, দিনার, ডলার, ধন-সম্পদ কিছুই কাছে আসবে না। সেদিন দাবী পরিশোধ করা হবে পুণ্যের আদান-প্রদান করে। আর দাবী আদায়ের ব্যবস্থা এত সুন্দর ও নিরঙ্কুশ হবে যে, পশুরাও যে, একে অন্যের প্রতি জোর-জুলুম করে, সেদিন তারও প্রতিশোধ নেয়া হবে।

## পাপ পুণ্য দ্বারা লেন-দেন হওয়া

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রতি জুলুম করে, তাকে অপমান করে বা তার হক নষ্ট কিম্বা নিজে আত্মসাত করে, তাহলে আজই তার কাছে ক্ষমা চেয়ে সে দিনটি এসে পরার পূর্বেই



তার দায়মুক্ত হওয়া উচিত, যেদিন দিনার-দিরহাম টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ কিছুই থাকবে না। সেদিন কিছু পুণ্য থাকলে জুলুম পরিমাণ পুণ্য তার থেকে নিয়ে মজলুম বা পাওনাদার ব্যক্তিকে দান করা হবে। তার যদি কোন পুণ্য না থাকে, তাহলে মজলুম ব্যক্তির পাপ থেকে নিয়ে জালেম ব্যক্তির মাথায় চাপান হবে। —বোখারী, মেশকাত।

## কেয়ামতের দিন সর্বাধিক নিঃস্ব ব্যক্তি

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান মোফলেস বা সর্বাধিক নিঃস্ব ব্যক্তি কে? সাহাবী (রাঃ)গণ বললেন, আমরা তো তাকেই নিঃস্ব লোক বলে মনে করি, যার দিরহাম (টাকা-পয়সা) ও ধন-সম্পদ থাকে না। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত নিঃস্ব ব্যক্তি হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতের বিশাল পুণ্য ভাণ্ডার নিয়ে উপস্থিত হলেও সে হাশর ময়দানে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, হয় সে কাউকে গালি-গালাজ করেছে; কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বা কারো ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আহরণ এবং ভক্ষণ করে, কাউকে মারপিটের মাধ্যমে তার রক্ত প্রবাহিত করে, কাউকে অন্যায়ভাবে চড়-থাপ্পর দিয়ে এসেছে। যেহেতু কেয়ামতের দিনটি হবে চূড়ান্ত ফয়সালা ও বিচারের দিন। তাই এ ব্যক্তির ফয়সালা এভাবে হবে যে, সে যাদের হক নষ্ট করেছে এবং নানাভাবে উৎপীড়ন করেছে, তাদের মধ্যে তার পুণ্য বণ্টন করে দেয়া হবে। তাদের দাবী পূরণ হওয়ার পূর্বেই যদি তার পুণ্যের ভাণ্ডার শেষ হয়ে যায়, তখন দাবীদার ও পাওনাদারদের পাপ এনে তার মাথায় চাপান হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। —মুসলিম, মেশকাত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা সমস্ত মানুষকে হাশর ময়দানে জমায়েত করবেন, যারা হবে উলংগ, খাৎনাহীন ও রিক্ত হস্ত। অতঃপর এমন জোরে ডাক দেয়া হবে, যে ডাক নিকটবর্তীরা যেমন শুনবে তেমনি দুরবর্তীরাও শুনবে। বলা হবে, আমি প্রতিদান দানকারী, আমি রাজাধিরাজ। কোন জান্নাতী ব্যক্তির কাছে কোন হক বা পাওনা থাকা অবস্থায় কোন জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার পাওনা আদায় করে না দেব। এমনকি যদি একটি ঘুষিও কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে মেরে থাকে, তবে আমি তারও প্রতিশোধ আদায় করে দেব।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতিশোধ কিভাবে দেয়া হবে? আমরা তো তখন উলংগ, খাতনাহীন ও খালি হাতে হব ? নবী করীম (সঃ) বললেন সেদিন পাপ ও পুণ্য দ্বারা লেন-দেন, দাবী আদায় ও প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। —আহমদ, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, কেউ যদি তার গোলামকে একটি বেত্রাঘাতও করে, তাহলে মহাবিচারের দিন সে গোলামকে প্রতিশোধ আদায় করে দেয়া হবে। —তাবারানী, বায্যার, আত্তারগীব অত্তারহীব।

## পিতা-মাতাও তাদের দাবী ছাড়তে সম্মত হবে না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সন্তানের কাছে পিতা-মাতার যদি কোন ঋণ বা পাওনা থেকে থাকে, তাহলে কেয়ামতের দিন তারাও সন্তানের প্রতি বিরক্ত হয়ে বলবে, তুমি আমার ঋণ পরিশোধ কর। সন্তান তখন বলবে, আমি তো তোমারই সন্তান। একথায় পিতা-মাতার মনে কোন প্রভাব পড়বে না। তারা তাদের দাবী পূরণের জন্য তাকে বারবার তা'কিদ দিতে থাকবে। এমনকি তারা তখন এ আশা পোষণও করতে থাকবে যে, হায়! তার কাছে যদি আমাদের আরও ঋণ পাওনা থাকত।

—তাবারানী, আত্তারগীব অত্তারহীব।

## প্রথম বাদী-বিবাদী

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "মহাবিচারের দিন সর্বাগ্রে বাদী ও বিবাদী হবে দু'জন প্রতিবেশী।"

—আহমদ, মেশকাত।

## জীব-জন্তুর বিচার ফয়সালা

হাশর ময়দানে সবারই হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং প্রত্যেক মজলুম ব্যক্তির ব্যাপারে ইনসাফ ও সুবিচার করা হবে। হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মহাবিচারের দিন তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই দাবীদারদের দাবী পরিশোধ করতে হবে। এমনকি শিংহীন বকরী (যাকে শিং বিশিষ্ট বকরী আঘাত করেছিল) শিং বিশিষ্ট বকরী থেকে প্রতিশোধ আদায় করে দেয়া হবে। —মুসলিম, মেশকাত।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "সেদিনটির আগমন অবশ্যাম্ভাবী, সুতরাং যার ইচ্ছে হয়, সে যেন আপন প্রতিপালকের কাছে স্বীয় স্থান করে নেয়। আমি তোমাদেরকে এক নিকটবর্তী শাস্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছি। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন কৃতকর্ম দেখতে পাবে। সেদিন কাফের লোক বলবে, হায়! আমি যদি মাটিতে পরিণত হতে পারতাম। —সূরা আন্নাবা।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে দুররে মানছুরে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর উদ্ধৃতি বর্ণনা করেন, হাশর ময়দানে সমস্ত প্রাণীকে একত্রিত করা হবে। চতুষ্পদ প্রাণী, ভূমিতে চলমান প্রাণী ও পাখীকুলসহ



সব কিছুকে উপস্থিত করা হবে। তখন আল্লাহ তাআ'লার বিচারালয় থেকে যে রায় ঘোষণা হবে, তাতে এ ফয়সালাও থাকবে যে, শিংহীন পশুকে শিং বিশিষ্ট পশু থেকে প্রতিশোধ আদায় করে দেয়া হবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মাটি হয়ে যাও। এ সময় কাফেরের মুখ থেকে আফসোস ও অনুশোচনামূলক যে কথা বের হবে তা হল, হায়! আমি যদি অস্তিত্বহীন হয়ে মাটিতে পরিণত হতে পারতাম। —তাফসীরে দুররে মানছুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩১ পৃঃ।

বিশিষ্ট মুফাস্সির মুজাহিদ (র) বলেন, যে জীবকে ঠোকর মারা হয়েছে, তাকে ঠোকরদানকারী জীব হতে এবং যে প্রাণীকে লাথি মারা হয়েছে, সে প্রাণীকে লাথিদাতা প্রাণী হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করে দেয়া হবে। হাশর ময়দানে এসব ঘটনা মানুষের সামনেই সংঘটিত হবে এবং তারা তা অবলোকন করবে। অবশেষে জীব-জন্তুকে বলা হবে, তোমরা মাটিতে পরিণত হও। তোমাদের জন্য যেমন জান্নাত নেই, তেমনি জাহান্নামও নেই। এ সময় কাফেরগণ জীব-জন্তুর মুক্তি এবং চিরস্থায়ী শান্তি হতে নাজাতের সাফল্য দেখে আশা পোষণ করে বলবে, হায়! আমরাও যদি মাটিতে পরিণত হতে পারতাম।

—তাফসীরে দুররে মানছুর।

এ পার্থিব জগৎ হচ্ছে কর্মের স্থান, চিন্তা-ভাবনার স্থান, সুখ দুঃখের স্থান। এখানে যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়ার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করবে, পরিশ্রম করবে এবং দুনিয়া লাভের চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন থাকবে, নিঃসন্দেহে সে পরকালে খালি হাতে উঠবে। এ জগতে যে ব্যক্তি শুধু জীব-জন্তু থেকেই নয়, পুণ্যবান লোকদের থেকেও নিজকে উত্তম মনে করেছে এবং আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসূলের কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, পরকাল সম্পর্কে চিন্তাহীন ও উদাসীন থেকেছে। পরকালে তার ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য। আল্লাহর পুণ্যবান বান্দারাই শুধু তার চেয়ে উত্তম হবেন না বরং পরিণামের দিক দিয়ে জীব-জন্তুরাও হবে তার চেয়ে উত্তম। এ সময় অত্যন্ত ভগ্নমনে নিরাশার সুরে তারা বলে উঠবে, হায়! আমিও যদি মাটিতে পরিণত হতে পারতাম। আমার যদি হিসাব-নিকাশ না হত। আমি যদি জাহান্নামে পতিত না হতাম। হায়! মাটি যদি ফেটে যেত এবং আমি চিরদিনের জন্য তাতে বিলীন হয়ে যেতে পারতাম। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْتُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ *

"যারা কুফরী এবং রাসূলের নাফরমানি করেছে, তারা আজ আশা করবে যে, হায়! আমি যদি মাটির সাথে মিশে যেতে পারতাম।"—সূরা নিসা- ৬ষ্ঠ রুকু।

পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াকে পরকালের আমলের ক্ষেত্র রূপে মনে করে পরকালের জন্য চিন্তা-ভাবনা করেছে। সেখানকার সুখ-শান্তির জন্য আমল

করেছে। সেখানে তারা অবশ্যই সুখ ও শান্তিময় পরিবেশে অবস্থান করবে। দুনিয়ায় তারা আল্লাহর শাস্তির ভয়ে বলে হায়! আমি যদি মাটিতে পরিণত হতাম। হায়! আমি যদি কোন বৃক্ষলতায় পরিণত হতাম। হায়! আমি যদি মাটির ঘাস হতাম। মোটকথা ঈমানদারগণ নিজদেরকে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় হীন ও অধম মনে করে পরকালের সাফল্য লাভ করবে। আর ইসলাম অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানকারী কাফের মুশরেকগণ মহাবিচারের দিনে নিজদেরকে জীব-জন্তুর তুলনায় নিকৃষ্ট ও হীনতুচ্ছ ভাববে এবং তারা হবে চিরদুঃখী।

## মনিব ও ভৃত্যদের মাঝে ন্যায় বিচার

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কয়েকজন ভৃত্য আছে যারা আমার সাথে মিথ্যা কথা বলে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে। আর আমার কথাও তারা অমান্য করে। (এ হচ্ছে তাদের দিকের অপরাধ, আর আমার অপরাধ হল–) আমি তাদেরকে গালি-গালাজ করি এবং মারপিট করে শাস্তি দেই। এখন আপনি বলুন, পরকালে তাদের ও আমার অবস্থা কেমন হবে?

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, কেয়ামতের দিন, তোমার গোলামগণের বিশ্বাসঘাতকতা, অবাধ্যতা এবং মিথ্যা বলা এবং তুমি তাদের শাস্তি দেয়া সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের সমপরিমাণ হয়, তাহলে ব্যাপারটি সমান সমানই থাকবে, তাদের কাছ তুমি কিছু পাবে না আর তারাও তোমার উপর কোন বোঝা চাপাতে পারবে না। আর যদি তাদের অপরাধের তুলনায় তোমার দেয়া শাস্তি কম হয়, তাহলে তাদের অতিরিক্ত অপরাধ তোমার কাজে আসবে। তুমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আর যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় বেশি হয়ে যায়, তাহলে যতটুকু শাস্তি বেশি হয়েছে, ততটুকু প্রতিশোধ তোমার থেকে নিয়ে তাদেরকে দেয়া হবে।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ)-এর মুখে একথা শুনে লোকটি কাঁদতে কাঁদতে ও চিৎকার করতে করতে সেখানে থেকে উঠে গেল। নবী করীম (সঃ) তাকে বললেন, তুমি কি কোরআন মজীদে উল্লিখিত আল্লাহ তাআ'লার এ বাণী পাঠ করনি? তিনি বলেছেন ঃ

"আমি কেয়ামতের দিন ইনসাফ ও সুবিচারের দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত করব। সুতরাং কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না। কেউ যদি সরিষার দানা পরিমাণও কোন কাজ করে থাকে, তবে আমি তা-ও উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণে আমিই যথেষ্ট।" —সূরা আম্বিয়া– ৪র্থ রুকু।



একথা শুনে লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ গোলামদের ব্যাপারে আমি এটাই উত্তম মনে করছি যে, তাদেরকে আমি আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেব। তাই আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, তারা সকলেই আজ থেকে মুক্ত ও স্বাধীন। —তিরমিযী, মেশকাত।

## অপরাধ অস্বীকার করায় সাক্ষী দ্বারা অপরাধ প্রমাণ

### অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য ঃ

মানুষ হচ্ছে ঝগরাটে স্বভাবের। মানুষের প্রতারণা, বক্রতা ও ঝগরাটে স্বভাব শুধু দুনিয়াতেই নয়; বরং কেয়ামতের দিনেও তার প্রদর্শনী হবে। মহাশক্তিমান আল্লাহ তাআ'লার সাথেও তারা বাদানুবাদ ও অপরাধ অস্বীকার করতে থাকবে। তখন সাক্ষী উপস্থিত করে তাদের আস্ফালন ও দাম্ভিকতাকে চূর্ণ করা হবে। স্বয়ং মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তখন তাদের মাথাটি হবে অবনমিত। যেমন কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ *

"আজকের দিনে আমি তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেব। তখন তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।" —সূরা ইয়াসীন – ৪র্থ রুকু।

হযরত আনাস (রা) বলেন, কোন এক সময়ে আমি নবী করীম (সঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। হঠাৎ নবী করীম (সঃ) হেসে উঠলেন, আর আমাদেরকে বললেন, তোমরা কি জান আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী করীম (সঃ) বললেন, মহা বিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লা এবং বান্দার মধ্যে যে সওয়াল-জওয়াব হবে, সে দৃশ্য স্মরণ হলে আমার হাসি পায়। বান্দা বলবে, ইয়া পরওয়ারদেগার! আপনি আমাকে জুলুম থেকে বাঁচাবার ঘোষণা দিয়ে আমাকে কি নিশ্চিন্ত করেননি। আল্লাহ তাআ'লা বললেন, হ্যাঁ, আমি এ অঙ্গীকার করেছি। তারপর বান্দা বলবে, আমি আমার ব্যাপারে কারো সাক্ষ্যই মানব না। তবে আমার দেহের মধ্য হতে যদি কেউ সাক্ষ্য দেয়, তবে আমি তা গ্রহণ করতে পারি। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, আজ তোমার ব্যাপারে তোমার নিজের এবং যারা কাজ সম্পাদন করেছে তাদের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। নবী করীম (সঃ) বলেন, এরপর সে বান্দার মুখে মোহর লাগান হবে।

আর আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি নির্দেশ দেয়া হবে যে, তোমরা কথা বল। তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তাদের কর্মের কথা প্রকাশ করে দেবে। এ অবস্থা দেখে বান্দা তার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলবে, তোমরা ভয় কর, ভয় কর। তোমাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষার জন্যই তো আমি এ বির্তক করছি। —মুসলিম, মেশকাত।

অন্য এক হাদীসে আছে, বান্দার রান, হাড় এবং মাংসও তার আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। —তাফসীরে দুররে মানছুর।

**ভূমির সাক্ষ্য ঃ**

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) কোরআন মজীদের يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا (সেদিন ভূমি তাঁর অন্তর্নিহিত সংবাদ বর্ণনা করবে।) আয়াত পাঠ করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান ভূমির সংবাদ বর্ণনার অর্থ কি? উপস্থিত সাহাবা (রাঃ)গণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে ভাল জানেন। নবী করীম (সঃ) বললেন, ভূমির সংবাদ বর্ণনার মর্ম হচ্ছে, ভূমি প্রত্যেক নারী পুরুষের বিরুদ্ধে তার সে কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে, যা তাঁর উপর অবস্থান করে করা হয়েছে। সে বলবে অমুক অমুক দিন সে অমুক অমুক কাজ করেছে। এটাই হচ্ছে ভূমির সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়।—তিরমিযী, আহমদ, মেশকাত।

## আমলনামা উপস্থাপন

দুনিয়ার জীবনে কেরামুন কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয় মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত আছেন। মহাবিচারের দিনে তারা আমলনামার আকারে তা পেশ করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"মহাবিচারের দিন আপনি প্রত্যেক দলকে দেখবেন, তারা ভয়-ভীতিতে নতজানু হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলকে তাদের আমলনামার কাছে ডাকা হবে। আর তাদেরকে তখন বলা হবে, আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। এ হচ্ছে আমার দফতর। এ দফতরই তোমাদের বিরুদ্ধে সঠিক ও সত্য বলে দেবে। তোমরা যা কিছু করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখতাম।" —সূরা জাছিয়া- ৪র্থ রুকু।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গলার হার বানিয়ে রেখেছি। মহা বিচারের দিনে আমি এমন এক দফতর প্রকাশ করব, যা খোলা অবস্থায় দেখা যাবে। আর বলা হবে, তুমি তোমার দফতর পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে হিসাব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।" —সূরা বনী ইস্রাঈল- ২য় রুকু।



**আমলনামা দেখে অপরাধীরা ভীত হয়ে অনুশোচনা করবে**

মানুষের সমস্ত কর্ম আমলনামায় লিপিবদ্ধ থাকবে। আমলনামার মাঝে খারাপ কর্ম অবলোকন করে পাপীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। দুনিয়ার জীবনে সে যা কিছু করেছে, তা সবই তাতে লিপিবদ্ধ আকারে দেখতে পাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"মহাবিচারের দিন যখন আমলনামা উপস্থাপন করা হবে, তখন অপরাধীগণ তাতে লিপিবদ্ধ বিষয় দেখে ভীত হয়ে পড়বে। আর বলবে হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য। এ আমলনামা খুবই বিস্ময়মকর। কোনরূপ অবিচার না করে ছোট-বড় কোন গুনাহই বাদ রাখা হয়নি। তারা যা কিছু করেছে, তা সবই তাতে সন্নিবেশিত পাবে। আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করবেন না।" —সূরা কাহাফ- ৬ষ্ঠ রুকু।

## আমলনামা বণ্টন

প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলনামা প্রদান করা হবে। যারা পুণ্যবান এবং নাজাত লাভ করবে, তাদেরকে ডান হাতে আমলনামা প্রদান করা হবে। আর যারা কাফের ও ফাসেক এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের পেছন দিক থেকে বাম হাতে আমলনামা প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"হে মানব মণ্ডলী! স্বীয় প্রতিপালকের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত স্বীয় আমলের যত্নবান হও। অতঃপর তোমরা সে কর্মের প্রতিদান লাভ করবে। সুতরাং যাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তাদের হিসাব হবে অতিসত্বর সহজ হিসাব। আর হিসাবান্তে তারা নিজেদের পরিজনদের কাছে আনন্দিত মনে ফিরে আসবে। আর যাদেরকে পিঠের পেছন দিক দিয়ে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তারা মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। আর তারা পৌঁছবে জলন্ত অণলকুণ্ডে। (দুনিয়ায়) তারা পরকাল সম্পর্কে উদাসিন হয়ে পরিবার পরিজনের সাথে খুব আনন্দমুখর অবস্থায় জীবন যাপন করত। আর মনে করত, তাদেরকে কখনোই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে না। কিন্তু কেন ফিরে যাবেন? নিশ্চয় তার প্রতিপালক তো তাকে ভালভাবেই অবলোকন করছেন।" —সূরা ইনশিকাক।

পার্থিব জগতে যারা খুব আনন্দমুখর জীবন যাপন করে এবং দুনিয়াকেই আসল জীবন মনে করে তাতে নিমগ্ন হয়ে থাকে, পরকালের কথা কিছু মাত্রও চিন্তা করে না এবং পরকালের বিষয়কে মিথ্যা মনে করে। কেয়ামতের দিন তারা কঠিন বিপদে নিপতিত হয়ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকবে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়ায় অবস্থান করে পরকালের কথা চিন্তা করে এবং মরণের পরের অবস্থা সম্পর্কে, চিন্তা ভাবনা করে তারা মহাবিচারের দিন ডান হাতে আমলনামা পেয়ে

খুব খুশী ও আনন্দিত হবে। এ পার্থিব জীবনে কুকর্মকারীগণ এখানে খুবই আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে থাকে, আর পুণ্যবানগণ আনন্দময় পরিবেশে থাকবেন পরকালের জীবনে।

### আমলনামা পাওয়ার পর পুণ্যবানদের খুশী এবং পাপীদের হতাশ হওয়া

পরকালে মুমিন ও পুণ্যবানগণ আমলনামা ডান হাতে পেয়ে অধিক খুশী হবেন এবং কাফের-ফাসেক ও পাপীগণ বাম হাতে আমলনামা পেয়ে হবে অধিক দুঃখিত, ব্যথিত ও মর্মাহত। এ বিষয়ে কোরআন মজীদে আরও সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَاتَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ *

"সেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ তাআ'লার আদালতে পেশ করা হবে। তোমাদের কোন গোপন তথ্যই সেদিন আর গোপন থাকবে না।" —সূরা আল হাক্কা।

এরপর-ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "অতএব যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তারা আনন্দে বলে উঠবে, আমার আমলনামা পাঠ কর। আমার তো বিশ্বাস ও ধারণা এটাই ছিল যে, অবশ্যই আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং তারা জান্নাতে খুবই সন্তোষজনক জীবন যাপন করতে থাকবে, যার ফলমূলসমূহ হবে ঝুকানো ও নিকটবর্তী। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানাহার কর। এটা সেই পুণ্যময় কর্মের প্রতিদান, যা তোমরা বিগত দিনগুলোতে ভবিষ্যতের জন্য পাঠিয়েছিলে। —সূরা আল হাক্কাহ- ১ম রুকু।

ডান হাতে আমলনামা পাওয়া মুক্তি লাভ ও জান্নাতে প্রবিষ্ট হওয়ার নির্দশন। এমন লোকেরা খুশীতে আত্মহারা হয়ে সকলকে আমলনামা দেখিয়ে বলবে, ধর, আমার আমলনামা নিয়ে পাঠ কর। আমি দুনিয়ার জীবনে মনে করেছিলাম যে, পরকালে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। আর এ কারণে আমি ভীত থাকতাম এবং খুব চিন্তা করতাম। তাই আজ আমি তার সুখময় পরিণতি অবলোকন করছি।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা আমলনামা বাম হাতে আমলনামা' প্রাপ্তদের মর্মান্তিক অবস্থার কথা তুলে ধরে বলেন ঃ "আর যাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আমলনামা না পেতাম! আমার কি হিসাব হবে তা যদি আদৌ আমি না জানতাম (তাহলে কতই না ভাল হত।) হায়! মৃত্যুই যদি আমার চির সমাপ্তি হত, (আমাকে যদি দ্বিতীয়বার জীবিত না করা হত।) আমার ধনসম্পদ আমার কোন কাজে আসল নাম। আমার প্রভাব প্রতিপত্তি ও শাসন ধ্বংস হয়ে গেল।' —সূরা হাক্কা- ১ম রুকু।



সূরা ইনশিকাকে বলা হয়েছে, পাপিষ্ট লোকদেরকে পিছন দিক দিয়ে আমল নামা দেয়া হবে। আর সূরা আল হাক্কাতে বলা হয়েছে, পাপিষ্ট লোকদেরকে বাম হাতে আমল নামা দেয়া হবে। উভয় আয়াতের মর্ম একত্রিত করলে বুঝা যায় যে, যাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তাদেরকে তা পেছন দিক হতে দেয়া হবে। মনে হয় ফেরেশতাগণ যেন তাদের চেহারা দেখতে ইচ্ছুক নয়। সম্ভবত তাদের ডান বাহু বাধা থাকবে। এ কারণে পেছনের দিক দিয়ে বাম হাতে আমল নামা দেয়া হবে।

## আমলসমূহের ওজন

আল্লাহ তাআ'লা সৃষ্টিকুলের কাজ-কর্ম ও আমল সম্পর্কে সর্বদাই জ্ঞাত আছেন। মহাবিচারের দিন যদি নিজের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কর্মের দান প্রতিদান দেন, তাহলে তা দেয়ারও অধিকার তাঁর রয়েছে। কিন্তু মহাবিচারের দিন হাশর ময়দানে তা করা হবে না, বরং মানুষের সামনেই তাদের আমলনামা পেশ করা হবে এবং তা ওজন করা হবে। আমলের সত্যাসত্য প্রমাণের জন্য সাক্ষী থাকবে। অপরাধীরা তাদের খারাপ আমলকে অস্বীকার করবে এবং দলিল প্রমাণ ও সাক্ষ্য দ্বারা তার অপরাধ প্রমাণ করা হবে যাতে শাস্তি ভোগকারী ব্যক্তিরা একথা বলতে না পারে যে, আমাদের প্রতি জুলুম করে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

আমল ওজন করা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "সেদিন পরিমাপ যন্ত্র স্থাপিত হওয়ার বিষয়টি সত্য ও সঠিক। সুতরাং যাদের আমলের পাল্লা ভারি হবে তারা হবে সাফল্যমণ্ডিত। আর যাদের আমলের পাল্লা হালকা হবে, তারা হল সেসব লোক যারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেছে এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত।" —সূরা আরাফ- ১ম রুকু।

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হাশরের দিন আমল ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। আর সে পাল্লা এত বিরাট বিশাল হবে যে, তাতে যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একত্রে ওজন করা হয়, তবুও তাতে স্থান সঙ্কুলান হবে। এ দাঁড়িপাল্লা দেখে ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআ'লার কাছে জিজ্ঞেস করবেন, এ পাল্লায় কাকে পরিমাপ করা হবে? আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তার হিসাবের জন্য এ দাঁড়িপাল্লায় আমল ওজন করব। একথা শুনে ফেরেশতাগণ বলবেন, হে আমাদের প্রভু! আপনার এবাদত যেরূপ করা উচিত ছিল আমরা তা অনুরূপভাবে এবাদত করতে পারিনি। —হাকেম, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মহাবিচারের দিন দাড়িপাল্লার জন্য একজন ফেরেশতাকে নিয়োজিত করা হবে। (সে আমল ওজন

করবে।) মানুষকে এ পরিমাপ যন্ত্রের কাছে উপস্থিত করা হবে। যারাই আসবে তাদেরকেই উভয় পাল্লার মধ্যবর্তী স্থানে দণ্ডায়মান করান হবে। তার নেকের পাল্লা যদি ভারী হয়, তাহলে ফেরেশতা উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করবে, অমুক ব্যক্তি চিরদিনের জন্য সৌভাগ্যবান হয়েছে, সে কখনো হতভাগা হবে না। আর এ ঘোষণা সমস্ত মাখলুকই শুনতে পাবে। আর যদি তার নেকের পাল্লা হালকা হয়, তাহলে ঐ ফেরেশতা এমন উচ্চকণ্ঠে যা সমস্ত মাখলুক শুনতে পায় ঘোষণা করবে, অমুক ব্যক্তি চিরদিনের জন্য ব্যর্থ ও বিফল হয়েছে। সে আর কখনো সৌভাগ্যবান হতে পারবে না। —বায়হাকী, বায্যার, আর তারগীব অত্তারহীব।

বিশিষ্ট মুফাস্সির শাহ আবদুল কাদির (রঃ) মাউজুহুল কোরআন গ্রন্থে লিখেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির আমল ওজন অনুযায়ী লেখা হয়। একই কাজ যদি এখলাস ও মহব্বতের সাথে শরীয়ত অনুযায়ী যথাযথভাবে করা হয়; তাহলে তার ওজন বৃদ্ধি পায়। আর উক্ত আমলই যদি মানুষকে দেখাবার জন্য এবং শরীয়ত অনুযায়ী যথাযথভাবে না করা হয়, তবে তা ওজনে হালকা হয়ে যাবে। পরকালে যার পুণ্য কাজের পাল্লা ভারী হবে, তার খারাপ আমল ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যার নেক আমল হালকা হবে, তাকে পাকড়াও করা হবে।

কোন কোন আলেম বলেছেন, মহাবিচারের দিন মানুষের আমলকে কায়া বা দেহে রূপদান করে উপস্থিত করা হবে। আর আমলনামার উক্ত দেহের রূপকেই পরিমাপ করা হবে। আর সেই দেহ ভারী বা হালকা হওয়ার ভিত্তিতেই বিচার ফয়সালা করা হবে। কাগুজে আমলনামা বা দেহ বিশিষ্ট আমল ওজন হওয়া অবাস্তব কথা নয়। আর আমলকে ওজন করা ছাড়াই পরিমাপ করাও আল্লাহ তাআ'লার ক্ষমতার বহির্ভূত কাজ নয়। বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। দৈনন্দিন নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার হয়ে চলেছে। সুতরাং পরকালে আমল পরিমাপ হওয়ার ব্যাপারটি একটি বোধগম্য ব্যাপার। এ অধম বান্দাকে আল্লাহ তাআ'লা যতটুকু বোধ জ্ঞান দান করেছেন, তাতে আমল পরিমাপ হওয়ার বিষয়টি সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

বর্তমান যুগে থার্মোমিটার যন্ত্র দ্বারা দেহের তাপমাত্রার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এমনিভাবে অনেক যন্ত্র রয়েছে যা দেহ ছাড়া অন্যান্য জিনিসের মাত্রা ও পরিমাণ অবগত হওয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষে আমল ওজন করা তাঁর ক্ষমতার বহির্ভূত ব্যাপার, তা কিভাবে মানা যায়। কারো মনে যদি এ সন্দেহ হয় যে, আমল বা কর্মের তো কোন অনুভূতিশীল অস্তিত্ব নেই। কর্ম বা আমল বাস্তবায়ন হওয়ার সাথে সাথেই তার রূপটিও বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং পরকালে সে আমল একত্রিত করা এবং পরিমাপ করা কথাটির কি অর্থ হতে পারে?



এ সন্দেহ অবসানের জন্য আমরা বলতে চাই যে, মানুষের বক্তৃতা-বিবৃতি ও কথাকে রেকর্ড করে তা রেডিও-টেলিভিশন থেকে প্রচার করা হয়। অথচ মানুষ যখন গৃহে অবস্থান করে বক্তৃতা করে, তখন সে এক সাথেই সব কিছু বলে না, বরং তাকে এক একটি অক্ষর উচ্চারণ করতে হয়। একটি অক্ষর উচ্চারণে শেষ হওয়ার পরই অন্য অক্ষরটি উচ্চারণ করে। এতটা করা সত্ত্বেও তার সমস্ত কথা ও বক্তৃতা রেকর্ড হয়ে যায়। বর্তমানে আপনারা টেলিভিশনে মানুষের বহু চালচলন ও অভিনয় দেখছেন, যা পূর্বেই রেকর্ড করা হয়েছে। মানুষকে যখন আল্লাহ তাআ'লা অক্ষরসমূহ, বাক্য, চালচলন অভিনয়কে ধরে রেখে তা একত্রিতকরণ ও রেকর্ড করার ক্ষমতা দান করেছেন, তা হলে বুঝা যায় তিনি নিজেও তা করার ক্ষমতা রাখেন। স্বীয় মাখলুকের আমল ও কার্যাবলী এমন নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করার ক্ষমতা রাখেন, যাতে এক বিন্দুও অরক্ষিত থাকবে না। আর তাকে বাস্তবরূপে কেয়ামতের দিন ওজন করে সকলের সম্মুখে প্রকাশ করার ক্ষমতাও তিনি রাখেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ *

"আর এরূপ করেই তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলের চুলচেরা বিচার করে যথাযথ প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ তাআ'লা হিসাব গ্রহণে খুবই দ্রুত।"

## জনৈক বান্দার আমলের পরিমাপ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মহাবিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লা সমস্ত মাখলুকের সম্মুখে আমার এক উম্মতকে সমবেত গণজমায়েত হতে আলাদা করে তার সামনে নিরানব্বইটি দফতর খুলে ধরবেন। প্রত্যেকটি দফতর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। এ দফতরগুলোতে তার সমস্ত গুনাহ লিপিবদ্ধ থাকবে। এরপর আল্লাহ তাআ'লা তার কাছে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসব আমলনামার কোনটিকে অস্বীকার কর? আমার নিয়োজিত লেখক ফেরেশতা কি তোমার প্রতি কোনরূপ অবিচার করেছে? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি এসবের কোন কিছুই অস্বীকার করছি না এবং অবিচার করারও অভিযোগ তুলছি না। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা জিজ্ঞেস করবেন, তোমার এসব খারাপ আমল সম্পর্কে কোন ওযর আপত্তি আছে কি ? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার কোনই ওযর আপত্তি নেই।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তবে তোমার একটি নেক আমল আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। অনন্তর একটি চিরকুট বের করা হবে যাতে লেখা থাকবে ঃ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ আর তাকে বলা হবে, তুমি তোমার আমল ওজন হওয়া প্রত্যক্ষ কর। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক!

আমার আমল ওজন করা না করা উভয়ই সমান, আমার ধ্বংস হওয়া তো অনিবার্য। কেননা বিরাটকায় নিরানব্বইটি দফতরের তুলনায় এ চিরকুটের অস্তিত্ব তো মূল্যহীন। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তুমি নিশ্চিন্ত মনে জেনে রেখ যে, তোমার প্রতি আজ বিন্দুমাত্রও জুলুম করা হবে না। (তোমার এ আমলনামা অবশ্যই ওজন করতে হবে।) সুতরাং নিরানব্বইটি দফতর মিযানের এক পাল্লায় আর চিরকুটখানা অন্য পাল্লায় রেখে ওজন করা হবে। ফলে ঐ দফতরগুলোর ওজন হবে হালকা এবং চিরকুটের ওজন হবে সে তুলনায় অনেক ভারী। এরপর নবী করীম (সঃ) বললেন, আসল কথা হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার নামের বর্তমানে তার তুলনায় কোন বস্তুই ওজনে ভারী হতে পারে না।

—তিরমিযী, ইবনে মাজা, মেশকাত।

এটা এখলাস ও বিনয়সহকারে এবং আল্লাহ তাআ'লার প্রতি আন্তরিক মুহাব্বত পোষণ করে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার ফলেই এত ভারী হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লার নাম উচ্চারণ করা তখনই পুণ্যে পরিণত হয়, যখন তা একনিষ্ঠ মনে পাঠ করা হয়। কাফেরগণের মুখেও কোন কোন সময় কলেমায় শাহাদাত ও আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু তারা শুধু মুখেই তা উচ্চারণ করে, অন্তরের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। এ কারণে এ পাঠের দ্বারা পরকালে সে নাজাত পাবে না। ঈমানে তখনই প্রাণ সৃষ্টি হয় এবং ওজনে ভারী হয়, যখন তা এখলাস এবং আল্লাহর মহব্বতের সাথে আন্তরিকভাবে পোষণ করা হয়।

## সর্বাধিক ওজনশীল আমল

হযরত আবুদ্‌দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মহাবিচারের দিন মু'মিন ব্যক্তির দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ওজনশীল যে বস্তু রাখা হবে, তা হচ্ছে তার সচ্চরিত্র। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ তাআ'লা অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রতি অবশ্যই ঘৃণা পোষণ করেন। —তিরমিযী; মেশকাত।

## কাফেরদের পুণ্য হবে ওজনহীন

কাফের মুশরেকগণও মানবতার সেবায় অনেক ভাল ভাল কাজ ও জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে। কিন্তু তাদের সে কাজ হবে নিষ্ফল। মহাবিচারের দিন তাদের সে পুণ্যময় কাজগুলোর কোন ওজন থাকবে না এবং তা মিযানে ওজনও করা হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"হে নবী! আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সে লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব, যারা হবে আমাদের দিক দিয়ে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত? তারা হচ্ছে সে সব লোক যাদের আমল দুনিয়ার জীবনেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। অথচ তারা মনে



করে যে, তারা খুব পুণ্যময় কাজ করেছে। আর এসব লোকই তাদের প্রতিপালকের আয়াতকে এবং তার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করে থাকে। ফলে তাদের আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং কেয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য মিযান কায়েম করব না। অর্থাৎ তাদের আমল মিযানে পরিমাপ করব না।' —সূরা কাহাফ- শেষ রুকু।

এ আয়াতের সারকথা হচ্ছে, মূলত তারাই হচ্ছে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত, যারা পার্থিব জগতের দীর্ঘ জীবনে অনেক পরিশ্রম করে পুণ্যময় কাজ করে এবং মানুষকে সন্তুষ্ট করে। আর নিজেরা মনে করে যে, আমাদের জীবন খুব সাফল্যময় হয়েছে। আমরা সাফল্যের দ্বারগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছি। লাখপতি থেকে কোটিপতি হয়েছি। কাল পৌরসভার কমিশনার ছিলাম, এবার জাতীয় সংসদের মেম্বার হয়েছি।

মোটকথা তারা এহেন প্রতারণার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছে, আল্লাহ তাআ'লা দ্বীন-ইসলামকে তারা স্বীকার করেনি এবং তাঁর আয়াতসমূহকেও অস্বীকার করেছে। মহাবিচারের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার কথাকে মিথ্যা মনে করেছে। মৃত্যুর পর কি ঘটবে সে সম্পর্কেও তারা কখনো চিন্তা ভাবনা করেনি। পার্থিব উন্নতি ও সাফল্যকেই তারা কামিয়াবী মনে করেছে। কেয়ামতের দিন যখন তারা হাশর ময়দানে উপস্থিত হবে, তখন তাদের আমলনামায় দেখতে পাবে কুফরীর তালিকা ও তাদের কৃতকর্মসমূহ। সে আমলের কোন ওজনই থাকবে না। পরিণতিতে তাদের জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করতে হবে। তখনই তাদের জ্ঞানচক্ষুতে ধরা পরবে যে, তাদের সাফল্য কোথায় ছিল।

ইহুদী, খ্রিস্টান ও কাফের মুশরেকগণ দুনিয়ার জীবনে নিজ নিজ খেয়াল খুশিমত অনেক ভাল ভাল কাজ করে। যেমন পানি পানের জন্য নলকূপের ব্যবস্থা করে, অভাবী লোকদেরকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে। অথবা আল্লাহ তাআ'লা নামসমূহ নিয়মিতভাবে স্মরণ করে। এ ধরনের কোন কাজ দ্বারাই তারা পরকালে নাজাত পাবে না। সাধু-সন্ন্যাসীগণ যে বিরাট বিরাট কাজ ও সাধনায় নিমগ্ন হয়ে নিজের দেহকে কষ্ট দেয় এবং প্রবৃত্তিকে বৈধ চাহিদা হতে বিমুখ রেখে নিজের প্রতি জুলুম করে। ইহুদী-খ্রিস্টানদের ধর্মীয় নেতা পাদ্রীরা পুণ্যলাভের আশায় বিবাহ থেকে বিরত থাকে। এদের সর্বপ্রকার কাজ-কর্মই অর্থহীন ও পুণ্যহীন কাজ। পরকালে এসব কাজ দ্বারা কোন ফলোদয় হবে না। কুফরীর কারণে পরকালে এ কাজের কোন ফল তারা লাভ করতে পারবে না। কাফেরদের পুণ্যময় কাজগুলো হবে প্রাণহীন। মহাবিচারের দিন তাদের হাত হবে পুণ্যশূন্য। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"যারা নিজদের প্রতিপালকের সাথে কুফরী করে, তাদের কর্মের উদাহরণ হল বালুরাশি, যাতে প্রচণ্ড ঘূর্ণি বায়ুর দিন তাকে নিমেষে দূর-দূরান্তে উড়িয়ে